মহর্ষি-বেদব্যাস-প্রণীত

পদ্মপুরাণ।

স্বর্গ খণ্ড।

বাঙ্গালা গদ্যানুবাদ।

শ্রীজহরলাল লাহা কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও তৎকর্ত্তৃক
৯১ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা

বেদান্ত-প্রেস্,—১২৭ নং মস্‌জীদ্ বাড়ী ষ্ট্রীট।
শ্রীনীলাম্বর বিদ্যারত্ন দ্বারা
মুদ্রিত।

১২৯২ সাল।

স্বর্গখণ্ডের সূচীপত্র।

পদ্মপুরাণ।

স্বর্গ খণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

নারায়ণ, নরোত্তম, নর ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া, জয় উচ্চারণ করিবে।

সূত কহিলেন, শেষভাষিত ভূগোলকথা শ্রবণ করিয়া প্রণত হইয়া, মদীয় পিতা ব্যাসদেবকে জিজ্ঞাসিলেন, বাৎস্যায়ন পুনরায় শেষকে কি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলন, বলিতে আজ্ঞা হউক।

বাৎস্যায়ন কহিলেন, ! ভগবান্ আমি ভূগোল শ্রবণ করিলাম। অধুনা, স্বর্গমণ্ডলের পরিমাণ, এবং গ্রহ নক্ষত্র ও চন্দ্র সূর্য্যাদি জ্যোতির্গণের সংস্থান শুনিতে ইচ্ছা করি। বিভো! যাহাকে স্বর্গ বলে, এবং যাহাকে আকাশ বলে, তাহাদের সংস্থান ও পরিমাণ কীর্ত্তন করুন।

ব্যাসদেব কহিলেন, ভগবান্ শেষ বিষ্ণুর পরমাশক্তি স্মরণ পূর্ব্বক সহাস্য বাক্যে কহিলেন, বিপ্র! সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড বিষ্ণুর বিরাট রূপ। ইহার বিজ্ঞানমাত্রেই মুক্তিলাভ হয়। বাৎস্যায়ন! এবিষয়ে বিষ্ণুদূতভরতসংবাদ নামে যে ইতিহাস প্রচলিত আছে, শ্রবণ কর।

বিশ্বামিত্রের ঔরসে ও মেনকার গর্ভে সমুৎপন্ন শকুন্তলাতে দুষ্মন্ত হইতে যে মহাভাগবত নৃপ জন্ম গ্রহণ করেন,

তিনি অশ্বমেধাদি সমস্ত যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাঁহার কোন যজ্ঞ অকৃত, কোন ধর্ম্ম অননুষ্ঠিত ও কোন লোকেই অপ্রাপ্য ছিল না। তিনি ভগবান্ গোবিন্দকে তপস্যায় তুষ্ট করিয়াছিলেন। তাঁহার নামে ভারত বংশ ত্রিভুবনে বিখ্যাত হইয়াছে।

বাৎস্যায়ন বলিলেন. ভগবান্! অনুগ্রহ পূর্ব্বক ভরতের জন্মাদি কথা সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।

শেষ কহিলেন, দুষ্মন্ত নামে চন্দ্রবংশবিভূষণ মহাতেজস্বী বেদবেদাঙ্গপরায়ণ সর্ব্বরাজগুণান্বিত রাজর্ষি ছিলেন। তিনি ধনুর্ব্বিদ্যাবিশারদ, রূপে কন্দর্প, ধৈর্য্যে হিমাচল, গাম্ভীর্য্যে সমুদ্র, ঋদ্ধিতে কুবের, প্রভাবে বাসব, তেজে সূর্য্য, স্নেহে চন্দ্র ও ধর্ম্মতন্ত্রে মনুর সমান এবং ঔরস পুত্রবৎ প্রজালোকের পালন করিতেন। তিনি কোন সময়ে মৃগয়ায় গিয়াছিলেন। অরণ্য মধ্যে এক ঊর্জ্জিত মৃগ দর্শনে শরাসন হস্তে তাহার অনুধাবনে প্রবৃত্ত হইলেন। মৃগও উৎপ্লবন পূর্ব্বক ধাবমান হইল। তদ্দর্শনে রাজা ক্রোধভরে তাহার অনুধাবন করিলেন। অনন্তর মহর্ষি কণ্বের আশ্রম সমীপে সমাগত হইয়া, মৃগের প্রতি অত্যুগ্র শব্দভেদী শর সন্ধান করিলে, কণ্বশিষ্যেরা সুদূর হইতে বলিতে লাগিলেন, মহারাজ! এ আশ্রম মৃগ বধ করিবেন না। রাজা শুনিবামাত্র শরসংহার করিলেন। এবং মৃগবধের সমুদ্যোগে বিনিবৃত্ত হইলেন।

তিনি মৃগের অনুসরণক্রমে তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছিলেন। জল অন্বেষণ করিতে করিতে অপ্সরসম কন্যাদিগকে দর্শন করিলেন। তাহারা স্বানুরূপ ঘট কক্ষে বিন্যস্ত করিয়া,

সরোবর হইতে সলিল সংগ্রহ পূর্ব্বক বন্য আশ্রম তরু-দিগকে সিক্ত করিতেছে। তাহাদের মধ্যে অনবদ্যাঙ্গী শকুন্তলানাম্নী কন্যকা রাজাকে দর্শন করিয়া, সুস্নিগ্ধ বাক্যে কহিলেন, আপনি অদ্য অতিথিরূপে সমাগত হইয়াছেন। সংকৃত হইয়া গমন করিবেন। এই আপনার আসন, এই আপনার পাদ্য ও অর্ঘ্য গ্রহণ করুন।

রাজা তাহার বাক্যরূপ অমৃতে অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইয়া অতিথিসৎক্রিয়া পরিগ্রহ করিলেন। তৎকালে মদনবাণ-সম্পাতে তদীয় মনোরথ কিয়দংশে স্পৃষ্ট হইলে, তিনি তাঁহাকে কহিলেন, ভামিনি! তুমি কে, কাহার পরিগ্রহ? বরারোহে! তোমাকে স্বর্গভ্রষ্টা দেবীর ন্যায় দর্শন করিতেছি। আমি ক্ষত্রিয়; পুরুবংশে সমুৎপন্ন, নাম রাজা দুষ্মন্ত।

এই কথা শুনিয়া শকুন্তলা সখীকে স্বীয় জন্মবৃত্তান্ত কহিতে আদেশ করিলে, সখী বলিতে লাগিল, গাধিবংশীয় বিশ্বা-মিত্র বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া, ব্রাহ্মণ হইবার জন্য বহুবর্ষ তপস্যা করিয়াছিলেন। রাজন্! তদ্দর্শনে ইন্দ্র ভীত হইয়া, তদীয় তপোবিঘ্ন সাধন মানসে মেনকাকে প্রেরণ করেন। গাধিনন্দন জিতেন্দ্রিয় হইলেও, মেনকার অপাঙ্গধনুর্বিনির্ম্মুক্ত কটাক্ষসায়কে বিদ্ধ ও ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া, মেনকাকে ভুজযুগলে বারংবার আলিঙ্গন করিয়া, মদনাবিষ্ট হৃদয়ে রমণ করিলেন। এবং ক্ষণমধ্যেই তাঁহার সংজ্ঞা লাভ হইল। তখন তিনি মেনকাকে এই অরণ্যে বিসর্জ্জন করিয়া, লজ্জিত হইয়া সত্বর প্রস্থান করিলেন। মেনকাও গহন বনে গর্ভ মোচন করিয়া, শক্রলোকে সমাগত হইল;

পরিত্যক্ত গর্ভের প্রতি আর দৃষ্টি করিল না। রাজন্! শকুন্তগণ ঐ গর্ভ পোষণ করিতে লাগিল। নৃপ! এইজন্য এই বরবর্ণিনীর নাম শকুন্তলা।

এদিকে সুমহাতেজা কণ্ব কন্যাকে বনমধ্যে অবস্থিত দেখিয়া, অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্ব্বক আপনার পুত্রীত্বে কল্পনা করিলেন। কন্যাও মুনি কর্ত্তৃক পরিপালিতা হইয়া, তাঁহাকে পিতা বোধ করিতে লাগিল। রাজন্! আপনি ইহাকে মুনিশ্রেষ্ঠ কণ্বের পুত্রী বলিয়া অবগত হইবেন।

দুষ্মন্ত কহিলেন, কল্যাণি! তোমার কথা মতে এই কন্যা নিশ্চয়ই রাজকুমারী। তাহা না হইলে, পৌরবগণের মনে কখনই অনুরাগ সঞ্চার হয় না। অতএব এই মৃগশাব-লোচনা সুশ্রোণী আমার ভার্য্যা হউন। মহাভাগা আমি ইহাঁকে সুবর্ণমালা, বিবিধ বস্ত্র, স্বর্ণময় কুণ্ডলযুগল, নানা-পত্তনসমুৎপন্ন শুভ্র শোভন মণিরত্ন, অতুল নিষ্কাদি, এবং সমস্ত রাজ্য প্রদান করিব। তোমার সখী আমার ভার্য্যা হউন। এবং গান্ধর্ববিধানে বিবাহ করিয়া, আমারে বরণ করুন। অয়ি রম্ভোরু! অয়ি ভীরু! যাবতীয় বিবাহের মধ্যে গান্ধর্ব্ব বিবাহই শ্রেষ্ঠ উল্লিখিত হইয়া থাকে।

শকুন্তলা কহিলেন, রাজন্! মদীয় পিতা ফলাহরণ জন্য আশ্রম হইতে বহির্গত হইয়াছেন। মুহূর্ত্তমাত্র প্রতীক্ষা করুন। তিনি আমাকে আপনার হস্তে সম্প্রদান করিবেন। রাজা কহিলেন, বরারোহে! আমার অভিলাষ, তুমি আমায় ভজনা কর। আমি তোমারই জন্য অবস্থিতি করি-তেছি এবং আমার মন তোমাতেই আসক্ত জানিবে। আত্মাই আত্মার বন্ধু ও আত্মাই আত্মার গতি অতএব

সুব্রতে! আপনিই আপনাকে সম্প্রদান কর। মহাভাগা! আট প্রকার বিবাহ বেদসম্মত। যথা, ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ। পূর্বে স্বায়ম্ভুব মনু এই সকল বিবাহের পূর্ব পূর্বকে ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথম চারিটী বিবাহ ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রশস্ত, ছয়টী ক্ষত্রিয়ের, রাক্ষস বিবাহ রাজাদের এবং আসুর বিবাহ বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে ধর্ম্ম সঙ্গত জানিবে। অয়ি অনিন্দিতে! পাঁচটীর মধ্যে তিনটী আবার ধর্ম্মসঙ্গত। এবং পৈশাচ ও আসুর বিবাহ কদাচ কর্ত্তব্য নহে। উহারা অধর্ম্মের আধার বলিয়া পরিগণিত। গান্ধর্ব ও রাক্ষস বিবাহ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্ম্মজনক। অতএব তোমার কোন শঙ্কা নাই। রাজারা হয় এই দুইয়ে মিশ্রিত, না হয় পৃথক রূপে বিবাহ করিবেন। বরবর্ণিনি! আমার যেমন তোমার প্রতি কামনা আছে, তোমরাও তেমন আমার প্রতি অভিলাষ আছে। অতএব তুমি ধর্ম্মসঙ্গত গান্ধর্ব বিধানে আমার ভার্য্যা হও। শকুন্তলা কহিলেন, যদি ধর্ম্মপথ এই রূপই এবং আত্মাই যদি আত্মার প্রভু হয়, তাহা হইলে, পৌরবশ্রেষ্ঠ! আমি যে নিয়ম বলিতেছি, শ্রবণ কর। অনঘ! আমি যাহা বলিব, তোমাকে তদ্বিষয়ে সত্য প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে। আমার গর্ভে যে পুত্র জন্মিবে, সে তোমার পরই যুবরাজ হইবে। মহারাজ! আমি ইহা সত্য বলিতেছি। রাজেন্দ্র! অভিজ্ঞান স্বরূপ স্বীয় অঙ্গুরীয় আমাকে প্রদান করুন। যদি এই নিয়মে সম্মত হয়েন, আমাকে বিবাহ করুন।

শেষ কহিলেন, রাজা বিচার না করিয়াই, এবিষয়ে

সম্মত হইয়া কহিলেন, অয়ি শুচিস্মিতে! আমি তোমায় অচিরেই স্বীয় নগরে লইয়া যাইব। সুব্রতে! আমি তোমার নিকট সত্যই বলিতেছি। তুমি নগরবাসের উপযুক্তা। রাজর্ষি এই কথা বলিয়া সেই অনবদ্যাঙ্গীর পাণিপীড়ন ও তাঁহার সহিত বাস করিলেন। অনন্তর তাহার বিশ্বাস সমোৎপাদনপূর্ব্বক গমনোদ্যত হইয়া বারংবার বলিতে লাগিলেন, সুব্রতে! তোমাকে লইয়া যাইবার জন্য মন্ত্রিগণের সহিত বাহিনী প্রেরণ করিব। মুনিসত্তম! রাজা তাঁহার নিকট এই প্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়া মনে মনে চিন্তা করত অঙ্গুরীদান করিয়া প্রস্থান করিলেন। এবং তপস্বী কাশ্যপ এই ঘটনা শুনিয়া কি করিবেন, ইহা ভাবিতে ভাবিতে নগরে প্রবেশ করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শেষ কহিলেন, ঐ সময়ে মহর্ষি কণ্ব আশ্রমে সমাগত হইলেন। শকুন্তলা লজ্জায় পিতার নিকট যাইতে পারিলেন না। কণ্ব দিব্যজ্ঞানবলে সমস্ত অবগত হইয়া, প্রীতিভরে তাঁহারে কহিলেন, বৎসে! তুমি আমাকে অনাদর করিয়া পুরুষের সহিত যে সংসর্গ করিয়াছ, ইহাতে তোমার ধর্ম্মহানি হয় নাই। ক্ষত্রিয়ের গান্ধর্ব বিবাহই শ্রেষ্ঠ। বিশেষতঃ মহারাজ দুষ্মন্ত অতি মহাত্ম। বলিতে কি, আমি তোমার বিবাহের জন্য বিশেষ চিন্তিত ছিলাম এবং কত্রাপি তোমার

সদৃশ পাত্র না দেখিয়া, দুষ্মন্তকেই উপযুক্ত বরাস্থির করিয়াছিলাম। তিনি স্বয়ং পাণিগ্রহণ করাতে, আমাকে আর অভ্যর্থনা জন্য গুরুতর লঘুতা স্বীকার করিতে হইল না। সুভ্রু! তোমার গর্ভে মহাভাগ মহাবল পুত্র জন্মিবে। ঐ পুত্র সমস্ত পৃথিবী ভোগ ও স্বনামে বংশপ্রতিষ্ঠা করিবে। এবং উহার চক্র সর্বত্র অপ্রতিহত হইবে। এই বলিয়া মহর্ষি উপবিষ্ট ও বিগতশ্রান্তি হইলে, শকুন্তলা কহিলেন, তাত! আপনি যদি এই বিবাহে সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহাহইলে অমাত্য সহিত দুষ্মন্তের প্রতি প্রসাদ বিতরণ করুন। কণ্ব কহিলেন শুচিস্মিতে! রাজা পরম ধার্ম্মিক। আমি পূর্বেই তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আছি। তথাপি কি বর দিব বল। শকুন্তলা কহিলেন, পৌরবগণের রাজ্য যেন অস্খলিত ও ধর্ম্মে মতি হয়।

শেষ কহিলেন, অনন্তর পরদিন মহর্ষি কণ্ব প্রস্থান করিলে, শকুন্তলা বিরহাতুরা হইয়া, তদ্গতচিত্তে ক্ষণে উঠেন, ক্ষণে বসেন, লোচনযুগল স্তিমিত ও মন অশান্ত। এমন সময়ে দুর্বাসা সহসা সমাগত হইয়া দূর হইতে উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, কে এই পর্ণোটজে আছ, চাহিয়া দেখ, দুর্বাসা ভোজন জন্য সমাগত হইয়াছে। বারংবার উচ্চৈঃস্বরে এইপ্রকারে আভাষণ পূর্ব্বক অতিথিসৎকার না পাইয়া, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া এই বলিয়া শাপ দিলেন, তুমি যেমন অতিথিকে উত্তর দিলে না, তেমনি যাহার ধ্যান করিতেছ সে তোমায় ভুলিয়া যাইবে।

শকুন্তলার সখী প্রিয়ংবদা এই শাপ শুনিতে পাইয়া দুর্ব্বাসাকে প্রসন্ন করিয়া কহিলেন, সখী শকুন্তলা বিরহে

একান্ত বিহ্বলা ও পতিধ্যানে মগ্নচিত্ত। এজন্য জানিতে পারেন নাই এবং আপনার সৎকার করেন নাই। নতুবা, গর্ব বা অবমাননা প্রযুক্ত এরূপ করেন নাই। অনুগ্রহ পূর্ব্বক শাপসংহরণ করুন। দুর্ব্বাসা প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, কোনরূপ অভিজ্ঞান দেখাইলেই, রাজার মনে পড়িবে। এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

শকুন্তলা রাজার সহবাসে গর্ভবতী হইয়াছিলেন। ক্রমে সপ্তম মাসে গর্ভ উপচিত হইয়া উঠিলে, মহর্ষি কণ্ব মুনিমণ্ডলমধ্যগামিনী শকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, চিরকাল কন্যার পিতৃগৃহে থাকা উচিত নহে। উহাতে লোকাপবাদের সম্ভাবনা। বিশেষতঃ, পতিই নারীর গতি, পতিই নারীর পরম তপস্যা ও পতিই তাহার আর্য্য গুরু, দৈবত ও পরম পদ। পুনশ্চ, তোমার গর্ভে রাজপুত্র জন্মিবে। রাজপুত্রের বনে থাকা উচিত নহে। অতএব তোমাকে স্বামী সমীপে প্রেরণ করিব। পতিপ্রেমই স্ত্রীর পরম সৌভাগ্য বলিয়া উল্লিখিত হয়। এই বলিয়া তিনি অন্যান্য ঋষি ও ঋষিপত্নীদিগকে কহিলেন, আমি শকুন্তলাকে শ্বশুরগৃহে পাঠাইতেছি, আপনারা অনুমতি দান ও কল্যান বিধান করুন। ঋষিপত্নীরা এই কথায় প্রেমাশ্রুক্লিন্ন লোচনে গাত্রোদ্বর্ত্তন, সর্ম্মাষ্টি ও হরিদ্রা তৈলসমবেত কেশবন্ধাদি বিবিধ আভরণে শকুন্তলাকে ভুষিতা করিয়া, অনুকূল আশীঃ প্রয়োগে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর মহর্ষি কণ্ব,অরণ্যের হরিণ হরিণী ও তরু গুল্মাদিকেও কহিলেন, তোমরা সকলে আশীর্বাদ কর, শকুন্তলা সুখে গমন করুক। তিনি প্রেমভরে আর্দ্র হইয়া দরদরিত

নয়নে এই প্রকার কহিয়া গৌতমী ও প্রিয়ম্বদা এবং শিষ্য শারঙ্গব ও শারদ্বত ইহাদের সমভিব্যাহারে শকুন্তলাকে শ্বশুরমন্দিরে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা শকুন্তলারে অগ্রে করিয়া যাইতে লাগিলেন। নানা প্রকার দুর্নিমিত্ত উপস্থিত হইল দেখিয়া শকুন্তলা সমুদ্বিগ্ন হৃদয়ে যাইতে লাগিলেন। গর্ভ ভার ও নিতম্বভারে দ্রুত যাইতে পারিলেন না।

মধ্যাহ্ন সময়ে প্রাচী সরস্বতী তীরে সমাগত হইয়া, শিষ্যদ্বয় তৎকালোচিত কর্ত্তব্য সমাধা করিলেন। প্রিয়ম্বদা ও গৌতমী অবগাহন করিলেন। শকুন্তলাও প্রিয়ম্বদার হস্তে অভিজ্ঞানাঙ্গুরীয় ন্যস্ত করিয়া, স্নান করিবার নিমিত্ত সরস্বতীতে অবগাহন করিলেন। প্রিয়ম্বদা অঙ্গুরীয় গ্রহণ করিয়া, যেমন বস্ত্রাঞ্চল মধ্যে স্থাপন করিবেন, অমনি জলে পড়িয়া গেল। তিনি ভয়ে শকুন্তলাকে এ কথা জানাইলেন না। শকুন্তলাও তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গেলেন।

অনন্তর সকলে স্নানান্তে যথাবিধি ক্রিয়া সমাধান পূর্ব্বক দুষ্মন্তপুরে সমুপস্থিত হইলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

শেষ কহিলেন, রাজদ্বারে সমাগত হইয়া, শিষ্যদ্বয় প্রতিহারীকে কহিলেন, রাজাকে গিয়া বল, আমরা

কণ্বাশ্রম হইতে আসিয়াছি। প্রতীহারী তৎক্ষণাৎ যথাবৎ অনুষ্ঠান করিলে, রাজা মনে মনে চিন্তা করিয়া, পুরোহিত গৌতমকে কহিলেন, শিষ্যেরা স্ত্রীগণের সহিত আসিয়াছেন, ইহার কারণ কি, আপনি গিয়া জিজ্ঞাসা করুন। কোন রাক্ষস কি আশ্রমপীড়া উপস্থিত করিয়াছে? অথবা সিংহ ব্যাঘ্রাদির উপদ্রব হইয়াছে? কিংবা আরণ্য ফল মূলাদির অভাব হইয়াছে। যাহাই হউক, আমি অদ্যই ইহার শান্তি করিব। আপনি গিয়া জিজ্ঞাসা করুন। এবং পাদ্যাদি পুরস্করণ ও আতিথ্য সম্পাদন পূর্ব্বক তাঁহাদের সকলকে স্বগৃহে স্থাপন করুন। তাহাদের কোন বিশেষ কথা থাকিলে, বুঝিয়া আমাকে জানাইবেন। আমি বিবেচনা পূর্ব্বক তাহা করিব।

পুরোহিত পাদ্যাদি পুরস্কৃত করিয়া, দ্বারদেশে সমাগত হইয়া, রাজার কথা সকল বলিলেন এবং শকুন্তলাকে দেখিলেন তিনি অন্তঃসত্ত্বা, বস্ত্রাবৃত মস্তকে অধোমুখে সম্মুখে শশি কলাবৎ দণ্ডায়মানা রহিয়াছেন। তদ্দর্শনে তিনি শকুন্তলার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, শিষ্যেরা তাঁহার জন্ম বৃত্তান্ত আমূলতঃ কীর্ত্তন করিয়া বলিলেন, ইনি সম্প্রতি মহারাজ দুষ্মন্তের তেজ ধারণ করিতেছেন। ইহাঁর এরূপে দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া থাকা শোভা পায় না।

গৌতম এই কথা শুনিয়া, রাজাকে গিয়া সমস্ত সবিশেষ নিবেদন করিলে, তিনি কটুবাক্যে কহিলেন, আমার ত মনেই হইতেছে না, কোথায় কাহাকে বিবাহ করিয়াছি। বোধ হয়, কোন বেশ্যা ছদ্মবেশে সমুপাগত হইয়াছে।

গৌতম কহিলেন, বরাঙ্গনা অন্তঃসত্ত্বা হইয়াছে; বেশ্যার

মত দেখাইতেছে না। অনুমতি করুন, নিকটে আনি। আকার দেখিয়া যদি মনে পড়ে, অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইবেন। দ্বিতীয় লক্ষ্মীর ন্যায়, উহার কান্তিতে দিক আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। দ্বার দেশে দাঁড়াইয়া থাকিবার যোগ্য নহে। যদিও আপনার মনে না পড়ে, কিন্তু তাঁহার রূপ দেখিলে, অন্য রূপ দেখিতে আপনার আর লালসা হইবে না।

পুরোহিত এইপ্রকার অনুনয় পূর্ব্বক রাজার অনুমতি লইয়া, তাঁহাদের সকলকে তথায় আনয়ন করাইলে, কণের দুই শিষ্য রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, আমাদের গুরুদেব কণ্ব আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক বলিয়া দিয়াছেন, এই শকুন্তলা আমা র পালিতা কন্যা। আপনি মৃগয়া প্রসঙ্গে গান্ধর্ব্ব বিধানে আমার বিনানুমতিতে ইহার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, তাহা ভালই হইয়াছে। শকুন্তলা এখন রাজরাজের পত্নী, বিশেষতঃ ভবদীয় তেজ ধারণ করিতেছেন। আমার উটজে থাকা ভাল হয় না। আপনি ইহাঁরে গ্রহণ করুন। ইনি চক্রবর্ত্তী পুত্র প্রসব করিবেন। রাজন্! ইনি প্রিয়ংবদা, ইনি গৌতমী।

রাজা কহিলেন; কত বেশ্যা আছে, এইরূপ কামসেবায় ভ্রমণ করে। রাজরাজের মহিষী হইতে কাহার না অভিলাষ হয়। এমন ব্রাহ্মণও অনেক আছে, যাহারা কপট তাপস বেশে ঐ সকল গণিকার সহিত ভ্রমণ করে এবং তাহাদের উপার্জ্জিত ভোগ সম্ভোগ করিয়া থাকে।

শিষ্যেরা এই কথায় রাজাকে শাপ দিয়া কহিলেন, আপনাকে পশ্চাৎ অনুতপ্ত হইতে হইবে। এই বলিয়া

তাঁহারা ক্রোধভরে প্রস্থান করিলে, বৃদ্ধা গৌতমী নিকটস্থ হইয়া কহিলেন, মহারাজ! বিশ্বামিত্রপুত্রীকে এরূপ কথা বলিবেন না। কোথায় কোন্ বেশ্যার এপ্রকার লাবণ্য দেখিয়াছেন? আপনিই ইহাকে বিবাহ করিয়াছেন। ভাল করিয়া মনে করুন ও দেখুন। এই বলিয়া তিনি শকুন্তলার অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া দিলেন।

রাজা কহিলেন, আমরা পুরুবংশে জন্মিয়াছি এবং সৎপথের অনুসরণ করি। বেশ্যার রূপমাত্রে ভুলিবার নহি।

গৌতমী এই কথায় লজ্জিতা ও নিতান্ত দুঃখিতা হইয়া স্থাণু বৎস স্থির হইয়া রহিলেন। তখন শকুন্তলা অসহমানা হইয়া কুপিতাধরে ক্রোধভরে স্বামিকে কহিলেন, মহারাজ! মনে করিয়া দেখুন, মৃগয়ায় গিয়া, গান্ধর্ব্ব বিধানে আমার পাণি পীড়ন করিয়াছেন।

দুর্ব্বাসার শাপে রাজার স্মৃতি ভ্রংশ ঘটিয়াছিল। সেই জন্য তিনি কহিলেন, অয়ি দুষ্ট তাপসি! আমার ত মনেই হয় না, তোমার সহিত কোনরূপ ধর্ম্মকামার্থসম্বন্ধ আছে। তুমি থাক বা যাও, যাহা ইচ্ছা কর।

শকুন্তলা কহিলেন, সাখি প্রিয়ম্বদে! কোথায়, অভি-জ্ঞান আনয়ন কর। এই ধূর্ত্ত রাজাকে সভামধ্যে অপ্রস্তুত করিব। এই কথা কহিয়া, তিনি হস্তত্তোলন করিয়া, দাও দাও, রাজাকে লজ্জা দিব, বলিতে লাগিলেন। প্রিয়ম্বদা ধীরে ধীরে কর্ণান্তিকে সমাসন্ন হইয়া কহিলেন, তাহা নদী জলে পড়িয়া গিয়াছে।

এই কথা শুনিয়া কল্যাণী শকুন্তলা বাতভগ্না কদলীর ন্যায়, হায় হত হইলাম বলিয়া নিশ্চেটা হইয়া, ভূমিতে

পতিত হইলেন। অনন্তর বৃদ্ধা গৌতমীর আশ্লেষ ও সান্ত্বনায় শকুন্তলা সংজ্ঞালাভ করিয়া, রাজা ও সখীর প্রতি ক্রুদ্ধা হইয়া, অশ্রু সম্মার্জ্জন ও পিতৃদেবকে স্মরণ পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! তুমি জানিয়াও জানিতেছ না, বলিতেছ। তোমার কিছুমাত্র শঙ্কা হইতেছে না। তোমার হৃদয়ই সত্য মিথ্যার সাক্ষী, আত্মার অবমাননা করিও না। যে ব্যক্তি অন্যথা-বর্ত্তমান আত্মাকে অন্যথা প্রতিপাদন করে, চোর ও আত্মাপকারী। তাহার কোন্ পাপ না করা হয়? তুমি আপনাকে একাকী ভাবিতেছ। কিন্তু তোমার হৃদয়ে যে অন্তর্যামী আত্মা বিরাজ করিতেছেন, তাহা জানিতেছ না। যে যাহা পাপ করে, তিনি তাহা জানেন। আশ্চর্য্য! তুমি তাঁহারই নিকট পাপ করিতেছ। ভাবিতেছ, আমি পাপ করিতেছি, কেহই জানিতেছে না। কিন্তু দেবগণ ও নিজের অন্তরাত্মা তাহা জানিতেছেন। এতদ্ভিন্ন আদিত্য, চন্দ্র, বায়ু অগ্নি, দ্যৌ, ভূমি, জল, হৃদয়, যম, দিন, রাত্রি, উভয় সন্ধ্যা এবং ধর্ম্মও লোকের চরিত্র অবগত হয়েন। বৈবস্বত যম তাহার পাপের শাস্তি করেন। হৃদয়স্থ কর্ম্ম সাক্ষী ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা যাহার প্রতিতুষ্ট হয়েন, তাহার প্রতি সকলেই তুষ্ট তিনি যাহার প্রতি অসন্তুষ্ট, যম সেই পাপকর্ম্মা দুরাত্মার দুষ্কৃত নির্য্যাতিত করেন। যে ব্যক্তি আপনিই আপনার অবমাননা পূর্ব্বক অন্যথা প্রতিপাদন করে, দেবগণ তাহার শ্রেয় বিধান করেন না। আমি পতিব্রতা স্বয়ং উপস্থিতা হইয়াছি, আমাকে অবমাননা করিও না। আমি তোমার ভার্য্যা ও স্বয়ং সমাগতা, সর্ব্বথা অর্চ্চনীয়া, তথাপি আমার

অর্চ্চনা করিতেছ না। কিজন্য ইতরের ন্যায়, আমার উপেক্ষা করিতেছ? আমার যেন অরণ্যে রোদন সার হয় না, যাহা বলিতেছি, শুন। আমি বারংবার যাচ্‌ঞা করিতেছি। আমার কথা না রাখিলে, মহা-ভাগ কণ্বের শাপে তোমার মস্তক শতধা ফলিত হইবে।

রাজন্! স্বামী স্ত্রীতে সমাবিষ্ট হইয়া, জন্ম গ্রহণ করেন এই জন্য ভার্য্যার নাম জায়া, ইহা প্রাচীন পণ্ডিতেরা অবগত আছেন। আগমবান্ পুরুষের যে, অপত্য সমুৎপন্ন হয়, সে সন্ততি দ্বারা পূর্ব্বপ্রেত পিতামহগণেরও উদ্ধার করে। স্বয়ং স্বয়ম্ভু কহিয়াছেন, পিতাকে পুনাম নরক হইতে উদ্ধার করে, এই জন্য সন্তানের নাম পুত্র। মহাভাগ! কণ্ব যে বলিয়াছেন, তোমার রাজরাজ পুত্র জন্মগ্রহণ, করিবে। তাহা কখন মিথ্যা হইবে না। সেই ভার্য্যা, যে গৃহকার্য্যে নিপুণা, সেই ভার্য্যা, যে পুত্রবতী, সেই ভার্য্যা যে পতিপ্রাণা এবং সেই ভার্য্যা যে পতিব্রতা। ভার্য্যা মনুষ্যের অর্দ্ধ, ভার্য্যা তাহার শ্রেষ্ঠতম সখা, ভার্য্যা ত্রিবর্গের মূল ও ভার্য্যাই সন্ততির হেতু। ভার্য্যাবান্ পুরুষই ক্রিয়াবান্, ভার্য্যাবান্ পুরুষই গৃহস্থ, ভার্য্যাবান্ পুরুষই প্রমুদিত এবং ভার্য্যাবান্ পুরুষই শ্রীবিশিষ্ট। স্ত্রী নির্জ্জনে সখা, কর্ম্মকার্য্যে পিতা ও আর্ত্তের জননী। স্ত্রী সঙ্গে থাকিলে, পথশ্রমে পরিশ্রান্ত পথিকের কান্তারেও বিশ্রাম হইয়া থাকে। অতএব স্ত্রীই পরম গতি। স্বামী নির্বাসিত, প্রেত বা বিষয়ক পাতী হইলেও, পতিব্রতা রমণী তাহার অনুগামিনী হয়েন। স্ত্রী অগ্রে মরিলে, পরলোকে গিয়া পতির প্রতিক্ষা করে এবং স্বামী

অগ্রে মরিলে পশ্চাৎ তাহার অনুগমন করে। এই কারণেই রাজন্ পাণিপীড়নপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, আত্মাই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে। এই জন্য পুত্রবতী স্ত্রীকে মাতৃবৎ দর্শন করিবে। ভার্য্যায় সমুৎপাদিত পুত্রকে আদর্শে আননের ন্যায় দর্শন করিয়া, জনিতা আনন্দিত ও স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। গ্রীষ্ম-সন্তপ্ত ব্যক্তি যেরূপ জল সেকে আপ্যায়িত হয়, তদ্রূপ মনো-দুঃখে দহ্যমান ও বিবিধ পীড়ায় আতুর ব্যক্তিরা স্ত্রীসহবাসে আহ্লাদিত হইয়া থাকে। নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইলেও, স্ত্রী-লোকের অপ্রিয়ানুষ্ঠান করিবে না। কেন না, রতি, প্রীতি ও ধর্ম্ম একমাত্র স্ত্রীর আয়ত্ত। স্ত্রী আত্মার সনাতন জন্মক্ষেত্র। স্ত্রী ব্যতিরেকে প্রজা সৃষ্টি করিতে ঋষিগণেরও ক্ষমতা নাই। পুত্র পরিপাতিত ও ধরণীরেণুগুণ্ঠিত হইয়া, পিতার যে অঙ্গ আলিঙ্গন করে, ইহা অপেক্ষা অধিক আর কি আছে? রাজন্! আমি তোমার পুত্ররত্ন প্রসব ও সুখ বিধান করিয়া, পিতার আশ্রমে গমন করিব। পিপী-লিকারাও স্বীয় অণ্ড বিদীর্ণ না করিয়া, ধারণ করে। অতএব, তুমি ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া, কিরূপে স্বীয় আত্মজের ভরণ না করিবে? শিশুপুত্রকে আলিঙ্গন করিলে, যেপ্রকার স্পর্শসুখ অনুভূত হয়, কি স্ত্রী, কি বস্ত্র, কি জল, কিছুতেই সেরূপ হয় না। ব্রাহ্মণ দ্বিপদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, গো চতুষ্পদের মধ্যে বরিষ্ঠ, গুরুগরীয়ান গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং পুত্র স্পর্শবান্ পদার্থগণের প্রধান। মদীয় প্রিয়দর্শন পুত্র গাঢ়তর আলিঙ্গন করিয়া, অগ্রে তোমাকে স্পর্শ করুন। পশ্চাৎ আমি পিতার আশ্রমে গমন করিব।

হে পৌরব! পিতৃদেব বলিয়াছেন, তোমার ঐ পুত্র শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবে।

রাজন্! উর্বশী, পূর্বচিত্তি, সহজন্যা, মেনকা, বিশ্বাচী ও ঘৃতাচী ইহারা অপ্সরোগণের মধ্যে প্রধান। তাহাদের মধ্যে ব্রহ্মযোনি বরাপ্সরা মেনকা স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে অবতরণ পূর্ব্বক বিশ্বামিত্রের সহবাসে আমাকে সমুৎপাদন করিয়াছেন। অসতী যেমন পরপুত্রকে, তদ্রূপ তিনি আমাকে প্রসব পূর্বক হিমালয় পার্শ্বে ফেলিয়া প্রস্থান করেন। পূর্ব জন্মে আমি কোন অশুভ অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম। সেই জন্য, বাল্যকালে বান্ধব কর্ত্তৃক এবং সংপ্রতি তোমা কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইলাম। দুষ্মন্ত কহিলেন আমা হইতে তোমার গর্ভ হইয়াছে, এ বিষয় আমি বিদিত নহি। স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ মিথ্যাবাদিনী। কে তোমার কথায় বিশ্বাস করিবে। ত্বদীয় জননী মেনকা বন্ধকী, তাহার দয়া নাই। দেখ, সে তোমায় নির্ম্মাল্যের ন্যায়, হিমালয়ের পার্শ্বে পরিত্যাগ করিয়াছে। তোমার পিতাও অতিমাত্র নির্দ্দয়। তিনি ক্ষত্র হইয়া ব্রাহ্মণ হইতে অভিলাষী ও কামবশ হইয়াছিলেন। মেনকা যেমন অপ্সরা মধ্যে প্রধান, তোমার পিতা ও তেমনি মহর্ষি মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তুমি তাদৃশ পিতামাতার অপত্য হইয়া, কিরূপে পুংশ্চলীর ন্যায় কথা কহিতেছ? এইপ্রকার অশ্রদ্ধেয় বাক্য প্রয়োগ করিয়া, তোমার কি লজ্জা হইতেছে না? বিশেষতঃ আমার নিকটে। রে দুষ্টতাপসি! এখান হইতে দূর হও। কোথায় উগ্রতপা মহর্ষি বিশ্বামিত্র, কোথায় অপ্সরা মেনকা, আর কোথায় বা ঈদৃশ তাপসীবেশধারিণী

কৃপণস্বভাবা তুমি। তুমি অতি নীচযোনিতে জন্মিয়াছ। সেই জন্য, বেশ্যারন্যায়, কথা বলিতেছ। কোন রমণী যদৃচ্ছা ক্রমে কামরাগে তোমায় জন্ম দিয়াছে। তাপসি! তুমি যাহা বলিতেছ, সমস্তই আমার অপরিজ্ঞাত। আমি তোমায় চিনি না। তুমি যথেচ্ছা গমন কর।

চতুর্থ অধ্যায়

শকুন্তলা কহিলেন, রাজন্! অন্যের সর্ষপপ্রমাণ দোষও দেখিতে পাও, কিন্তু নিজের বিল্বপ্রমাণ দোষ দেখিয়াও দেখ না। মেনকা দেবগণের প্রধান এবং দেবগণ তাঁহার অনুগত। অতএব তোমার জন্ম অপেক্ষা আমার জন্ম শতগুণে শ্রেষ্ঠ। তুমি পৃথিবীতে বিচরণ কর, আমরা অন্তরীক্ষে বিচরণ করিয়া থাকি। অতএব মেরু ও সর্ষপে যেমন, তোমাতে ও আমাতে তেমন প্রভেদ। রাজন্! আমার প্রভাব দেখুন। আমি মহেন্দ্র, কুবের, যম ও বরুণের গৃহেও গমন করিতে পারি।

এই লোকাপবাদ সত্য, তাহার নিদর্শন বলিতেছি; আপনি রাগ করিবেন না। বিরূপ ব্যক্তি যাবৎ আদর্শে স্বরূপ অবলোকন না করে, তাবৎ আপনাকে অন্য অপেক্ষা রূপবত্তম মনে করে। যখন আদর্শে নিজ বিকৃত মুখ দর্শন করে, তখন স্বয়ং আপনার নীচতা বিদিত হয়।

প্রকৃত রূপবান্ ব্যক্তি কাহারও নিন্দা করে না। অতীব দুর্বাক্য প্রয়োগ করিলে, আত্মশ্লাঘী হইতে হয়। শূকর যেমন বিষ্ঠা গ্রহণ করে, মূর্খ তেমনি শুভাশুভ কথার মধ্যে অশুভ বাক্যই গ্রহণ করিয়া থাকে। আর, হংস যেমন নীর ত্যাগ করিয়া, ক্ষীর গ্রহণ করে, প্রাজ্ঞ তেমনি দুষ্ট বাক্য ত্যাগ করিয়া, গুণবিশিষ্ট বাক্য পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। সাধু যেমন পরপরিবাদ করিয়া পরিতপ্ত হন, অসাধু তেমনি সন্তুষ্ট হইয়া থাকে। সুজন বৃদ্ধদিগের অভিবাদন করিয়া যেমন নির্বৃত হয়েন, মূর্খ তেমনি সজ্জনের নিন্দা করিয়া পরম আপ্যায়িত হয়। ইহা অপেক্ষা লোকে অধিক হাস্যের বিষয় আর কি আছে, যে, দুর্জ্জন স্বয়ং সজ্জনকে দুর্জ্জন বলিয়া থাকে। যাহার সত্য নাই, ধর্ম্ম নাই, সে ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায়। আস্তিকের কথা কি, নাস্তিকেরাও তাদৃশ ব্যক্তি হইতে উদ্বিগ্ন হইয়া থাকে। হায়, যে ব্যক্তি স্বয়ং গর্ভউৎপাদন করিয়া, আমার নহে বলিয়া থাকে, দেবতারা তাহার শ্রীনাশ করেন এবং তাহার সমস্ত লোক ভ্রষ্ট হয়। রাজন্! তুমি অপুত্র। তোমার পুণ্যবান্ রাজরাজ, চক্রবর্ত্তী ও সর্বধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য পুত্র জন্মিবে। আপনি সেই পুত্রকে ত্যাগ করিবেন না। রাজন্! আত্মা ও সত্য ধর্ম্মের রক্ষা কর।

একশত কূপ অপেক্ষা একমাত্র বাপী শ্রেষ্ঠ। একশত বাপী অপেক্ষা একমাত্র যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। একশত যজ্ঞ অপেক্ষা একমাত্র পুত্র শ্রেষ্ঠ। এবং একশত পুত্র অপেক্ষা একমাত্র সত্য শ্রেষ্ঠ। সহস্র অশ্বমেধ ও সত্য পরস্পর তুলায় ধারণ করিলে অশ্বমেধসহস্র অপেক্ষা সত্য অতিরিক্ত হইয়া থাকে।

রাজন্! সত্যই পরমব্রহ্ম। সত্য অপেক্ষা সময় শ্রেষ্ঠ। আপনি সেই সময় বা প্রতিজ্ঞা পরিহার করিবেন না। আপনার সত্য সঙ্গত হউক। যদি আমার কথায় বিশ্বাস না কর, এবং যদি মিথ্যাই তোমার প্রিয় হয়, আমি পিতার আশ্রমেই গমন করিব। তোমার ন্যায় মিথ্যাবাদী জনে আমার প্রয়োজন নাই। কিন্তু মহারাজ! তুমি আশ্রয় না দিলেও, আমার পুত্র শৈলরাজাবতংসা চতুর্বর্ণা এই মেদিনী পালন করিবে। মহর্ষি কণ্বের বাক্য কখনও মিথ্যা হইবার নহে।

রাজা কহিলেন, পুংশ্চলীরা এইরূপে কি না সুদুর্বাক্য প্রয়োগ করিতে পারে? মিথ্যা বাগাড়ম্বরে প্রয়োজন নাই। তুমি প্রস্থান কর। অন্যথা, লোকে আমায় দোষ দিবে।

পুরোহিত কহিলেন, মহারাজ! যাবৎ প্রসব না হয়, তাবৎ ইহাকে রাখিয়া দিন। আপনার অনুরূপ পুত্র প্রসব করিলেই, ইহাকে আপনার ভার্য্যা বলিয়া জানিব।

রাজা কহিলেন, পুংশ্চলীর সংসর্গে কুলরমণীরা দূষিত হইতে পারে। অতএব ইহাকে অন্তঃপুরে স্থান দেওয়া উচিত নহে।

পুরোহিত কহিলেন, আপনি নিঃসন্তান। বিশেষতঃ, মহর্ষি কণ্ব ইহাকে পালন করিয়াছেন। সুতরাং ইহাকে ছন্দাংশেও ব্যভিচারিণী বোধ হয় না। প্রসবকাল পর্য্যন্ত আমারই গৃহে ইনি অবস্থিতি করুন।

এই বলিয়া তিনি সান্ত্বনা পূর্ব্বক শকুন্তলাকে নিজ গৃহে লইয়া যাইবার উপক্রম করিলে, শকুন্তলা মুক্ত কণ্ঠে রোদন করিতে করিতে ধীর পদ বিক্ষেপে তাঁহার

অনুগামিনী হইলেন। এমন সময়ে তেজোরূপিণী মেনকা তড়িৎপাদে ব্যোমমধ্য হইতে পতিতা হইলেন। সভাস্থ সকলে বিস্মিত হইয়া, কিএ কিএ, বলিয়া উঠিলেন। মেনকার তেজে ধর্ষিত হওয়াতে, তাহারা আর দেখিতে পারিলেন না। দুষ্মন্ত ভয়ে বিহ্বল হইয়া উঠিলেন। মেনকা সত্বর শকুন্তলাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া, অম্বর মধ্যে অবগাহন করিলেন। কেহই তাহা দেখিতে পাইল না। এই প্রকার ঘটনা উপস্থিত হইলে, দুষ্মন্ত দৈবী মায়া ভাবিয়া, অতিমাত্র খিন্ন হইলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

শেষ কহিলেন, একদা মহীপতি মন্ত্রী ও ব্রাহ্মণগণের সহিত প্রজাগণের ব্যবহারবিজ্ঞানবাসনায় নগরভ্রমণে প্রবৃত্ত হইলে, একজন রাজভট কোন ধীবরকে হস্তে বন্ধন করিয়া, সহসা তাঁহার নিকট সমাগত হইয়া, নিবেদন কহিল, মহারাজ! এই ধীবর ভবদীয় নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় চুরি করিয়া, বিক্রয় করিতে উদ্যত হইয়াছিল। আমি দেখিতে পাইয়া ধরিয়া আনিয়াছি। আপনার রত্ননির্ম্মিত অঙ্গুরীয় সর্ব্বলোকবিদিত।

রাজা তাহাকে অভয় দিয়া কহিলেন, তুমি সত্য বল, এই অঙ্গুরীয় কোথা পাইলে।

ধীবর নিবেদন করিল, মহারাজ! আমি ধীবর, মৎস্য মাত্র আমার উপজীবিকা। আমি চৌর্য্যের বা ধূর্ত্ততার নাম জানি না। আমি সরস্বতীনদীতে জাল ফেলিয়া মৎস্য ধরিয়া থাকি। একদা জাল ফেলিয়া, মৎস্যলাভ প্রত্যাশায় সরস্বতীতীরস্থ তরুতলে বসিয়া আছি, এমন সময়ে এক সুবৃহৎ রোহিত মৎস্য জালে পড়িল, তখন জাল উত্তারণ পূর্ব্বক সেই উৎকৃষ্ট রোহিত দর্শনে পরমানন্দনির্বৃত হইয়া, তৎক্ষণাৎ খড়্গ দ্বারা তাহা ছেদন করিলাম। তাহারই উদরে এই অঙ্গুরীয় পাইয়াছি। ইহা কাহার জানি না। ইহাই নগরে বিক্রয় করিতে আসিয়াছিলাম। আপনার ভট আমাকে বদ্ধ করিয়াছে।

রাজা কহিলেন, দাও দেখি, এই অঙ্গুরীয় কাহার ও কি প্রকার। তুমি ইহার মূল্য গ্রহণ করিয়া, স্বগৃহে গমন কর। এই বলিয়া পাণি প্রসারণ করিয়া তাহা গ্রহণ পূর্ব্বক যেমন দেখিলেন, অমনি নেত্র যুগল হইতে দরদরিত ধারায় অশ্রুরাশি পতিত হইল। আনুপূর্ব্বিক সমুদায় ঘটনা স্মরণ হওয়াতে, তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া, তৎক্ষণাৎ ধরাতল আশ্রয় করিলেন। পুরোহিত ও অমাত্যেরা এই এই ব্যাপার অবলোকন পূর্ব্বক উদ্বিগ্নচিত্তে রাজাকে উত্থাপিত ও আসনে উপবিষ্ট করিয়া, সংজ্ঞালাভ করিলে তাঁহাকে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ! ওকি?

রাজা প্রিয়তমা শকুন্তলাকে স্মরণ করিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, অশ্রু মিশ্রিত বাক্যে কহিলেন, হতভাগ্য আমি বরারোহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি। অঙ্গুরীয় দর্শন করিয়া, তৎপ্রযুক্ত নিরতিশয় ক্লেশ উপস্থিত

হইতেছে। তিনি আমার তেজ ধারণ পূর্ব্বক আমাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহার কিছুই মিথ্যা নহে। আমিই মিথ্যা বলিয়াছি। আমি অরণ্যে মৃগয়া করিতে গিয়াই কণ্বাশ্রমে গমন পূর্ব্বক নিবন্ধ সহকারে গান্ধর্ব বিধানে তাঁহারা বিবাহ করিয়াছিলাম। এবং তাঁহার সহিত বাস ও প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, চতুরঙ্গ বল সহায়ে তোমারে নগরে লইয়া যাইব। অভিজ্ঞান স্বরূপ আমার এই অঙ্গুরীর দান করিয়াছিলাম। অনিবার্য্য দৈবযোগবলে তৎসমস্তই আমার স্মৃতিপথ পরিহার করে। হায়, নির্দয় হৃদয় আমি গুরুতর পাপ করিয়াছি। দেবসুতাসদৃশী আসন্ন প্রসবা ভার্য্যাকে প্রত্যাখান করিয়াছি। বিধাতা আমার প্রতি অনুকূল হইবেন না; নরক হইতেও আমার নিষ্কৃতি হইবে না। সেই লক্ষ্মীরূপিণী অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্বয়ং সমাগতা হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ, আমি প্রতিজ্ঞা পূর্বক পাণি গ্রহণ করিয়াছিলাম। ওরূপ অবস্থায় তাহাকে ত্যাগ করিলাম। সেই পরম পবিত্রা, পুত্রফলসাধ্বী বারংবার ব্যগ্রতা সহকারে যাজ্ঞা করিলেও, দূর হইতেই তাঁহাকে তর্জ্জন করিলাম।

সেই চারুশীলা তপস্বিনী অপ্সরঃ শ্রেষ্ঠা মেনকার গর্ভে ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রের ঔরসে জন্মিয়া, মহর্ষি শ্রেষ্ঠ কণ্বের হস্তে প্রতিপালিতা হইয়াছেন। সুতরাং সাক্ষাৎ চিন্তামণি রম্যা আত্মদান করিবার জন্য স্বয়ং সমাগতা হইয়াছিলেন। সেই সুলোচনা অন্তঃসত্ত্বা হইয়াছেন। তথাপি, আমি তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলাম। তিনি কল্প লতার ন্যায় অভীষ্ট সম্প্রদান জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমি

তাহাকে উন্মূলিতা করিলাম। তাহার গর্ভে নরোত্তম পুত্রের জন্ম হইবে। সেই স্মরচাপায়িত ভ্রূশালিনী ক্রোধ কষায়িত লোচনে যে সকল গূঢ় গর্ব কথা বলিয়াছিলেন, তৎসমস্ত স্মৃতিপথে সমুদিত হইয়া, আমাকে নিত্য ব্যাকুল করিতেছে।

রাজা এই প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন, পুরোহিত তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমি তৎকালে বলিয়াছিলাম; এই দেবীরূপিণী নিশ্চয়ই আপনার ভার্য্যা; ইহার অবমাননা করিবেন না। আপনি প্রত্যাখ্যানে যে ঘটনা সংঘটিত হয়, তাহা অতীব বিস্ময়াবহ। তাহা দেখিয়া কে না শোক করিতেছে এবং বলিতেছে, আপনি হতশ্রী হইলেন যাহা হউক, ভাল বা মন্দ, প্রিয় বা অপ্রিয়, যাহা হইয়াছে, তাহা হইয়াছে, পণ্ডিতেরা তজ্জন্য শোক করেন না।

শ্রীশেষ কহিলেন, সকলে এইপ্রকার বিমর্ষে আছেন, এমন সময়ে দেশান্তর নিয়োজিত চর আসিয়া রাজার নিকট নিবেদন করিল, মহারাজ! ধনবৃদ্ধি নামে মহাধন কোন পোত বণিক সাগরে সুসম্ভৃত সপ্ত তরি বাহিত করিতে করিতে বিপন্ন হইয়াছে। তাহার পুত্র নাই। তাহার তরি সকল বিবিধ রত্নে পরিপূর্ণ। তৎসমস্ত আপনারই কোষ যাত হওয়া বিধেয়। অতএব সত্বর সেই সকল গ্রহণ করিতে আজ্ঞা হউক।

রাজা শুনিয়া কহিলেন, বণিকের কোন গর্ভবতী ভার্য্যা আছে কিনা, আমার মন্ত্রীরা গিয়া, এই বৃত্তান্ত আনিয়া আশুন। গর্ভবতী ভার্য্যা থাকিলে, সেই ঐধন

গ্রহণ করিবে। তাহা হইলে, রাজা আর অধিকারী হইবে না।

অনন্তর মন্ত্রীরা জানিয়া আসিয়া রাজাকে নিবেদন করিলেন, মহারাজ! এই নগরেই বিনাসিনী নাম্নী বণিকের গর্ব্ভবতী ভার্য্যা আছে। রাজা কহিলেন, তন্নিস্থ যাবতীয় দ্রব্যই তাহাকে সত্বর প্রদান করা হউক। এই বলিয়া ভটদিগকে সেই ধন রক্ষায় প্রেরণ করিয়া' দ্বিগুণ শোকে দহ্যমান হইয়া, বলিতে লাগিলেন, আমি মরিলে, আমার রাজ্যেরও এইপ্রকার দুর্দশা ঘটিবে। এবং এই পৃথিবী ধার্ম্মিক কি অধার্ম্মিকের হস্তে পতিত হইবে। হায়, হতভাগ্য আমি প্রমত্ত হইয়া, অন্তঃসত্ত্বা মহাভাগাদর মাগতা ভার্য্যাকে উপেক্ষা করিয়াছি। অতঃপর বিধি পূর্ব্বক জল দান করিলেও, পিতৃগণ নিশ্বাস পরিহার পূর্ব্বক সেইজল ঈষৎ উষ্ণ ও নিতান্ত আবিল করিয়া পান করিবেন। এবং পিণ্ড বিচ্ছেদ দুঃখে একান্ত ব্যাকুল হইয়া, পিণ্ডও সেইরূপ ভক্ষণ করিবেন। এক্ষণে আমি তথায় গেলে কি সেই সাক্ষাৎ শ্রীরূপিণী ললনাকে পাইব? তিনি আমায় হতভাগ্য ও নিতান্ত পাপাত্মা জানিয়া গিয়াছেন। পুনরায় আসিবেন না। অথবা, এবং বিধ দারুণ দুষ্ট দুরাত্মার তদ্বিধা বরারোহা ভার্য্যা হওয়া উচিত নহে। এইপ্রকার বিলাপ করিতে করিতে দিবানিশ শোকে রাজা দুষ্মন্তের তিনবৎসর অতীত হইয়া গেল।

অনন্তর তিনি দেবরাজের অহিবানে দেবগণের অবধ্য অসুরগণের বধজন্য স্বর্গে গমন করিলেন। দেব কার্য্য সমাধা করিয়া, মাতুলি সারথি রথারোহণে পৃথিবীতে আসি

বার সময় মারিচাশ্রমে অবতরণ করিলেন। তথায় কোন বৃদ্ধা স্ত্রী একটী অদ্ভুত প্রকৃতি বালকের লালন করিতেছিলেন। তিনি রাজাকে দেখিয়া আসন দিলেন। বালক ঐসময়ে সবেগে গহনবনে প্রবেশ করিয়া, পাঁচটী সিংহকে লতাপাশে বন্ধন পূর্ব্বক তথায় আনয়ন করিল এবং বৃদ্ধাকে কহিল, ইহাদের কতগুলি দন্ত উন্নত, কতগুলি নিম্ন ও কত গুলিই বা মধ্য ভাবাপন্ন, গণনা করিয়া, সত্বর আমাকে বল।

ভার্য্যা বিরহকাতর মেধাবী দুষ্মন্ত বালকের এই অদ্ভুত বিক্রম দর্শন করিয়া, চিন্তা করিতে লাগিলেন, অহো! পৌরব অপেক্ষাও এই বালকের পরাক্রম অধিক। এই বালক যেরূপ সর্ব্বতোভাবে রাজশ্রী সম্পন্ন তাহাতে কখনই ব্রাহ্মণ হইতে পারে না এই দুরাসদ বালককে দর্শন করিয়া আমার অন্তরে স্নেহ সঞ্চার হইতেছে। বোধ হয়, আমি অপুত্র বলিয়াই এইপ্রকার হইতেছে।

রাজা এই প্রকার চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে কোন সিংহ নখদ্বারা স্বীয় বন্ধন ছেদন করিয়া, দুর্বার হইয়া গমনের উপক্রম করিল। বালক দূর হইতে উৎপ্রেরণ পূর্বক পুনরায় তাহাকে নিগৃহীত করিয়া, কহিতে লাগিল, রে সিংহ! এ কি? আমি রণ দুর্ম্মদ পুরুবংশীয় ক্ষত্রিয় কি ব্রহ্মবালক, তুই কি ইহা জানিস্ না।

এই কথা শুনিয়া রাজার মন কিঞ্চিৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কিন্তু ইহা বালকের কথা ভাবিয়া, সম্যক্ শ্রদ্ধা হইল না। ঐ সময়ে কশ্যপ কুশসমিধ গ্রহণ পূর্বক অরণ্য হইতে সমাগত হইলেন, রাজাকে তথায় দর্শন করিয়া, অতিমাত্র আনন্দিত হইলেন, এবং আশীর্বাদ প্রয়োগ

পূর্বক অভ্যর্চনা ও অতিথি সৎকার সমাধা করিয়া, রাজ্যের ও দেবগণের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। মুনি বাক্যে সমস্ত শ্রম বিগত হইলে, রাজা তৎসমস্ত নিবেদন করিয়া লজ্জিত বাক্যে কহিলেন, তপোধন! এই বালকটী কে? এই মহাবল মহাবাহু বালক আপনাকে পুরুবংশীয় বলিতেছে।

কাশ্যপ কহিলেন, এই বালক তোমারই পুত্র, শকুন্তলা ইহাকেই প্রসব করিয়াছেন। এই মহাবল বালক সিংহাদি সমস্ত প্রাণীরই দমন করিয়া থাকে। এই জন্য ইহার নাম সর্ব দমন রাখিয়াছি। একণে তুমি ভরণ কর, বলিতেছি, তাহা হইলে, ইহার নাম ভরত হইবে। তুমি পূর্বে দুর্বাসার শাপে যাহাকে বিস্মরণ ও বর্জ্জন করিলে, মেনকা তাহাকে আমার হস্তে আনিয়া ন্যস্ত করেন তোমার রাজ্ঞী সেই মনস্বিনী শকুন্তলা এই পুত্রকে প্রসব করিয়াছেন। এই বালক মহাবল, মহাপ্রাণ, সমুদায় রাজার দুর্দ্ধর্ষ এবং সিংহদিগেক বন্ধন করিয়া ক্রীড়া করে, যমকেও ইহার ভয় নাই। এই সকল দেখিয়া আমি বিবেচনা করিলাম, এই বালক যেরূপ দুর্দান্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে আর কোন অংশেই আশ্রম বাসের যোগ্য নহে। কেন না, বাল্য স্বভাব প্রযুক্ত কখন্ কি করিয়া বসিবে। অতএব ইহাকে রাজার নিকট পাঠাইয়া দিব। ইতি মধ্যে আপনি দেবকার্য্য সাধনার্থ স্বর্গে গিয়াছিলেন, সেই জন্য আমি বিলম্ব করিয়াছি। ওদিকে তোমার শাপেরও অবসান হইয়াছে। এই তোমার পুত্রকে গ্রহণ কর। এই পুত্র চক্রবর্ত্তী হইবে। এবং সমস্ত যজ্ঞের আহরণ করিবেও

পরম ভাগবতভক্তা হইবে। এই বলিয়া সেই দেবগুরু মহর্ষি বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীকে বলিলেন, শকুন্তলাকে আনয়ন করিয়া, এই মহীপতির হস্তে সমর্পণ কর। তখন ব্রাহ্মণী গমন ও শকুন্তলাকে আহ্বান করিয়া, রাজার হস্তে ন্যস্ত করিলেন। রাজার আহ্লাদের সীমা রহিল না। মহাভাগ! অনন্তর রাজা মহর্ষির অনুমতি লইয়া, ভার্য্যা ও পুত্রের সহিত হৃষ্টচিত্তে স্বপুরে সমাগত হইলেন। দেবযানে আরোহণ করিয়া বিপ্রেন্দ্র ভরত নামক সেই দুষ্মন্ত তনয় তথায় শুক্ল পক্ষীয় শশধরের ন্যায়, বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন।

—:০:—

পঞ্চম অধ্যায়।

শ্রীশেষ কহিলেন, রাজা পুরে সমাগত হইয়া পুত্রের প্রতি পিতৃ কার্য্য সর্ব্বতোভাবে সম্পাদন ও মস্তকে আঘ্রাণ পূর্ব্বক বারংবার আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। বিপ্রগণ সভাজন ও বন্দিগণ তাহার স্তব শুনে প্রবৃত্ত হইল। তিনি পুত্রকে স্পর্শ করিয়া, তজ্জন্য বিপুল আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। এবং ধর্ম্মানুসারে শকুন্তলাকে অভ্যার্চনা করিয়া, সান্ত্বনা বাক্যে কহিলেন, তুমি সাধ্বী ও পতিব্রতা শাপে মুগ্ধ হইয়া যাহা বলিয়াছি, ক্ষমা করিতে হইবে। তুমি যাহা বলিয়া-

ছিলে; আমিও তৎসমস্ত ক্ষমা করিলাম। শাপবশেই এইরূপ ঘটিয়াছে, তখন জানিতে পারিয়াছি। এবং দৈব-বশেই অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয় নষ্ট হইয়াছিল। এই বলিয়া তিনি প্রিয়া মহিষী শকুন্তলাকে বস্ত্রাদি দ্বারা যথাবিধি পূজা করিয়া, প্রাপ্ত যৌবন পুত্রকে রাজপদে অভিষেক করিলেন। সেই মহাত্মা ভরতের দিব্য ভাস্বর মহাচক্র চতুর্দ্দিকে প্রথিত ও প্রবর্ত্তিত হইল। তিনি সমস্ত রাজাকে বশবর্ত্তী করিয়া, সাধুধর্ম্মের অনুষ্ঠান ও পরম কীর্ত্তি স্থাপন করিলেন। এবং পিতা অরণ্যে প্রস্থান করিলে, সর্ব্বভৌম চক্রবর্ত্তী হইয়া, ইন্দ্রের ন্যায় বহুবিধ যজ্ঞ করিলেন। সমস্ত দেবতা প্রসন্ন হইয়া, সর্ব্বস্ব লোক তাঁহাকে বর দিলেন, এইরূপে তিনি সর্ব্ব যোগাগম ধ্যানান্তে পুত্রকে রাজ্য দিয়া, বিষয় বিসর্জ্জন করিয়া বৈকুণ্ঠ লাভে কৃতসংকল্প হইলেন। ভগবান্ সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে স্বীয় লোকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত আপনার প্রিয়ভৃত্য সুনন্দকে পাঠাইয়াছিলেন। বিপ্র! দেবরাজ ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, কুবের, বরুণ, যম ও অন্যান্য দেবতারাও তোমাকে স্ব স্ব লোকে আনয়ন জন্য দূত প্রেরণ করিলেন। কোন লোকই তাঁহার অপ্রাপ্য রহিল না।

মহাত্মা ভরত তদ্দর্শনে হৃষ্ট হইয়া, সুনন্দকে প্রণাম পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, কোনপথে কিরূপে কোন লোকে আমার গমন করিতে হইবে, কি জন্য এই বহুসংখ্য দূত সমাগত হইয়াছে। দেখুন, কালবশে ঐ সকল লোকের লয় হইয়া থাকে। অতএব তথায় যাইতে আমার ইচ্ছা নাই।

শেষ কহিলেন, দেবদূতেরা তাঁহার নিকটস্থ হইয়া কহিল, আপনি কর্ম্ম বলে বিবিধ লোক জয় করিয়াছেন। তত্তৎ লোকে গমন করা আপনার উচিত। যদিও বিষ্ণু ভক্তেরা প্রায়ই অন্যান্য লোক লাভে অভিলাষ নহেন, তথাপি দেবগণ আপনায় কর্ম্মোচিত ফলদানার্থ বিমান সকল প্রেরণ করিয়া, পরে বৈকুণ্ঠে গমন করিবেন।

ভরত কহিলেন, আপনারা সকলে গমন করুন। আমি অগ্রে লোক সকলের সংস্থান অবগত হইয়া, পরে যথাবিহিত বিধান করিব। এই কথায় দেব দূতেরা প্রস্থান করিলে, ভরত সুনন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার মুখে স্বর্গের পরিমাণ শ্রবণ করিব। পৃথিবীর যে লোক যেরূপ প্রতিষ্ঠিত আছে ও যে প্রকার পুণ্য বলে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং কোন্ লোকের কোন্ পথ, প্রমাণ ও সুখ কি, সমস্ত বলুন।

সুনন্দ বলিলেন, রাজন্! শ্রবণ করুন; আমি অদ্ভুত কর্ম্মাবিষ্ণুর বিরাট্‌রূপ সংস্থান কীর্ত্তন করিব। চন্দ্র সূর্য্যের কিরণে প্রতিভাত যাবতীয় ভূমি নির্দ্দিস্ট হইয়াছে, তাহার উপরি আকাশ মণ্ডল তাবৎ পরিমাণ বিস্তৃত আছে। উহার সংখ্যা পঞ্চবিংশতি কোটী যোজন। রাজন্! ভূমির উপরি সিদ্ধ, চারণ ও রাক্ষসগণের যে লোক প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাদের পরিমাণ নবতি সহস্র যোজন। মহাবাহু! উহার পর রাহুর স্থান। উহার উচ্চ পরিমাণ একাদশ সহস্র যোজন। পূর্ব্বে ঐ মহাগ্রহ বৈরস্মরণ পূর্ব্বক ক্রোধ ভরে গ্রাসার্থ ধাবমান হইলে, সহস্র সূর্য্যসম দুর্গতি ভাগচক্র তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইয়াছিল।

রাহুও তাহার ভয়ে প্রতিনিবৃত্ত হয়। অদ্যাপি পূর্ব্বে এই প্রকার ঘটিয়া থাকে। ইহার নাম উপচরণ বা গ্রহণকে পুণ্য কাল বলে

এই সূর্য্য ভূমি হইতে লক্ষ যোজন দূরে ব্যবস্থিত। চন্দ্র সূর্য্যের উপরি লক্ষ যোজনে লক্ষ্য হইয়া থাকে। নক্ষত্র মণ্ডল চন্দ্র হইতে লক্ষ্য যোজন উচ্ছ্রিত। সৌম্য নক্ষত্র মণ্ডলের দ্বিলক্ষে, বৃহস্পতি মণ্ডলের দ্বিলক্ষে, সৌরি বৃহস্পতির দ্বিলক্ষে, সপ্তর্ষি মণ্ডল সৌরির দশাযুত সহস্র যোজন দূরে অধিষ্ঠিত। এবং ধ্রুব সপ্তর্ষি মণ্ডল হইতে শত সহস্র যোজন ঊর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

যে কিছু বস্তু পাদগম্য ও পৃথিবীময়, তাহারও নাম ভূলোক। শাকদ্বীপাদি কানন এই ভূলোকের অন্তর্ভূত ভূলোক হইতে সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যন্ত স্থানকে ভুবলোক বলে রাজন্! পণ্ডিতেরা আদিত্য হইতে ধ্রুব মণ্ডল পর্য্যন্ত স্থানকে স্বর্গলোকে বলেন। ক্ষিতির ঊর্দ্ধে মহলোক এক কোটি যোজন প্রমাণ। নৃপ! জনোলোক ভূলোক হইতে কোটিদ্বয়ে বিরাজমান তপোলোক চতুঃকোটি প্রমাণ এবং সত্যলোক অষ্ট কোটি যোজন দূরে ব্যবস্থিত। সত্য-লোক উপরি যোজন প্রমাণে বৈকুণ্ঠ বিরাজমান হইতেছে।

এই বৈকুণ্ঠ ভূলোকের অষ্টশত কোটি যোজন দূরে প্রতিষ্ঠিত। সকলের অভয়প্রদ সাক্ষাৎ শ্রীপতি তথায় বিরাজ করিতেছেন। বৈকুণ্ঠের উত্তরে শিবলোক ষোড়শ কোটি যোজন। মহারাজ! এই কৈলাস পর্বত তির্য্যক্ ভাবে ব্যবস্থিত। শম্ভুস্বগণে পরিবৃত হইয়া, পার্বতীর সহিত তথায় বিরাজ ইহতেছেন।

সপ্তম অধ্যায়।

-ঃ০ঃ-

সুদেব কহিলেন মহারাজ! গগণমণ্ডলের পরিমাণ সংক্ষেপে তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। অতঃপর যে সকল জীব যে লোকে অবস্থিতি করে তাহা কীর্ত্তন করিতেছি।

দেবদূতগণ যে লোকের বিষয় যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন, ও যে সকল জীব যে লোকে অবস্থিতি করিয়া থাকে, অতঃপর তাহা কীর্ত্তন করিতেছি। শিবনিবাস কৈলাস ধামের উপরিভাগে এক যোজন পর্য্যন্ত বিহঙ্গমগণের গমনাগমন করিবার শক্তি আছে। তাহার উপরিভাগে ভুতগণের গমনাগমন হইয়া থাকে, মহারাজ! অল্প পুণ্যবান পিশাচগণ ও তথায় বিচরণ করিতেছে। ও তাহারা যথা নিয়মে হরের আরাধনা করিয়া থাকে, কিন্তু হরি সেবায় বিমুখ হইয়া রহিয়াছে, তাহারাই পিশাচ যোনি প্রাপ্ত হইয়া উল্লিখিত গগণমণ্ডলে বিচরণ করিতেছে। উহার উপরি ভাগে দশ যোজন পর্য্যন্ত মেঘশ্রেণী বিরাজিত রহিয়াছে।

অল্প পুণ্যবান শিবভক্তগণ, পিশাচ এবং রুদ্রদেবের পার্শ্বচ সকলেই তথায় অবস্থিতি করিতেছেন। তাহার পরে গুহ্যক লোকের অধিবসতি রহিয়াছে। যাহারা ন্যায় পথে থাকিয়া ধনোপার্জ্জন করে, যথা

নিয়মে রাজ্যশাসন এবং প্রজাপালন করিয়া থাকেন এপ্রকার স্বধর্ম্ম নিরত ধনাঢ্য ক্রোধাদি বিরাজিত ব্যক্তিগণ ও তথায় বসবাস করিতেছেন ও যাহারা স্বধর্ম্ম নিরত, ধনাঢ্য ক্রোধ অসূয়াদি পরিশূণ্য ও যাহারা বার কিম্বা তিথি অথবা পর্ব্বাহ কি সংক্রান্তিকে ধর্ম্ম অথবা অধর্ম্ম মূলক বলিয়া জানেন না, ও যাহারা সদাকালই প্রফুল্লচিত্ত হইয়া বিরাজ করেন, যাহারা বিলক্ষণ বলবান ও দৃঢ় কায ও আয়তবক্ত্র এবং ঘনঘটার ন্যায় ঘোর গম্ভীর স্বরে কথা কহিয়া থাকেন ও যাহাদিগের শ্যামবর্ণ ও রোমশ শরীর এবং মুখমণ্ডল শ্মশ্রুজালে পরিপূর্ণ রহিয়াছে, তাহারাই গুহ্যকলোক বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন। তাহারা অকুতো ভয়ে দেবগণের স্বর্গীয় সুখ সেব্য উপভোগ করিয়া থাকেন, ঐ লোকের ঊর্দ্ধদেশে গন্ধর্বলোক শত যোজন পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, তথায় দেবগণের গায়ক স্তুতি পাঠক সিদ্ধচারণ প্রভৃতি বিরাজ করে। সঙ্গীত নিপুণ গায়কগণ সুমিষ্ট স্বর সংযোগে নৃপতি গণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া থাকেন। তাহারা ধন লোভে মোহিত হইয়া ঐশ্বর্য্যশালী লোকদিগকে স্তুতিবাদ করে এবং নৃপতিগণের অনুগ্রহে বিপুল ধন রাশি বহুমুল্য বস্ত্র কর্পূরাদি সুগন্ধি দ্রব্য সকল ব্রাহ্মণদিগকে দান করে এবং অহর্নিশি সঙ্গীত চর্চ্চা করিয়া থাকে। তাহারা স্তুতিবাদ এবং বক্তৃতাদিতে বিলক্ষণ সুপটু হইয়াছে, ও নাট্যশাস্ত্র বিষয়ে বিলক্ষণ খ্যাত্যাপন্ন হইয়া রহিয়াছে।

তাহারা কখনও নরোকোৎপাদক পাপকার্য্যে রত

হয় না। তাহারা সেই পুণ্যের বলে গন্ধর্ব্ব লোক নিবাসী হইয়াছে সঙ্গীত চর্চ্চা করিয়া তাহারা যে ধন রাশির সঞ্চয় করিয়া থাকে তাহা ব্রাহ্মণ গণকে বিতরণ করে এই প্রভাবেই নারদ গীত বাদ্যতে দেবর্ষি কুলে শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন। তিনি জগতে পূজ্য ও বিষ্ণু লোকে এবং ভাগবতাদিতে একান্ত মাননীয় হইয়াছেন। তিনি এই সঙ্গীত শাস্ত্রের প্রভাবেই দেবাদি দেব মহাদেবের একান্ত শ্রদ্ধা ভাজন হইয়াছেন এবং সমস্ত লোকে অব্যাহত রূপে গমন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তুম্বুরু (গোপীবস্ত্র প্রভাবে) নারদ সুরদলোকের নিতান্ত অনুরাগ ভাজন হইয়াছেন। তাহার শব্দ প্রভাবে মহাদেব স্বয়ং সাক্ষ্যকার হয়েন, তিনি যদি কখনও সংগীত চর্চ্চা করিয়া থাকেন তাহা অন্যদীয় বিষয়ে নহে, হর ও হরি বিষয়েই তিনি (নারদ) সংগীত করিয়া থাকেন। হরি এহরাত্মক সংকীর্ত্তন করিলে তাঁহারা অচিরে সাক্ষাৎকার হয়েন, সঙ্গীত নিপুণ হইয়াও যদি গান বলে পরমপদ প্রাপ্ত না হয়েন তথাপি তিনি রুদ্রের অনুচর হইয়া শিব কিঙ্করের সহিত বাস করিবেন সন্দেহ নাই। নানা শাস্ত্র বিশারদ বিদ্যাধরগণ বিদ্যার্থীদিগকে অন্ন, বস্ত্র, কম্বল, উপানহ (বিনামা) শয্যা প্রভৃতি প্রদান করিয়া থাকেন। এবং অভিলসিত মনে প্রতিদিন অভীষ্ট দেবতার পূজা করেন। এই সকল পুণ্য বলে বলবান্ হইয়া তাহারা বিদ্যাধরগণের ন্যায় তথায় অবস্থিতি করিতেছেন। প্রিয়কার্য্য কারিণী বারবিলাসিণীগণ সেখানে যজ্ঞ ভাগ প্রাপ্ত হয় তাহারা সকলি নৃত্য গীতবাদ্য বিষয়ে বিলক্ষণ সুশিক্ষিতা হইয়াছে। তাহারা কাম কেলি রসে বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা

প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং দ্যুতক্রীড়াদিতে ও বিলক্ষণ পটুতা লাভ করিয়াছে। তাহারা সুচারু চাটুবাদে বিলক্ষণ চতুরা বলিয়া নানাদেশের ভাষা ও জ্ঞান বিষয়ে সুপণ্ডিতা হইয়াছে। ও বহুবিধ রসাল বাক্য প্রয়োগে বিলক্ষণ শিক্ষিতা এবং কামভোগে রত হইয়া অনুক্ষণ যুবজনের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাহারা পূর্বকালে ক্ষীরোদ জলধি সমুদ্ভূত অপ্সর কুল হইতে ত্রিভুবন জয় করিবার নিমিত্ত সম্মোহন অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছে, উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, চিত্রলেখা, তিলোত্তমা, বপুষ্মতী, কান্তিমতী, লীলাবতী, উৎপলাবতী, অলম্বুষা, গুণবতী, কর্পূরা, উর্ব্বরা, কলানিধি গুণনিধি, সুলকেশী, কলাবতী, চকোরাক্ষী, চন্দ্রকলা, মদনমোহিনী, অনঙ্গতিলকা, অমৎমনোহরা, আবদাবী, তপোঘেষ্ট্রী, কৃতশুক্লা, শুভাননা, দারুসংজীবনী, সুশ্রী, চারুনাসা সুবালকা, পঞ্চাস্তমধিকা, দানশুক্লা, হিমাবতী, তপঃশুক্লা, তীর্থশুক্লা, রাজরথিনী; অষ্টাগ্নিহোমিকা, দৃষ্টিদ্রবা, অশ্বকম্পিনী, কার্য্যবিস্মাবয়ন্তী, বাজপেয়শতোদ্ভবা, ইত্যাদি এক সহস্র ষষ্টিজন অপ্সর কুলের শ্রেষ্ঠ রমণী সেই অপ্সরলোকে অবস্থিতি করিয়া থাকে। তাহাদিগের রূপ যৌবন সর্ব্বদা পরিবর্ত্তিত হইতেছে তাহারা মনোহর বস্ত্রাদি এবং বিবিধসুপরিস্কলে সুসজ্জিত হইয়া রাখিয়াছে, এক মাস কৃতোপবাস হইয়া তাহারা ব্রহ্মচর্য্যনিরত হইয়া থাকে, এই ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়া তাহারা বিষ্ণুপদে ভক্তিমান হয়, এবং অপ্সর লোকে অবস্থিতি করিয়া সর্ব্বপ্রকার কামনা সুসিদ্ধ করিতে সমর্থ হয়। তাহারা এইরূপে ব্রত সাধন করিয়া দেবগণের ভোগ্য হইয়াছে।

পতিপরায়ণা কামিনীগণ স্বকীয় ধর্ম্মবলে বলবতী হইয়া দেবগণের সহ ক্রীড়া করেন। মহারাজ! তাহারা বিষ্ণুভক্তি প্রভাবেই স্বর্গীয়বার ঘোষিত রূপে স্বর্গ সুখভোগ করিতে সমর্থ হইতেছে নরনাথ! যাহারা পুষ্প, সুগন্ধি দ্রব্য, মনোহর বস্ত্র, চন্দন, কর্পূর, ইত্যাদি উপাদেয় বস্তু সকল সম্বৎসরকাল দান করিবে, তাহারাও অপ্সরকুলে কল্পান্তকাল পরম সুখে অধিবাস করিবে। এবং অপ্সরকুলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইবে, ঐ সকল ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন অথবা মনন করিয়া নিধন প্রাপ্ত হইলে ও তিনি দিব্যরূপ ধারণ করিয়া স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন। মহারাজ, চন্দ্রবংশের আদি নরপতি মহারাজপুরু তথায় অবস্থিতি করিয়া পরম সুখদ দেবজন সুলভ ভোগ্যবস্তু উপভোগ করিতেছেন।

ভরত কহিলেন। চন্দ্রবংশের ধার্ম্মিক প্রধান মহারাজপুরু কিরূপে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া, অপ্সরলোক প্রাপ্ত হইলেন, তিনি অগ্রবর্ত্তী মহান্ তেজস্বী ও মহাভাগ নরপতি হইয়াও অতি সাধারণ রাজার ন্যায় কেনইবা অপ্সরলোকে নিবাস করিলেন।

সুন্দর কহিলেন মহারাজ যমরাজ ও জলধি পতির অভিশাপ গ্রস্ত হইয়া সুরসুন্দরী উর্ব্বশী মানব দেহ প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহার অভিশাপ মোচনের নিমিত্তে যে নিয়ম অবধারণ করিল তদনুসারে দুইটি মেষ অনবরত তাহার শয্যার সন্নিধানে অবস্থিতি করিত। উর্বশী নিরত কেবল ঘৃত ভোজন করিয়া জীবনধারণ করিবে, যতকাল এই নিয়ম আচরণ করিবে ততকাল তাহার সহিত নরপতির সহবাস হইবে মহারাজপুরু উর্ব্বশীর

এই নিয়মে অনুমোদন করিলেন এবং তাহা যথা নিয়মে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। উর্ব্বশী এইরূপ মহামতি নরপতির সহিত ক্রীড়াকৌতুকে দিনযাপন করিতে লাগিল মানব রূপধারিণী স্বর্গলোক ভূষণ উর্ব্বশী একষষ্টি বর্ষ পর্য্যন্ত শাপ মোহে মোহিত হইয়া মর্ত্যলোকে অতিবাহিত করিল। তখন দেবরাজ ইন্দ্র গন্ধর্বগণকে আহ্বান করিয়া ঔৎসুকমনে বলিতে লাগিলেন।

দেবগণ আপনারা সেই স্বর্গভূষণ রূপনিধান উর্ব্বশী কোথায় চিন্তাকরুন মহারাজ দেবপতির এইবাক্য শ্রবণ করিয়া বিশ্বাবসু কহিলেন পূর্ব্বকালে তাহাদিগের সহিত আমি যে নিয়ম অবধারণ করিয়াছি তাহার অন্যথা হইলেই সে পুরুরাজকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইবে। আমি বিশেষ রূপ তাহা বিদিত হইয়াছি আপনার কার্য্যসুসিদ্ধ করিবার জন্যই সুরসুন্দরী উর্বশী নরপতির সহিত বাস করিতেছে আমি ত্বরিত পদে তথায় প্রস্থান করিতেছি। মহাযশা বিশ্বাবসু এই বলিয়া তথায় প্রস্থান করি-লেন তিনি রজনীযোগে সমাগত হইয়া মেষ দ্বয়ের অন্যতর হরণ করিলেন উর্বশী সেই তাহাদিগের মাতৃস্থানীয় হইয়া সদাকাল লালন পালন করিতেন। এখন সন্তান সদৃশ মেষৈক হৃত হইয়াছে-অভিশাপের মোচন কাল নিকট হইল জানিয়া বলিলেন নরাধিপ! আমার একটি পুত্র অপহৃত হই-য়াছে মহারাজ ইহা শ্রবণ করিয়া, উলঙ্গ দেহ বশতঃ গাত্রোত্থান করিলেন না সুতরাং গন্ধর্ব পতি পুনর্ব্বার দ্বিতীয় মেষ হরণ করিয়া লইল। দ্বিতীয় মেষটীও অপহৃত হইল দেখিয়া উর্ব্বশী মহান রোষভরে বলিলেন, আমার প্রাণাধিক প্রিয়

সন্তান অপহৃত হইল জানিয়াও তুমি নিদ্রিত হইয়া রহিলে রাজা মহান্ লজ্জিত হইয়া নগ্নশরীরেই গাত্রোত্থান করিলেন এবং মেষের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া ত্বরিত পদে পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান করিলেন। ঘোর অন্ধকারাবৃতা তামসীর প্রগাঢ় অন্ধকার মধ্যে সহসা তড়িৎ মালা বিদ্যোতিত হইয়া রাজার দেহ পরিলক্ষিত হইল, অমনি শাপ হইতে মুক্ত হইয়া কামচারিণী সেই অপ্সরাঃ স্বর্গে গমন করিল। তাহাকে অন্তর্হিতা হইতে দেখিয়া গন্ধর্ব্ব-গণ ও স্বর্গে প্রত্যাগত হইল। অনন্তর রাজা উৎসৃষ্ট চরণদ্বয় দেখিয়া গৃহে আসিয়া উর্বশীকে দেখিতে না পাইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরে উর্বশীকে অনুসন্ধান করতঃ সমস্ত পৃথ্বী বিচরণ করিলেন এবং কুরুক্ষেত্রে হৈম বতী পুষ্করিণীর প্লক্ষতীরে তাহাকে স্নান করিতে দেখিলেন। উর্বশী ঐ সময়ে পঞ্চ অপ্সরা সখীর সহিত ক্রীড়া করিতেছিলেন। রাজা তাহাকে দেখিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর উর্বশী অদূর হইতে পুরূরবাকে দর্শন করিয়া সখীগণকে কহিলেন, দেখ, আমি এতাবদ্দিবস যে মহাত্মার সহবাস করিয়াছি তিনিই ঐ পুরুষশ্রেষ্ঠ! ঐল উর্বশীকে কহিলেন, আমার সহিত নির্জনে আইস। নতুবা তোমার এই বিরহে সদ্যই প্রাণত্যাগ করি। উর্বশী কহিল, হে নৃপ! তোমা হইতে আমার গর্ভ উৎপন্ন হইয়াছে। বৎসর পূর্ণ হইলে কতিপয় সুকুমার কুমার জন্মিবে। হে রাজন্! আপনি একরাত্রি আমার সহবাস লাভ করিতে পারিবেন। ইহা বলিয়া, সেই বরারোহা পঞ্চ সখীর সহিত অন্তর্হিত হইল। হে মহারাজ

নৃপতি ও স্বনগরে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। অনন্তর বর্ষ পূর্ণ হইলে সেই অপ্সরাঃ তথায় উপস্থিত হইল এবং পুরূরবা একরাত্র তাহার সহবাসসুখ ভোগ করিলেন। উর্বশী রাজাকে বিরহে কাতর দেখিয়া কহিল, রাজন্! আপনি গন্ধর্বগণের উপাসনা করুন। তাঁহারা তুষ্ট হইলেই আমাকে সমর্পণ করিবেন। রাজা ও গন্ধর্বযাগ করাতে, গন্ধর্বেরা আপ্যায়িত হইয়া ঐলরাজকে অপ্সরোলোকে লইয়া গেলেন। হে মহারাজ! উর্ব্বশীর সহিত বিহার করতঃ নৃপতি সেই থানেই আছেন। ভরত কহিলেন, হে নারায়ণপরায়ণ! কি উপায়ে উক্ত নরপতি বৈকুণ্ঠপদ প্রাপ্ত হন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা আমাকে জ্ঞাপন করুন। সুনন্দ কহিলেন, তুমি যে সপ্তবর্ষ বৈষ্ণব যাগ করিয়াছ, অদ্য তাহা ঐ রাজার উদ্দেশে সমর্পণ করিলেই তাঁহার পরম গতিলাভ হয়। অনন্ত বলিলেন,—মহীপতি ভরত তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, স্বীয় যজ্ঞের ফল ঐলের উদ্দেশে বিসর্জ্জন করিলেন। সেই পুণ্য লাভ করিবামাত্র পুরূরবা অপ্সরোলোক ত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠে স্থান পাইলেন।

অষ্টম অধ্যায়।

—:০:—

সুনন্দ কহিলেন, সূর্য্যলোক তেজোময়। তথায় দেব সহস্রাংশু প্রতিদিন একচক্ররথে মেরু প্রদক্ষিণ করতঃ ভ্রমণ করেন। এবং নবতি নবতিযোজনসহস্রপরিমিত

বিচিত্র একচক্র সপ্তাশ্বযুক্ত অসুরু কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত অগ্রভাগে ধৃতরশ্মি অপ্সরাঃ মুনি গন্ধর্ব্ব সর্প প্রভৃতি কর্ত্তৃক অভ্যুষিত অতি বেগবান্ রথে আরোহণ পূর্বক মাসে মাসে দ্বাদশটী বিভিন্ন নামে দ্বাদশ মাস এবং দীর্ঘ হ্রস্ব ও সমান তিন ভিন্ন প্রকারের দিন প্রতিপাদন করতঃ উদয় এবং অস্তমন দ্বারা দেব ভানুমান্ ক্রীড়া করেন। যিনি সর্ব্ব ভুতের নিয়ন্তা ও পরম কারণ স্বরূপ, যাঁহার নাম গোত্র রূপাদি নাই, আবির্ভাব, তিরোভাব শূন্য অনিমাদি ঐশ গুণ সম্পন্ন সেই আদিপুরুষ সর্বদা সর্ব্ব পদার্থ হইতেই প্রকাশ পান। যিনি সেই আদিত্য পুরুষ তিনিই আমি ইহা পরিস্ফুট।

জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণেরা সেই প্রধান পুরুষকে উপাসনা করেন। যথাকালে সাবিত্রীকে লাভ করিয়া যে দ্বিজ ত্রিসন্ধ্যা উপসনা না করে, সে নিশ্চিত সপ্তাহ মধ্যে পতিত হয়। যাবৎ সূর্য্যের অর্দ্ধোদয় হয়, তাবৎ প্রতিজপের কাল নির্ণীত। আসনস্থ হইয়া মৌনভাবে সন্ধ্যা তারকোদয় পর্য্যন্ত জপ করিবে এবং দিবা বর্ত্তমানে সূর্য্য সম্মখস্থ হইয়া পশ্চিম সন্ধ্যা জপ করিবে। জপের কাল লোপ করা কর্ত্তব্য নহে এবং উপযুক্ত কালের আগম প্রতীক্ষা করাও উচিত। যে হেতু পাদপ ও ঔষধিসমুহ যথা কালেই পুষ্প ও ফল প্রসব করে। মেঘও কালে বর্ষণ করিয়া থাকে, সেই নিমিত্ত কাল লঙ্ঘন করিবে না। গায়ত্রী মন্ত্র ও জল যুক্ত তিনটি অঞ্জলি যে ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রদত্ত হয়, যথাকালে সাবিত্রী মন্ত্রে সেই ব্যক্তি অঞ্জলিত্রয় প্রদান করিলে ত্রিজগৎদানের ফল হয়। যথাকালে পরম দেবতা

সবিতার উপাসনা করিলে কি না লব্ধ হয়। আয়ুঃ আরোগ্য ঐশ্বর্য্য, ধন ও গবাদি পশু সমস্তই পাইতে পারে। অষ্টাদশ বিদ্যার মধ্যে মীমাংসারই গৌরব অধিক। তদপেক্ষা তর্কশাস্ত্র সমূহ গৌরবাধিক, তদপেক্ষা পুরাণ, তদপেক্ষা ধর্ম্মশাস্ত্রচয় এবং তদপেক্ষা শ্রুতিই গুরুতর। শ্রুতি অপেক্ষা, উপনিষদ্ এবং উপনিষদ অপেক্ষা গায়ত্রী প্রধান এই গায়ত্রীর সহিত পরম দেবতার বাচ্য এবং বাচক সম্বন্ধ নির্ধারিত রহিয়াছে। গায়িত্রীবাচিকা এবং ধাতা বাচক বলিয়া নির্ধারিত হয়েন। সেই বেদমাতা পরমপদ প্রদর্শিনী গায়ত্রী দেবী জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করেন। সেই ব্রাহ্মণগণ সূর্য্যলোকে গমন পূর্বক মুক্তিপদ প্রাপ্ত হয়েন। মহারাজ! তাহার পরেই অমরাবতী নামে ইন্দ্রলোক বর্ত্তমান রহিয়াছে। বিশ্বকর্ম্মা তপস্যাবলে বলীয়ান হইয়া সেই মহানগরীর নির্ম্মাণ করিয়াছেন। যাহার শুভ্র সৌধমালার শুভ্রকান্তি দিবাভাগেও কৌমুদীর প্রভাবৎ প্রতীয়মান হয়, এবং ভিত্তিতে সুরবালাগণ স্বকীয় প্রতিবিম্ব পতিত হইয়াছে দেখিয়া অতীব মুগ্ধা হইয়া থাকেন। সেখানে সূপকার প্রভৃতি বিদ্যমান নাই। কোন রসাল অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিবারও প্রয়োজন হয় না। একমাত্র কামধেনুই চতুর্বিধ বাসবের ভোগ্যবস্তু প্রদান করিয়া ক্ষুৎপিপাসার শান্তি করিয়া থাকেন। সেখানে অশ্বপ্রধান উচ্চৈঃশ্রবাঃ চতুর্দ্দণ্ডধারী ঐরাবত, সকল ঋতুতেই মনোহর পারিজাত পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া দর্শকগণের শোভাও আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া থাকেন, এবং পারিজাতের মনোহর আভাপতিত হইয়া সে স্থানকে

উজ্জ্বল আভায় বিদ্যোতিত করিয়া রাখিয়াছে। অমূল্য রত্ন পরিপূরিত নন্দন কানন যেখানে বিরাজমান, সেখানে মন্দাকিনী নদী প্রবাহিত হইতেছে এবং ত্রিংশৎ কোটি সুরলোকে যাহাকে অবলম্বন করিয়া বাস করিতেছে এমন পরম সুখধাম ও পুণ্যস্থান বিশ্বধামে আর কুত্রাপিও দেখিতে পাওয়া যায় না।

ত্রিলোকের যেখানে যে ঐশ্বর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কোনঅংশেই উহার তুল্য নহে।

মহারাজ! শতঅশ্বমেধ করিয়া যে ফল লব্ধ হইবে তাহা তাদৃশ মহৎ অথবা পবিত্র বলিয়া গণ্য নহে। এই লোক পরাভব করিতে পারিলে ত্রিসংসার জয় করিতে সমর্থ হওয়া যায়।

দানব, মানব, রক্ষ, গন্ধর্ব ইহারা সকলেই এই পদের অভিলাষী হইয়া উচ্চ তপস্যা করিয়া থাকেন। মহীপাল গণ ঐপদলিপ্সু হইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছে এবং পরম যত্নবান হইয়া প্রতিদিন ঐ ঐশ্বর্য্য লাভের নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া রহিয়াছেন।

কেহই অভীষ্ট লাভে সমর্থ হইতেছেন না, কেবল মাত্র ধ্যান পরায়ণ জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষগণই এই অমরাবতী প্রাপণের যথার্থ অধিকারী। যাহারা শতঅশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া সম্পূর্ণরূপে তাহা সুসিদ্ধ করিতে সমর্থ হন নাই, সেই নরপতিগণ এখানে বাস করিতেছেন। যে ব্রাহ্মণ গণ জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন ও যাহারা তুলাপুরুষ ইত্যাদি ষোড়শ প্রকার দান করিয়াছেন, সেই খ্যাতানামা পুণ্যকর্ম্মা সাধুগণ এই অমরাবতী লাভ করিবেন

সন্দেহ নাই। রণক্ষেত্রে অপরাঙ্মুখ, সত্যবাদী বীর রণ শয্যায় হতজীবন, সরল সৎধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মগণই এই স্থান লাভ করিবার যোগ্যপাত্র। সিদ্ধপুরুষগণ ও সাক্ষাৎ শ্রীরূপিণী লক্ষ্মী যেখানে শচীনাথকে সেবা করিতেছেন সিদ্ধ ও সাধ্য দেবর্ষিগণ ও বায়ু ও সূর্য্য প্রভৃতি যেখানে উজ্জ্বল শ্রীবিতরণ করিতেছেন এবং ইহাদিগের অনুচরগণ বিবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া দেবরাজের সেবা করিতেছেন। বেদপারগ ভক্তগণ সেখানে বাস করিতেছেন, যাহারা জিতেন্দ্রিয় ও যাহারা দৃঢ় তপস্যাবলে অগ্নি প্রবেশ পূর্বক আপ্রকাশ হইয়াছেন। যাহারা অগ্নিহোত্ররত ব্রহ্মচারী পঞ্চতপা সেই ঋষিগণই অগ্নিলোকে বাস করেন। অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া শীতাপনোদনের নিমিত্ত যিনি শীতার্ত্তকে কষ্টে দান করিয়াছেন, যিনি অগ্নিযজ্ঞ করিয়া সিদ্ধকাম হইয়াছেন। তিনিই এই অগ্নিলোকে বাস করিয়া থাকেন। নিরাশ্রয় অনাথ জনের অগ্নিসংস্কারার্থ যিনি কাষ্ঠ প্রদান করিয়াছেন, যিনি ঔষধ প্রদান করিয়া জঠরাগ্নির উদ্দীপন করিয়াছেন ও মন্দাগ্নিদোষ নিরাকৃত করিয়া দিয়াছেন তিনিই এই অগ্নিলোকে বাস করিতে পারেন। যিনি যজ্ঞার্থ যজ্ঞোপকরণ প্রদান করিয়াছেন, তিনি এই অগ্নি লোকে বাস করিতে পারেন। একমাত্র এই অগ্নিই দ্বিজাতির শ্রেয়ঃসাধন করিয়া থাকে। তীর্থ, ব্রত, গুরু, এসমস্ত এই অগ্নির মাহাত্ম্যে লব্ধ হইয়া থাকে। এই অগ্নির সহযোগে অশুদ্ধ বস্তু ও পবিত্র হইয়া থাকে। এই পাবকই সমস্ত মঙ্গল বিধান করে। সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল বিধান

করে বলিয়া অগ্নির নাম পাবক হইয়াছে। বেদ বিধি পরিজ্ঞাত হইয়াও যিনি ইহাকে অতিক্রম করেন তিনি বেদ বিধির বিশেষজ্ঞ নহেন।

ভরত কহিলেন হে দেববর। অনলদেব কাহার পুত্র এবং কোন্ লোকে তাঁহার স্থিতি? আমাকে দয়া করিয়া তৎসমুদায় বর্ণন করুন।

সনন্দ কহিলেন, সর্ব্বশাস্ত্রনিপুণ সর্ব্বযজ্ঞনিরত সদাচারবিশারদ ব্রহ্মচর্য্যশ্রমনিষ্ঠ বিশ্বাবন্ধু নামে এক তপস্বী ছিলেন, তিনি একদা চিন্তা করিলেন, যত প্রকার আশ্রম আছে তন্মধ্যে কোন আশ্রম শ্রেষ্ঠ? বাণপ্রস্থ ব্রহ্মচারী ভিক্ষুক। প্রত্যেক আশ্রম তন্ন তন্ন করিয়া মনে মনে বিচার করিলেন। এবং এই সকল আশ্রমের অবস্থা মনে মনে বিচার করিয়া গৃহস্থাশ্রম শ্রেষ্ঠ বলিয়া অবধারণ করিলেন। এই আশ্রম অবলম্বন করিয়া দেবলোক পিতৃলোক সকলেরই তৃপ্তি সাধন করা যাইতে পারে। অতএব গৃহস্থাশ্রম এবং গৃহী সর্ব্বতো ভাবে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। মুনিবর মনে মনে এই প্রকার অবধারণ করিয়া ব্রাহ্ম বিধানেতে শুচিষ্মতী নামে এক বিপ্র কন্যারপাণিগ্রহণ করিলেন। ষট্কর্ম্মশালী বিপ্রবর সদাকাল অগ্নি সেবায় নিরত রহিলেন ও তদীয় ঔরসে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন, দেবতা ও ঋষিগণ তাহার তপঃপ্রভাব শ্রবণ করিয়া পুত্রদর্শনলালসায় তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং কিন্নর, যক্ষ, বিদ্যাধর অপ্সর, নাগগণ গন্ধর্ব্বগণ সুললিত গান করিতে করিতে অনেকেই সম-

বেত হইয়া মুনির আশ্রমে সমাগত হইলেন। মরীচি,—যমদগ্নি, প্রভৃতি মহর্ষিগণ ও স্বয়ং বিরিঞ্চি তথায় সমাগত হইয়া, যথাবিধানে নবজাত শিশুর জাতকর্ম্মাদি সমাধা করিলেন। সৃষ্টিপতি বিচার করিয়া একাদশ দিনে বালকের নাম গৃহপতি রাখিলেন। ব্রাহ্মণবালক নবজাত সংস্কার বলে স্বকীয় তেজ বৃদ্ধিরঅভিলাষ করিয়া তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তপঃপ্রভাবে ভীত হইয়া বিপ্রবালকসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া বরপ্রার্থনা করিতে কহিলেন।

গৃহপতি কহিলেন দেবাদিদেব পশুপতিই আমার অভীষ্ট দেবতা। আমি তাঁহারই নিকট বরপ্রার্থনা করিব অন্য দেবে কোন বর যাচ্ঞা করিতে অভিলাষী নহি। দেবরাজ ইন্দ্র শ্রবণ করিয়া অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইলেন এবং বজ্র নিক্ষেপ করিলেন। তাহার প্রাণ সংহারার্থ মুনি বালক ভূতলে অবলুণ্ঠিত হইয়া রহিলেন। দেবাদিদেব বৃষভবাহনে সমাগত হইয়া কহিলেন বৎস! বজ্রকে ভয় করিও না, গাত্রোত্থান কর। তোমাকে ইন্দ্রত্ব অপেক্ষা মহোজ্জ্বল শ্রেষ্ঠ পদবীতে অধিরূঢ় করিতেছি। অনন্তর মুনিবালক সজীব হইয়া তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া ভক্তিভাবে ভবানীপতির চরণ-কমলে প্রণাম করিলেন। এবং সর্ব্বতেজ অপেক্ষা মহোজ্জ্বল তেজ প্রভাব যাচ্ঞা করিয়া মহাদেবের নিকট প্রার্থনা সিদ্ধ করিলেন। আশুতোষ তথাস্তু বলিয়া বর প্রদান-পূর্ব্বক অন্তর্ধান হইলেন।

মহারাজ! এই প্রকারে পরমতেজঃপুঞ্জ লাভ করিয়া মুনিতনয় অতীব ভাস্বর হইলেন।

ভরত কহিলেন সদাশিব কিরূপে পদ্মযশ্রেষ্ঠ প্রজাপতি ব্রহ্মার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন, ভগবান দয়া করিয়া তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

সুনন্দ কহিলেন, পূর্ব্বকালে বিশ্বস্রষ্টা প্রজাপতি ব্রহ্মা অতীব সুকঠিন তপস্যা করিয়া দেবাদিদেব রুদ্র-দেবের বহু সহস্র বৎসর আরাধনা করিলেন, ব্রহ্মা তপস্যার তুষ্ট হইয়া সদাশিব স্বয়ং সাক্ষাৎকারে উপস্থিত হইয়া কহিলেন দেব! তুমি জগতের সৃষ্টি করিয়াছ তুমি সর্ব্ব-বেদবিধি সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত হইয়া সিদ্ধকাম হইয়াছ। তোমার পক্ষে এজগতে প্রার্থয়িতব্য কিছুই দেখিতেছি না। তোমার এ জগতে অপ্রাপ্য কিছুই নাই। সিদ্ধ পুরুষ, দেবর্ষি, মানবগণ তপস্যা করিয়া তোমার নিকট বর প্রার্থনা করিয়া থাকেন, অতএব তুমি কি জন্য তপশ্চর্য্যা করি-তেছ এবং কোন্ বরের প্রয়াসী হইয়াছ?

ব্রহ্মা কহিলেন, দেবদেব! তোমার সন্তোষ সাধ-নের নিমিত্তই আমি দুষ্কর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। তোমাকে আমি পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইতে পারি একমাত্র এই আমার কামনা হইয়াছে,—হে বৃষধ্বজ দয়া করিয়া আমায় এই বর প্রদান কর।

শম্ভু কহিলেন ব্রহ্মন্! তোমার এই বর অতীব দুষ্কর। ইহা কি প্রকারে সম্পাদিত হইবে? যাহা হউক তোমার এই ঘোর তপস্যা ইহকালে সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই, বরাহ-কল্পে আমি তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিব এই

বলিয়া রুদ্রদেব অন্তর্দ্ধান হইলেন, বিরিঞ্চিদেব ও আপন আলয় প্রস্থান করিলেন। সেই কাল অতীত হইলে বিষ্ণুর নাভিকমল হইতে ব্রহ্মা স্বয়ং উৎপন্ন হইলেন এবং সৃষ্টিক্রিয়া বিধানার্থ মানসপুত্র সকল উৎপাদন করিলেন।

সনক সনাতন সনৎকুমার ইহারা তিন ব্রহ্মার মানস পুত্ররূপে সৃষ্ট হইলেন।

প্রজাপতি এইরূপে পরমতেজস্বী ঋষিগণকে সৃষ্টি করিলেন। মহারাজ! ব্রহ্মা তাহাদিগকে প্রজাবৃদ্ধির নিমিত্তে আদেশ করিলেন, কিন্তু তাঁহারা কেহই প্রজাবৃদ্ধি করিতে অঙ্গীকার করিলেন না। তাহারা সকলি বিনয়াবনত হইয়া সৃষ্টিকার্য্যের দোষ উৎকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন এবং সংসার আশ্রমে তপস্যার বিঘ্ন আশঙ্কা করিয়া একবাক্যে সকলি প্রজাপতির আজ্ঞা প্রতিপালনে অনভিপ্রায় প্রদর্শন করিলেন। প্রজাপতি পুত্রগণের ঈদৃশ সংসার আশ্রমে অনিচ্ছা পরিদর্শনে ক্রোধে জ্বলন্ত অনলসদৃশ হইয়া অভিশাপ দিতে উদ্যত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ধাতার ক্রোধাবেগশান্তি হইল কিন্তু উচ্ছ্বসিত ক্রোধাবেগে ভ্রূযুগলের অভ্যন্তরে যে অনল রাশির সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা হইতে নীললোহিত নামে নবকুমারের উৎপত্তি হইল। নবজাত শিশু ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র রোদন করিতে লাগিল। কিন্তু বিধাতা সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন বৎস! কি জন্য রোদন করিতেছ বল।

পুত্ররূপী রুদ্র কহিলেন ব্রহ্মন্! আমার নাম ও অবস্থিতি বিধান কর। ভার্য্যাপরিগ্রহ করিলেই আমি শান্তিলাভ করিব।

ব্রহ্মা কহিলেন দেবদেব! তোমার পূর্ব্বপ্রদত্ত বর আমি বিস্মৃত হই নাই। তুমি সকল ঈশ্বরের মহেশ্বর ইহা জন্ম মাত্রই বিদিত হইয়াছি। তোমার নাম রুদ্র হইবে। হে পুত্র! তোমার অন্যান্য বহুবিধ নামবিধান করিব। উগ্র তপস্যাসম্পন্ন ঋতুধ্বজ সদাশিব, বামদেব ধৃতব্রত এই সকল নামে ও তুমি মর্ত্যধামে অভিহিত হইবে। যাহারা তোমার স্মরণ করিবে, তুমি সদাকাল তাহাদিগের মঙ্গল বিধান করিবে সন্দেহ নাই।

তোমার যে লোকে বাস করিতে হইবে আমি তাহা বিধান করিতেছি শ্রবণ কর। ইন্দ্রলোক, স্বর্গলোক, বায়ুলোক, অগ্নিলোক, মহীতল, পাতাল ইহার সর্বত্র তোমার নিবসতি হইবে। ধৃতি, ইরাবতী, স্বধা দীক্ষা প্রভৃতি তোমার পত্নী হইবেন। মহাভাগ! প্রজা সৃষ্টি করিয়া তুমি অচিরে এই জগৎপূরণ কর।

ভগবান্ সৃষ্টিপতি নীললোহিতকে এইরূপ আদেশ করিলেন। তিনি ধাতার আদেশ পাইয়া ভূত প্রেত পিশাচাদি বহুতর প্রজামণ্ডলী সৃষ্টি করিয়া জীবপ্রবাহ বৃদ্ধি করিলেন। ভীমনাদ, কুষ্মাণ্ডাকার বিপুল প্রজা জগৎ দ্রাবণ করিতেছে দেখিয়া প্রজাপতি এতাদৃশ প্রজা বৃদ্ধি করাতে রুদ্র দেবকে সৃষ্টি করিতে নিষেধ করিলেন এবং কহিলেন অতঃপর বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া যথাসুখে কালযাপন কর। এই বলিয়া প্রজাপতি স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

এই পুণ্য কথা শ্রবণ করিলে মানবগণের সদ্যোজাত পাপরাজি নিরাকৃত হয়।

নবম অধ্যায়।

—০—

সুনন্দ কহিলেন। দক্ষিণ ভাগে যমলোক, উহা অতীব ভয়ানক ঘোর অন্ধকারসমাচ্ছন্ন। এবং নরকরাশিতে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে তাহা মেদিনীর অধোভাগে অবস্থিত সেখানে সৌম্যরূপধারী প্রিয়ভাষী কৃতান্তদেব বিরাজিত আছেন। কেবল মাত্র পুণ্যবান লোকেরাই তাহাকে দেখিতে পান, কৃতকর্ম্মা পবিত্রহৃদয় সাধু পুরুষেরা সেই পুণ্যরাশি বলে নিঃশঙ্কহৃদয়ে সেই ধর্ম্মরাজের মনোহর মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া পরিতৃপ্ত হয়েন, ইনিই আবার পাপীদিগের নিকট লক্ষ কোপনবক্ত্র ও লোহিতলোচন করালবদন, বিদ্যুতাগ্নির ন্যায় ভীষণপ্রকৃতি হয়েন। পাপিদিগের পাপ যাতনা বিধানার্থ ইনি এক ভয়ানক স্থানে নিবসতি করেন। ইহার পশ্চিম দিকের ভবনে রাক্ষস নিচয় বাস করে; তাহারা নিরন্তর পরের অহিতাচারে নিরত রহিয়াছে। পুণ্যবান্ লোকের সমাগমে অথবা নাম উচ্চারণ করিলেই তাহারা দূরে প্রস্থান করিয়া থাকে। পরদার পরদ্রোহ পরদ্রব্য পরাঙ্মুখ ব্যক্তিগণ স্ব স্ব পুণ্যানুসারে শুভ ফলভোগ করে। যাহারা বিজাতির ভক্তি কামনা করিয়া আত্মাকে পোষণ করিয়াছেন, এবং ব্রাহ্মণের সম্ভাষণ

করিতে যাহারা সদাকাল সভয় ও সংকুচিত হইয়া থাকেন, যাহারা তীর্থসেবাপরায়ণ, ব্রাহ্মণে প্রণত ক্ষমা, দান, শুচি ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহে যাহারা নিয়ত যত্নবান্ হয়েন, যাহারা পরদ্রব্যে নিস্পৃহ, সত্যবাদী অহিংসক এবং সর্ব্বপ্রকারে ধর্ম্ম কর্ম্ম সাধনে একান্ত যত্ন করিয়া থাকেন এবং প্রতিনিয়ত যথাবিধি কার্য্যসাধনে যত্র তত্র অবস্থিতি করিতেও কুণ্ঠিত হন না, সেই সাধু পুরুষগণ সুসমৃদ্ধ এবং সর্বভোগে নিরত হইয়া তথায় অবস্থিতি করেন। হে রাজন্! ম্লেচ্ছ হইয়াও যদি তীর্থ স্থলে প্রাণ পরিত্যাগ করে তাহারও সেইস্থানে অবস্থিতি করিবার অধিকার হইবে। আত্মঘাতী নরাধম লোকেরা সেখানে ঘোর অন্ধকারাবৃত স্থানে অবস্থিতি করিয়া অতীব কষ্টে দিনযাপন করিয়া থাকে।

আত্মঘাতী হওয়া মহাপাপ, আত্মঘাতী ব্যক্তির ইহ লোক পরলোক উভয়ই বিনষ্ট হইয়া যায়। সর্বতীর্থশ্রেষ্ঠ সর্বাভিলাষপ্রদ প্রয়াগ মহাতীর্থে গমন করিয়া ধর্ম্মানুসারে অতি হীন জাতির দেহত্যাগ হইলে ও সে এই পুণ্যস্থান লাভ করিবে সন্দেহ নাই। পরোপকারনিরত মহা পুরুষেরা এই লোকে অবস্থিতি করিয়া থাকেন।

ভরত কহিলেন দিকপাল গোবিন্দ চরণসেবক মহাত্মন্! সেই লোকের কি নাম এবং কোন কর্ম্ম করিলেই বা তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সুনন্দ কহিলেন। এই লোকের পূরোভাগে পঙ্কন ও অগ্র ভাগে অজন নামাদেশ বিদ্যমান রহিয়াছে। এই দেশের মধ্যে বিন্ধ্যাটবী বিরাজমান রহিয়াছে। পিঙ্গলনামা এক ব্রাহ্মণ

সেই পল্লীর অধীশ্বর ছিলেন। তিনি অতীব যত্ন সহকারে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর বিনাশ সাধন করিতেন। তিনি মৃগয়াকর্ম্মে নিতান্ত দয়াবান ছিলেন, যে সকল পশু বিশ্বাস করিয়া নিকটস্থ হইত এবং যাহারা নিদ্রিত ও যাহারা পলায়মান হইয়াছে ও জলপানে নিরত রহিয়াছে, যাহারা অন্তঃস্বত্বা ইহাদিগকে তিনি জাতিধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়াও কদাপি আঘাত করেন না। পরিশ্রান্ত পথিক দিগকে বিশ্রাম স্থান ও ক্ষুধিতজনকে অন্নদান করিয়া থাকেন, বস্ত্র, উপানৎ, অশ্ব প্রভৃতি দান করিয়া গহনবনে পথিকগণের অনুসরণ ও সর্ব্বদা অভয় প্রদান করিয়া থাকেন। দস্যুভয় সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়াছিল বলিয়াই ইহার নাম অরিনদ্য অটবী হইয়াছিল। প্রতিদিন তত্রত্য সমুদায় অটবীকেই পিঙ্গাক্ষ শাসন করিতেন। তাহাদিগের বসতিতে সে স্থান জনকোলাহলপূর্ণ নগরী হইয়াছিল।

কাপটিক গণের বিপুলধনসঞ্চয় হইয়াছে ইহা শ্রবণ করিয়া কোন স্বার্থলোলুপ ক্ষুদ্রাশয় তাহাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইল। ঐ সময়ে পিঙ্গলাক্ষনামা নরপতি মৃগয়া করিতে গমন করিলেন। তিনি রাত্রিযোগে নিদ্রা পরিশূন্য হইয়া সেই বনে অবস্থিতি করেন। পরদ্রোহি ক্ষুদ্রাশয় দিগের মনোরথ কখনও সিদ্ধ হয় না। এই নিমিত্ত বিজ্ঞ লোকেরা কখনও কাহার অনিষ্ট চিন্তা করেন না। ক্ষুদ্রআশয়গণ অসৎ অভিসন্ধি পূরণের যে পন্থা অবলোকন করে, তাহাতে কোন ফলোদয় না হইয়া কেবল পাপরাশির সঞ্চয় হইয়া থাকে। ফলতঃ আত্মসুখান্বেষণে নীচাশয়গণ

কখনও অনিষ্ট ঘটিবার আশঙ্কা করে না। তাহারা নিরন্তর আপনাদিগের সুবিধা অন্বেষণে বিব্রত হইয়া থাকে।

রজনী প্রভাত সময়ে অরণ্য মধ্যে ভয়ানক কোলাহল উপস্থিত হইল, কেবল চতুর্দ্দিক হইতে মার মার কাট্ এই শব্দ শ্রুত হইতেছিল। অরণ্যবাসী অসহায় ভটগণ উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, আমরা ভট। আমাদিগকে রক্ষা কর। প্রাণবধ করিও না বরং আমাদিগের ধন সম্পদ যাহা কিছু আছে লুণ্ঠন করিয়া নিবৃত্ত হও। আমরা পিঙ্গাক্ষনামা ভূপতির প্রতি বিশ্বাস করিয়া অকুতোভয়ে এই অরণ্যবাস করিতেছি। পিঙ্গাক্ষ এইরূপ শ্রবণ কবিবা মাত্র মাভৈঃ "ভীত হইও না" ভীত হইও না। ইত্যাকার অভয়সূচক বাক্যবিন্যাস করিয়া দূর হইতে দ্রুতবেগে তথায় উপস্থিত হইলেন ও কহিলেন কোন নৃশংস দুরাচারগণ আমি জীবিত থাকিতে পথিকগণের অনিষ্ট সাধনে সমুৎসুক হইয়াছে? অচিরে আমি তাহাদের বিনাশ সাধন করিতেছি। এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দস্যুগণ কহিল ধনলোভে একান্ত লোলুপ হইয়া ও কুলধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্বক আপনার নৃশংস পিতৃব্যই এই জঘন্য কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। পিঙ্গাক্ষ শ্রবণ করিবামাত্র ক্রোধান্ধ হইয়া তাহার বধ সাধনেকৃতনিশ্চয় হইলেন এবং বিচার করিয়া ঘাতকদিগকে অনতিবিলম্বে পিতৃব্যের বধসাধনে আদেশ করিলেন। অনন্তর পথিক দস্যুদলের বিনাশসাধনে আদেশ করিলেন।

এইরূপ আদেশ শ্রবণ করিয়া দস্যুগণ সমবেতবলে একাকী, লাক্ষের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। কাপটিকপিঙ্গ

গণ ত্বদীয় অনুগ্রহে জীবন লাভ করিয়া আশীর্বাদ করিতে করিতে প্রস্থান করিল। পিঙ্গাক্ষ একাকী তাহাদিগের সহিত যুদ্ধে নিরত রহিলেন এবং অচিরে যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইলেন। পরের জীবন রক্ষার্থই তিনি স্বকীয় জীবন উৎসর্গ করিলেন। শত্রুদিগের সুতীক্ষ্ণ বাণের আঘাতে তাহার মস্তক ছিন্ন হইল। তিনি পার্থিব দেহ পরিহার করিয়া দিব্য দেহ ধারণ পূর্বক নৈঋত দিক্পতি হইয়া মহাত্মা বরুণের লোক প্রাপ্ত হইলেন এবং কূপ, বাপী, তড়াগ সকলের অধীশ্বর হইয়া বরুণের প্রভা ধারণ করিলেন এবং বরুণ লোকে বিরাজমান রহিলেন। যিনি তৃষ্ণাত্তরে জলদান করেন ও অন্যের দুঃখমোচনে তৎপর হয়েন, ও ছত্র বস্ত্র, কমণ্ডলু প্রভৃতি দান করেন ও জলাশয় খনন করিয়া অথবা পুরাতন জলাশয় সংস্কার বিধান করিয়া দেন অথবা সুগন্ধি জল পরিপূর্ণ ঘট দান করেন ও পথিক গণের আতপ তাপ নিবারণার্থ অশ্বত্থচ্ছায়া বিতরণ করেন। কিম্বা শ্রান্ত পান্থগণের বিশ্রামার্থ গৃহাদি নির্ম্মান করিয়া পান্থগণের সন্তাপ দূর করিয়াছেন এবং গ্রীষ্মের প্রখর জ্বালা বিনাশ করিবার জন্য যিনি ছত্র তাল বৃন্তাদি প্রদান করিয়া থাকেন। ইক্ষুক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াও দুগ্ধ অথবা দুগ্ধবতী গাভী ব্রাহ্মণকে দান করেন। ছায়ামণ্ডপ দ্বারা মণ্ডপ রচনা করিয়া আতপতাপিনিবারণার্থ সুবিধাবিধান করেন। দেব মন্দিরে যাহারা ধারাগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন তীর্থপথ সংস্কার করিয়া যাত্রীগণের সুবিধা করিয়াছেন। ভয়াকুল-কে যিনি অভয় প্রদান করিয়া ব্যাকুলতা দূর করিয়াছেন। তাহারা নির্ভয় হৃদয়ে এই লোকবোস করিয়া থাকেন। যিনি

মানবকণ্ঠপাশ মোচন করিয়াছেন তিনি অকুতোভয়ে বরুণ লোকবাস করেন সন্দেহ নাই। মহারাজ! যাহারা তরণীসংযোগে তটিনী হইতে বিপন্নদিগের উদ্ধার সাধন করেন এবং অতীব কঠোর যাতনা সহ্য করিয়া জলনিধিনিমগ্ন মানবজীবনরক্ষায় সিদ্ধকামহয়েন এবং প্রস্ত-রাদি দ্বারা তটিনীর তীর্থ (ঘাট) বন্ধন করিয়াছেন, তৃষিত জনের সুশীতল জলদানে তৃষ্ণা নিবারণ করেন, তাহারা বরুণ লোকে বিরাজ করেন সন্দেহ নাই। যাহারা তীর্থ সলিলে প্রতিনিয়ত তর্পণ করিয়া পিতৃলোকে জলদান করেন তাহারাও তথায় বাস করিয়া থাকেন। বিশ্বভাণ্ডারে যত প্রকার জলাশয় রহিয়াছে তৎসমুদায়ের একমাত্র অধীশ্বর হয়েন। সমস্ত জলচরদিগের তিনি একমাত্র অধিপতি ও মানবগণের শুভাশুভ সকল কর্ম্মের সাক্ষীরূপে বিরাজ করেন।

ভরত কহিলেন। এই দিক্‌পতি বরুণ কাহার তনয়? কি কার্য্যসাধনবলে দিক্‌পতি হইলেন বলুন। সুনন্দ কহিলেন, প্রজাপতি কর্দ্দমের শুচিষ্মান্ নামে বিনয়াবত এক অনুপম পুত্র ছিলেন একদা তিনি মুনিপুত্রগণের সহিত অচ্ছোদ সরোবরে স্নানার্থে উপনীত হইলেন, জল রাশির অভ্যন্তরে ক্রীড়া করিতেছে এমন সময়ে হঠাৎ এক শুশুক আসিয়া তাহাকে হরণ করিয়া লইল। অনন্তর অন্যান্য বালকেরা আসিয়া পিতাকে সংবাদ দিল। তাহা শ্রবণ করিয়া সেই মহা-তেজাঃ ধ্যান দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র সমস্ত পদার্থই দর্শন করিলেন। অনন্তর কোন এক সরোবরে বহুসংখ্য

মুনিবালককে মজ্জন উম্মজ্জনাদি দ্বারা ঘোর শব্দ পূর্ব্বক খেলা করিতে দেখিলেন। সেই কর্দ্দম ঋষি তাহাদের মধ্যে শিশুমারহৃত নিজ পুত্রকে বিহ্বল অবস্থায় দর্শন করিলেন। পরে কোন জলদেবী সেই ক্রূর জলজন্তুর নিকট হইতে উক্ত মুনি তনয়কে লইয়া সমুদ্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন। হে রাজন্! ঋষি সমাধি দ্বারা ইহা স্থির করিয়া, কুপিত হইয়া সাগর সন্নিধানে গমন করিলেন। এবং মুখ হইতে অগ্নি উৎপাদন করতঃ সমুদ্রকে দগ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন। সরিৎপতি শুষ্ক হইতে লাগিলেন, এবং কুম্ভীর মকরাদি ব্যাকুলিত হইয়া উঠিল। অনন্তর উদধি বালককে নানা রত্নে ভূষিত ও শিশুমারকে বন্ধন করতঃ কৃতাঞ্জলিপুটে ঋষির করে সমর্পণ করিলেন। কর্দ্দম ঋষি সর্ব্বাভরণভূষিত জলার্দ্রদেহ কৃতপ্রণাম তনয়কে পাইয়া আলিঙ্গন ও মস্তকাঘ্রাণ করিলেন এবং তাহাকে পুনর্জ্জাতের ন্যায় মনে করিয়া বারম্বার দর্শন করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিলেন না। তৎপরে সেই মহাতপাঃ এই জগৎ নশ্বর জানিয়া পুনর্জন্ম নিবারণার্থ বনে প্রস্থান করিলেন। শুচিষ্মান্ ও ষষ্ঠি সহস্র বর্ষ আহারাদি ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মার তপস্যা করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা দেবগণের সহিত তথায় আবির্ভূত হইলেন, এবং কহিলেন হে কার্দ্দমি! আমি তোমার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া বর প্রদানার্থ আসিয়াছি, তুমি অভিপ্রেত বর গ্রহণ কর। কার্দ্দমি কহিলেন,—দেবদেব! আপনি যদি প্রসন্ন হইয়াই থাকেন, তবে সমস্ত জল ও জলজন্তুর আধিপত্য আমাকে দান করুন।

হে মহারাজ! বিশ্বসৃষ্টির অধিনায়ক ইহা শুনিয়া

কার্দ্দমিকে বরুণের পদে অভিষিক্ত করিলেন। দেবগণও হৃষ্টচিত্তে সেই মুনিতনয়কে অব্ধিজাত রত্ন, সমুদ্র, সরিৎ, পল্বল, বাপী, অন্যান্য জল প্রবাহ সমূহের এবং পশ্চিম দিকের ঈশ্বর করিলেন এবং পাশ নামক অস্ত্রও দিলেন। তিনিই বরুণ নামে পশ্চিম দিগীশ্বর অভি-হিত হন।

দশম অধ্যায়।

—ঃ০ঃ—

সুনন্দ কহিলেন,—তদুত্তরে মহাত্মা বায়ুর গন্ধবতী পুরী। তথায় জগৎপ্রাণ দিগীশ্বর প্রভঞ্জন বাস করেন। যে সকল মনুষ্য গ্রীষ্মকালে তালবৃন্ত দ্বারা. কেশবকে বীজন করে অথবা বিপ্রকে ব্যজন দান করে, তাহারা মরণান্তে এই লোকে আসিয়া মহারাজতুল্যপরম সুখে বাস করে। হে মহারাজ! ইহাঁর জন্ম বিবরণ ও যথাজ্ঞান বর্ণন করিতেছি। মহেন্দ্র দিতির পুত্রগুলিকে বিনাশ করিয়া-ছিলেন। অনন্তর সেই ভাবিনী আরাধনাপূর্ব্বক স্বপতি কশ্যপকে সন্তুষ্ট করিলেন। মহাতেজাঃ কশ্যপ কহিলেন,—আমার আরাধনায় তুমি এই সুকুমার দেহ শীর্ণ করিয়াছ, হে চারুলোচনে! বর গ্রহণ কর। দিতি কহিলেন,—ইন্দ্র আমার পুত্রদিগকে বিনাশ করিয়াছে, অতএব দেব-রাজের বধক্ষম এক বংশধর প্রার্থনা করি। আপনি যে ভাগ্যবতীর পতি, ব্রহ্মাণ্ডে তাহার দুর্লভ কি আছে?

কশ্যপ নারীগণের কার্য্য মনে সমালোচনপূর্ব্বক বিষণ্ণ হইলেন। সেই মহাতপাঃ মনে২ বিচার করিয়া কহিলেন,—তোমার ইন্দ্রহা এক পুত্রই হইবে। কিন্তু এক বৎসর নিয়ম সমাধিপূর্ব্বক এই কঠোর ব্রত পালন কর। তন্ত্রোক্ত বিধানে পুংসবনব্রত সম্পন্ন হইলে প্রতিদিন প্রাতঃস্নানসমাধা করিয়া বিষ্ণুপূজা করিবে। হে নিতম্বিনি! এই ব্রতের কঠিন নিয়ম গুলি শ্রবণ কর। অধৌতবস্ত্রা অশুচি ও অধৃতব্রতা হইয়া কখনও থাকিও না। কাহারও উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবে না বা পাদ প্রক্ষালন না করিয়াও থাকিবে না। উচ্ছিষ্টহস্ত হইলে আচমন না করিয়া নিদ্রা যাইবে না। হে মনস্বিনি! মুক্তকেশে বা দুই সন্ধ্যা ভোজন করিবে না। ভ্রষ্ট দ্রব্য, তৈল ও আমিষ ভক্ষণ ও নিষেধ। হে মহারাজ! কশ্যপ পত্নীর নিকট আরও এইরূপ দুষ্কর নিয়ম সকল বর্ণন করিয়া ইন্দ্রের বধ চিন্তা করত প্রিয়াকে কহিলেন,—যদি তোমার ব্রতের কোন অঙ্গহানি না হয়, তবে তোমার পুত্র ইন্দ্রহা অজর ও অমর হইবে, নতুবা দেববন্ধু হইবে। দিতি সতী তাহা শ্রবণ করিয়া পতির ঔরসধারণ করিলেন, এবং যথাবিধি সেই ব্রতাচরণ করিলেন। মহেন্দ্র তাহা জ্ঞাত হইয়া উদ্বিগ্নমনে ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণকুমারের আকারে সেই দিতিকে সেবা করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র সেবা দ্বারা ক্রমে তাঁহার নিকট বিশ্বস্ত হইয়া উঠিলেন। একদা গর্ভভারাক্রান্তা দিতি ব্রতচর্য্যায়, নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া দৈবমোহে উচ্ছিষ্ট হস্তেই ভূমিতলে শয়নপূর্ব্বক নিদ্রিতা হইলেন। দেবেন্দ্র সেই ছিদ্র পাইয়া দিতির উদরে

প্রবেশ করিলেন, এবং শঙ্কিত হইয়া গর্ভকে বজ্রদ্বারা সপ্তখণ্ডে ছেদন করিলেন। তথাপি সপ্রাণ গর্ভখণ্ড গুলি রোদন করিতে লাগিল। ইন্দ্র তাহাদিগকে রোদনে নিষেধ করিয়া, পুনরায় উহাদের এক এক খণ্ডকে সপ্তখণ্ডে কর্ত্তন করিলেন, তথাপি তাহারা নিহত হইল না। এইরূপে তাহারা ঊনপঞ্চাশ অংশে বিভক্ত হইয়া ইন্দ্রকে কহিতে লাগিল,—হে বিভো! আমরা আপনার সখা, কেন আমাদিগকে বধ করিতেছেন? আপনি আমাদিগকে যে কর্ম্ম করিতে বলেন, তাহাতেই আমরা প্রস্তুত আছি। ইন্দ্র ও বিস্মিত হইয়া গর্ভ কর্ত্তনে নিবৃত্ত হইলেন। সেই দেবতুল্যপ্রভাসম্পন্ন ওজস্বীপুত্রগণ ও ভূমিষ্ঠ হইল। দিতি সংজ্ঞালাভ করিয়া পুরোভাগে বহুসংখ্য সুত প্রসূত দেখিয়া এবং তথায় শক্রের ও দর্শন পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—এ কি ব্যাপার? ইন্দ্র কহিলেন,—হে মাতঃ! আমার প্রতি অভিশাপ করিবেন না। এই ভ্রাতৃগণ আমার সখা ও আপনার আত্মজ। আপনি আমার বধার্থ এই ব্রতাচরণ করিতেছেন, জ্ঞাত হইয়া বটুরূপে অবস্থিতিপূর্ব্বক ছিদ্রান্বেষণ করিয়া বজ্রের দ্বারা আমি আপনার গর্ভচ্ছেদন করিয়াছি। হে দেবি! আপনার তপঃপ্রভাবেই গর্ভটী নষ্ট হয় নাই। এক্ষণে ঊনপঞ্চাশ পুত্র মারুতরূপে আমার সখা হইল। দিতি তুষ্ট হইয়া তাহাতেই অনুমতি প্রদান করিলেন। মহেন্দ্র ও স্বর্গে আসিয়া তাহাদিগের মধ্যে প্রধান প্রভঞ্জনকে উত্তর ও পশ্চিম আশাদ্বয়ের অন্তর্ব্বর্ত্তিনী দিকের অধিপতি করিলেন। তাহার পূর্ব্বদিকে

অলকা নামে কুবেরের পুরী। ভগবান্ কুবের সেই পুরীর প্রিয় অধিপতি ও শম্ভুর সখা। পূর্ব্বে তিনি লঙ্কা নামে পুরীতেই বাস করিতেন কিন্তু দুরাত্মা ভ্রাতা রাবণ কর্ত্তৃক হৃত হওয়াতে পিতার আদেশ অনুসারে লঙ্কা ত্যাগ করিয়া এই স্থলে আসিয়া বাস করিতেছেন। হে রাজন! তিনি পদ্মরাগাদি রত্ন সমূহের দাতা ও ভোক্তা এবং যক্ষ রাক্ষসগণের অধীশ্বর ও নিতান্ত ধর্ম্ম পরায়ণ। যাহারা ধর্ম্মকৃত্যে রত হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে ধন দান করে, তাঁহারা কুবের কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া অলকায় বাস করেন। ভরত কহিলেন,—কুবের কাহার পুত্র, কিরূপে শূলপাণির সখা হইলেন, এবং রাবণের সহিত ইহার কি শত্রুতা ছিল যে লঙ্কাবাস পরিত্যাগ করিতে হইল, এই সকল বর্ণন করিয়া আমার কৌতূহল পরিতৃপ্ত করুন। সুনন্দ বলিলেন,—ব্রহ্মার মানস পুত্র পুলস্ত্য নামে ঋষির ঔরসে কর্দ্দম মুনির কন্যার গর্ভে অগ্নিতুল্য তেজস্বী বিশ্রবা নামে মহর্ষি জন্মগ্রহণ করেন। পুনরায় ইড়বিড়ার গর্ভে বিশ্রবার এক মহাবল মহাত্মা তনয় জন্মে: সেই পুত্রের তপস্যায় ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হন ও বৈশ্রবণকে অমরত্ব ধনেশত্ব ও লোকপালত্ব বর স্বরূপ অর্পণ করেন এবং ঈশানের সহিত সখ্য স্থাপন, নলকুবর নামে পুত্র প্রদান, রাক্ষসোষিত লঙ্কা রাজধানী নিবেশ ও কামগ পুষ্পক নামে বিমান প্রদান করেন। অধিকন্তু যক্ষগণের আধিপত্য ও রাজ রাজত্ব ও ব্রহ্মা তাঁহাকে অর্পণ করিয়া ছিলেন। পূর্ব্বকালে সুমালী নামে এক মহাবল রাক্ষস ছিল। সে বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধ করিয়া হতসৈন্য ও পরাজিত হইল এবং স্বীয় প্রাণ

রক্ষার্থ রসাতলে প্রবেশ করিল। অনন্তর কদাচিৎ সেই সুমালী রাক্ষস মর্ত্যলোকে প্রবেশ করিল, এবং গগণ-পথে পুষ্পক বিমানারূঢ় ধনেশ্বরকে গমন করিতে দেখিল। তাঁহাকে পরম শ্রীদ্বারাদেদীপ্যমান ও সাক্ষাৎ তেজঃ স্বরূপ অবলোকন করিয়া রাক্ষস চিন্তা করিল,—কি করিলে শ্রেয়ঃ হয় ও কিসেই বা আমরা এইরূপে বর্দ্ধিত হই? অনন্তর সেই নিশাচর নারদকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এই মহাকায় ব্যক্তি বিমানারোহণপূর্ব্বক কে যাই-তেছে এবং কাহারই বা পুত্র? নারদ রাক্ষসকে কহি-লেন, মহাত্মা ব্রহ্মার পৌত্র বিশ্রবা নামক মুনির আত্মজ নাম কুবের। ইনি পুষ্পক রথে আরূঢ় হইয়া পিতার নিকটে যাইতেছেন। ভগবান্ বেধাঃ ইহাঁকে বাসার্থ লঙ্কা নামে পুরী প্রদান করিয়াছেন। রাক্ষস নারদের নিকট এই কথা শ্রবণ করিয়া চিন্তা করিল,—আমার বরবর্ণিনী কন্যা নৈকষীকে বিশ্রবার করে সমর্পণ করাই কর্ত্তব্য। ইহা স্থির করিয়া, নিশাচর তনয়াকে আনাইয়া কহিল,—হে পুত্রি! তুমি আমার বচনানুসারে বিশ্রবাঃ মুনিকেই ভজনা কর ও তাঁহার ঔরসে কুবেরসমতেজাঃ বহু পুত্র উৎপাদন কর। হে শোভনে! এক্ষণে পুলস্ত্যাত্মজ বিশ্রবার নিকট যাইয়া তাহাঁকে ভজনা কর। নিশ্চিতই তোমার কুবের সদৃশ অনেক পুত্র হইবে। অনন্তর নৈকষী পিতৃগৌরব রক্ষার্থ মুনিবর বিশ্রবার আশ্রমপদে উপ-স্থিত হইল। ঋষি সমাধিস্থ থাকায় রাক্ষসীকে দেখিতে পাইলেন না। রাক্ষসী ঋতুকালেই তথায় গিয়াছিল ও দেব কার্য্যোচিত সমিৎ পুষ্প কুশাদি আহরণ ও গৃহমার্জ্জন

করত ভক্তিপূর্ব্বক মুনির সেবা করিতে লাগিল। ঋতুর দশম দিনে যখন নিশাচরী মুনির সমীপে সেবায় নিযুক্তা আছে, সেই সময়েই তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইল। অনন্তর তিনি কহিলেন,—হে মহাভাগে! তুমি কে, কাহার পত্নী এবং এখানে কি প্রয়োজনে আসিয়াছ, আমাকে যথার্থ বল। অনন্তর সেই কন্যা কৃতাঞ্জলিপুটে উত্তর করিল,—হে ব্রহ্মন্! আমি রাক্ষসী, নাম নৈকষী, পিতার আজ্ঞানুসারে এখানে আসিয়াছি। আমি যে জন্য আসিয়াছি, তাহা আপনি তপোবলেই জানিতে পারেন, সুতরাং আমাকে জিজ্ঞাসা করাই বাহুল্য। অনন্তর মুনিবর ধ্যান দ্বারা সমস্ত তত্ত্ব অবগত হইলেন ও কহিলেন,—হে পৃথু শ্রোণি! আমি তোমার মনোভাব জানিয়াছি। হে গজেন্দ্র গামিনি! তুমি আমার ঔরসজাত সন্তান বাঞ্ছা করিয়া আসিয়াছ? তুমি অতি ঘোর বেলায় আসিয়াছ এই নিমিত্ত মহাঘোর পুত্র লাভ করিবে। হে শুভে! তোমার ঋতুর নয় দিবস অতিবাহিত হইয়াছে, অদ্য দশম দিবস উপস্থিত, এই জন্য দারুণ দশানন দশকন্ধর বিংশতি নেত্র ও ভুজ যুক্ত মহাকায় পুত্র জন্মিবে। নৈকষী কহিল,—হে ভগবন্! আমি ঈদৃশ সন্তান প্রার্থনা করি, যে মহাবলপরাক্রম ও স্ববংশীয়সমস্তগুণসম্পন্ন হয়। হে রাজন্! বিশ্রবা ঋষি তাহা শ্রবণ করত "তথাস্তু" বলিয়া রাক্ষসীর সহবাসে নিরত হইলেন। তাহা হইতেই লোকপীড়ক রাবণের উৎপত্তি হইল।* রাবণের জন্মমাত্রেই শিবাগণ অশিব ধ্বনি করিতে লাগিল; ক্রব্যাদকুল অপসব্য পরিক্রম করিল।

এইরূপ মেঘ হইতে রক্তবৃষ্টি, পৃথিবীতে উল্কাপাত ও ভূমিকম্প হইতে লাগিল। সূর্য্য নিষ্প্রভ হইল, প্রচণ্ড বাত্যা বহিতে লাগিল, সমুদ্র সংক্ষুব্ধ হইল এবং গ্রহগণ পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিল। মুনি পুত্রের নাম দশগ্রীব রাখিলেন। পুনরায় সেই নিতম্বিনী পুত্র কামনা করিয়া মুনির সেবা করিতে লাগিলেন,—তাহাতে দিগ্ব্যাপী বৃহৎকায় কুম্ভকর্ণ উদ্ভূত হইল। অনন্তর কনিষ্ঠ তনয় ধর্ম্মাত্মা বিভীষণের জন্ম হইল। সেই মহাসত্ত্ব জন্মিলে পুষ্পবৃষ্টি ও স্বর্গ হইতে দুন্দুভি নাদ হইতে লাগিল। দশ দিক্ প্রসন্ন হইল ও "সাধু সাধু" এইরূপ দৈববাণী হইতে লাগিল। সেই দশগ্রীব ও কুম্ভকর্ণ উভয় ভ্রাতা সকলকে উত্ত্যক্ত করত সেই মহারণ্যেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কুম্ভকর্ণ তথায় ব্রাহ্মণগণকে ভক্ষণ ও মহর্ষি-দিগকে পীড়ন করত বিচরণ করিতে লাগিল। কিন্তু ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ নিত্য ধর্ম্মচর্য্যাতেই নিযুক্ত রহিলেন। একদা ধনে-শ্বর কুবের পিতার শ্রীচরণ দর্শনার্থ তথায় সমাগত হইলেন। নৈকষী তাহাকে দেখিয়া, স্বপুত্র রাবণকে কহিল,—হে অমিতবিক্রম দশগ্রীব! তুমি যাহাতে অগ্রজ কুবেরের সম-পদস্থ হইতে পার সেই রূপ চেষ্টা কর। মহাবল দশানন মাতার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধের সহিত কহিল, হে মাতঃ! দুখিতা হইও না; আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, যে তপস্যা দ্বারা কুবের অপেক্ষা ও উন্নত পদবীতে আরোহণ করিব। হে রাজেন্দ্র! সেই কোপে দশানন ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত দুষ্কর তপস্যা করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। অনন্তর গৌতমাশ্রমে অবস্থিতি পূর্ব্বক অনাহারে সহস্রদেববর্ষব্যাপী তপঃ করিতে লাগিলেন। এইরূপে বর্ষ সহস্র অতীত হইলে

স্বীয় মস্তকচ্ছেদন করিয়া অগ্নিতে হোম করিতে লাগিলেন। এই প্রকারেই নয় সহস্র বৎসর এক একটি করিয়া নয়টি মস্তক অগ্নিতে প্রবিষ্ট হইল। দশম সহস্র বর্ষে দশম মস্তকটিও ছেদন করিতে উদ্যত হওয়াতে ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া তথায় আসিয়া কহিলেন,—হে দশগ্রীব! এক্ষণে বর গ্রহণ কর, আর তপঃশ্রমে আবশ্যক নাই। অনন্তর দশানন কহিলেন, প্রাণীদিগের মৃত্যুর ভয়ই প্রধান, অতএব আমাকে অমরত্ব প্রদান করুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—তোমার এই প্রার্থনা সিদ্ধ হইবে না, তবে প্রকারান্তরে অমরতুল্যই হও। রাবণ কহিলেন,—যদি সর্ব্বথা অমরই না হইলাম, তবে আমি যে বর প্রার্থনা করি, তাহা প্রদান করুন। আমি যেন সুরাসুর পক্ষিরাজ যক্ষরক্ষঃ ইহাদের বধ্য না হই। অন্যান্য জন্তু সম্বন্ধে আমার কোন চিন্তা নাই, কারণ মনুষ্যাদি প্রাণীকে আমি তৃণবৎ মনে করি। যদি আমি তাহাদের হস্তে অবধ্য হইতে বর প্রার্থনা করি, তবে আমি উপহাসাস্পদ হইব! প্রজাপতি তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন এবং আশী-র্ব্বাদ করিলেন,—যে তোমার অগ্নিতে প্রদত্ত মস্তক গুলি পুনঃ স্কন্ধে লগ্ন হউক, এবং উহা কেহ ছেদন করিলেও অক্ষয় ভাবে পুনঃপুনঃ তোমার স্কন্ধে লগ্ন হইবে। হে রাক্ষস তুমি আমার অনুগ্রহে, যখন যে রূপ গ্রহণ বা পরিবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা কর, তাহাই পারিবে। অনন্তর বিভীষণকে কহিলেন, হে ধর্ম্মাত্মন্! আমি প্রীত হইয়াছি, বর গ্রহণ কর। বিভীষণ কহিলেন, হে জগদ্গুরো! বিপদে পতিত হইয়া ব্যাকুল হইলেও যেন আমার মতি ধর্ম্মমার্গ অতিক্রম না করে, ও গুরূপদেশ ব্যতিরেকেও যেন আমার ব্রহ্মাস্ত্র শিক্ষা

হয়, সকল আশ্রমেই আমাকে এই বর ও ধর্ম্ম প্রদানে অঙ্গীকার করুন। ব্রহ্মা কহিলেন, হে মহাভাগ! তুমিই যথার্থ ধার্ম্মিক, তোমার অধর্ম্মে আসক্তি নাই। তোমার প্রার্থিত বর স্বতঃ সিদ্ধ; তুমি যাহা বলিলে; সকলই হইবে, অধিকন্তু তোমাকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অমরত্ব প্রদান করিলাম। বিভীষণকে ইহা বলিয়া, ব্রহ্মা ঘোর তপস্যায় নিরত কুম্ভ-কর্ণের নিকট বর প্রদানার্থ উপস্থিত হইলেন। অনন্তর দেব-গণ তথায় উপগত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন,— হে ব্রহ্মন্! আপনি অবগত আছেন, যে এই রাক্ষস কিরূপে লোকসমূহকে উদ্বেজিত করিতেছে! ঐ দুর্জ্জয় নিশাচর স্বর্গে সাতটি অপ্সরা ও বহুতর ঋষি এবং মনুষ্য ভক্ষণ করি-য়াছে। হে কমলাসন! এই নিমিত্ত উহাকে নিদ্রা বর প্রদান করুন, নতুবা সমস্ত লোকের উচ্ছেদ সাধন করিবে। এই অনুরোধে ব্রহ্মা সরস্বতীকে কহিলেন, দেবি ভাবিনি! তুমি ঐ দুরাত্মার জিহ্বায় আবির্ভূতা হও এবং দেবগণ যাহা বলেন, সেই বাক্য প্রতিপালন কর। অনন্তর বাণী ব্রহ্মাকে প্রণাম পূর্ব্বক নিশাচরের শরীরে প্রবিষ্ট হইলেন এবং বেধাও রাক্ষসকে বর গ্রহণে অনুরোধ করিলেন। পরে কুম্ভকর্ণ হৃষ্ট-চিত্তে প্রজাপতির নিকট বর প্রার্থনা করিল যে দেব বর্ষ সহস্রব্যাপিনী নিদ্রাই আমার অভীপ্সিত এবং ষণ্মাসান্তে এক দিন ভোজন করিতে ইচ্ছা করি। ব্রহ্মা "তথাস্তু" বলিয়া দেবগণের সহিত সেই স্থানেই অন্তর্দ্ধান করিলেন। দেবী সরস্বতী কর্ত্তৃক মুক্ত হইয়া সেই নিশাচর আপনাকে নিন্দা করতঃ বারম্বার অনুতাপ করিতে লাগিল। আত্ম নিন্দা করতঃ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মধ্যে মধ্যে ভূপতিত হইতে লাগিল।

সুনন্দ কহিলেন,—সুমালী অবগত হইল, দৌহিত্রগণ দেব বরে লব্ধ-মনোরথ হইয়াছে, ইহাতে নির্ভয়ে অনুচর গণের সহিত রসাতল হইতে উত্থিত হইল এবং দশগ্রীবের সমীপে গিয়া আলিঙ্গন পূর্ব্বক এই বাক্য কহিল, বৎস! দেবগণের ভয়েই আমরা পাতালে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম; ইদানীং তোমার ভাগ্যবলেই আমাদেরও মনোরথ সফল; আমরা নিঃশঙ্কভাবে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে পারিব। এই লঙ্কা নগরী আমাদেরই ছিল; এখানে কেবল রাক্ষসেরই নিবাস ছিল। এক্ষণে তোমার ভ্রাতা মহাবল ধনদই ইহার অধিপতি। তুমি সাম, ভেদ বা বলপ্রয়োগ যে কোন উপায়ে হউক, তাহার হস্ত হইতে এই পুরী গ্রহণ করিতে পারিলেই তোমার পৌরুষ প্রকাশ পায়। তুমিই লঙ্কেশ্বর হইয়া আমাদিগকে পালন কর। দশানন মাতামহকে কহিলেন, কুবের আমাদিগের গুরু, কারণ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতার তুল্য। তাহাতে প্রহস্ত রাবণকে বলিলেন, হে বীর! তোমার এ বাক্য শোভা পায় না, কারণ জীবগণের মধ্যে সৌভ্রাত্র অতি বিরল। দিতি ও অদিতি দুই ভগিনী কশ্যপ মুনির সহধর্ম্মিণী; দিতির পুত্রগণ দৈত্য ও অদিতি দেবগণের জননী। কিন্তু দেবাসুরের যুদ্ধে যেমন শক্রতা জন্মে, সেইরূপ আবার উরগ কুলের সহিত গরুড়েরও বৈরসংঘটন হয়। ইহাদের সৌভ্রাত্র কোথায় রহিল? অতএব দেবগণ প্রথমে যেরূপ আচরণ করিয়াছেন, তুমি এক্ষণে তাহার বিপর্য্যয় করিও না, আমার এই বাক্য গ্রহণ কর। তচ্ছ্রবণে দশগ্রীব প্রহস্তকে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া কহিলেন,—তুমি গিয়া কুবেরকে বল, যে পূর্ব্বে এই লঙ্কাপুরী রাক্ষসগণের নিবাস ভূমি

ছিল। কোন দৈব ঘটনায় তাঁহারা ইহা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; কালক্রমে পুনরায় তাঁহারা এখানে বাস করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। অতএব এস্থলে আর তোমার অবস্থান করা শোভা পায় না। হে মহারাজ! প্রহস্ত রাবণের এই আদেশ পাইয়া, বৈশ্রবণের নিকট গমন করতঃ যথাযথ সেইরূপ সমস্ত নিবেদন করিল। কুবের কহিলেন,—আমি জানি, ব্রহ্মার বরে সেই মদীয় ভ্রাতা মহাবলপরাক্রম বীর হইয়াছে। এক্ষণে পিতাকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি যাহা বলিবেন, তাহাই করা যাইবে। এইরূপ উত্তর করিয়া, বৈশ্রবণ পিতার নিকটে গিয়া বলিলেন,—পিতঃ! দুর্জ্জয় দশানন বলপূর্ব্বক লঙ্কা গ্রহণে অভিলাষী হইয়াছে। সম্প্রতি কি করা কর্ত্তব্য আজ্ঞা করুন। বিশ্রবাঃ কহিলেন,—সেই রাক্ষস বিধাতার নিকট হইতে লব্ধকাম হইয়া অপরাজেয় হইয়াছে। কখন কখনও আমার বাক্যও সানন্দে প্রতিপালন করে না। হে মহাভাগ! যদি তুমি সামপূর্ব্বক দশাননকে লঙ্কা না ছাড়িয়া দেও, তবে সেই দুর্ম্মদ বল প্রয়োগেও গ্রহণ করিবে। অতএব বৎস! সর্ব্বসুখপ্রদা লঙ্কা পরিহার কর ও সম্প্রতি স্বীয় অনুচরগণের সহিত কৈলাসে গমন কর। তথায় তোমার বাসযোগ্য অলকা নামে নগরী আছে। শম্ভুর সহিত তোমার সখ্য থাকায় তিনিও ইহাতে অনুমোদন করিবেন। পিতা এইরূপ বলিলে, ধনেশ্বর তৎক্ষণাৎ লঙ্কা ত্যাগ করিয়া, ধার্ম্মিকবর দিক্‌পতি কুবের অলকায় বাস করিলেন। মহারাজ! তাহার পূর্ব্বদিকেই কৈলাস নামে পর্ব্বত। তথায় ঐশানী পুরীতে শম্ভু অবস্থিতি করেন। রুদ্রভক্ত তপোধনগণ, কশ্যপের পুত্র একাদশ রুদ্র এবং

শিবের অনুচর ভীমনাদী ভৈরবসমূহও তথায় সতত বাস করেন। তাঁহারা মহাদেবী উমার সহিত সঙ্গত সেই মহেশকে সেবা করেন। মহারাজ! এই সেই সৌখ্যপ্রদ অষ্ট পুরীর বিষয় কথিত হইল। যাঁহারা এই সমূহের ইতিহাস শ্রবণ করেন, তাঁহারা ক্রমশঃ ঐ সকল পুরীতে গমন করেন। অতঃপর তদূর্দ্ধে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহাদের বর্ণনা করিতেছি। তাহার ঊর্দ্ধে চন্দ্রলোক, যেখানে চন্দ্রমাঃ বিরাজমান আছেন। যাঁহারা শ্রদ্ধার সহিত চান্দ্রায়ণ ব্রত করেন, সুধাসম্ভোগের নিমিত্ত তাঁহারা সেই স্থানে নীত হন। যাঁহার পীযূষবর্ষী করে জগৎ আপ্যায়িত হয়, তিনি বুধের পিতাও তাঁহা হইতেই প্রসিদ্ধ চন্দ্রবংশের উৎপত্তি হইয়াছে। ভরত কহিলেন,—এই অমৃতময় দেবই আমাদিগের বংশকর্ত্তা। অতএব এই মহাতেজাঃ কাহার পুত্র, তাহা বিবৃত করিয়া আমার অজ্ঞতা নিরাকরণ করুন।

সুনন্দ কহিলেন,—ব্রহ্মার মানসপুত্র অত্রি নামে মহাতপাঃ জন্মিয়াছিলেন। তিনি প্রজা সৃজনোৎসুক হইয়া তিন সহস্র দেববৎসরব্যাপিনী কঠোর তপস্যাচরণ করিয়াছিলেন, এইরূপ শুনা গিয়াছে। অনন্তর তাঁহার রেতঃ সোমত্ব প্রাপ্ত হইয়া ঊর্দ্ধ আক্রমণ করিল; তাহার নেত্রযুগলপ্রভায় দিক্ সমূহ দশধা দ্যোতিত হইতে লাগিল। ব্রহ্মার আদেশে সেই গর্ভ দশ দিগেদবী ধারণ করিলেন। মহারাজ! সঙ্গম মাত্রেই দেবীগণ অশক্ত হইলেন এবং যখন আর সেই গর্ভ ধারণ করিতে পারিলেন না, তখন সেই দিঙ্‌নারীগণের সহিতই উহা ভূতলে পতিত হইল। ব্রহ্মা চন্দ্রকে পতিত দেখিয়া লোক সমূহের হিতকামনায় তাহাকে রথে আরোহণ করা-

ইলেন; অনন্তর প্রজাপতি সাগরান্ত পৃথিবী তাহাকে এক বিংশতি বার প্রদক্ষিণ করাইলেন। তাহারই বিস্রুত তেজঃ পৃথ্বীগত হইয়া ঔষধি সকল উৎপন্ন হইল। সেই ঔষধি দ্বারাই জগৎ সংরক্ষিত হইতেছে। সেই চন্দ্র ব্রহ্মা কর্ত্তৃক লব্ধ-তেজাঃ হইয়া স্বয়ং বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি অশ্বিনী প্রভৃতি সপ্তবিংশতি দক্ষদুহিতার পাণিগ্রহণ করিলেন; কিন্তু তাহাদিগের গর্ভে কোন অপত্য জন্মিল না। মহারাজ! দক্ষশাপে সুধাংশুর ক্ষয়রোগ জন্মিয়াছিল। ভরত কহিলেন, যদি চন্দ্রের পুত্রই না হইয়া থাকে, তবে সোমবংশের উদ্ভব কিরূপে হইল? আপনিই বলিয়াছেন, তাঁহার বুধনামে তনয় আছে। সুনন্দ কহিলেন, ব্রহ্মা যখন সুধাকরকে দ্বিজগণও ঔষধিসমূহের আধিপত্যে অভিষিক্ত করিলেন, তখনই ঐ ধীমান্ রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছিল। সেই যজ্ঞ হইতে পরম সুন্দরবপুঃ এক পুরুষ উদ্দীপ্ত হইল। সেই পুরুষপ্রধান সমস্ত সমাগত সুরনারীকে মোহিত করিয়াছিল। তদ্দর্শনে দেববর্গ স্ব স্ব ভামিনীকে লইয়া স্পর্দ্ধার সহিত প্রস্থান করিল। কিন্তু চন্দ্রমাঃ বলাৎকারপূর্ব্বক তারাকে গ্রহণ করিয়া সদর্পে রমণ করিলেন। রাজন্! সেই সূত্রেই পূর্ব্বকালে দেবাসুরের যুদ্ধ হইয়াছিল। ঐ যুদ্ধে অসুরগণ চন্দ্রের পক্ষ অবলম্বন করিলেন; এবং দেববর্গ বৃহস্পতির পক্ষস্থ হইলেন। অনন্তর সৃষ্টিপতি তাঁহার প্রজাক্ষয় দর্শন করিয়া সেই ভয়ঙ্কর সমর হইতে সকলকে নিরস্ত করিলেন। পরস্ত্রী তারাকে পরিত্যাগার্থ প্রজাপতি চন্দ্রকে অনুরোধ করিলেন এবং স্বপত্নী মহাভাগা দক্ষকন্যাগণকে গ্রহণ করিতে কহিলেন। অনন্তর চন্দ্রমাঃ তারাকে পরিত্যাগ করিলে,

বৃহস্পতি তাহাকে গ্রহণ করিলেন। তৎপরে সেই তারা এক অপ্রতিম রূপবান্ দীপ্তিশালী সন্তান প্রসব করিল। সেই সন্তানটি দেখিয়া মদ্গুরু চন্দ্র কহিলেন,—এটি আমারই আত্মজ। পরে দেবতারা তারাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহার ঔরসে এই সন্তান উদ্ভূত হইয়াছে যথাযথ বর্ণন কর। তাহাতে তারা লজ্জা বশতঃ কিছুই না বলায়, ব্রহ্মা তাহাকে কহিলেন, নির্জ্জনেই বল। অনন্তর তারা রহস্যে "চন্দ্রের" এই উত্তর করিল। এইরূপে বুধ চন্দ্রের পুত্রই অবধারিত হইলেন। মহারাজ পুরূরবা সেই বুধের বংশধর।

ভরত কহিলেন, হে মহাত্মন্! শ্বশুর হইয়া দক্ষ প্রজাপতি কি নিমিত্ত জামাতা চন্দ্রকে অভিশাপ করিলেন, তাহা বর্ণন করিয়া আমার কৌতূহল পরিতৃপ্ত করুন।

সুনন্দ কহিলেন,—বিধু অশ্বিনী আদি সপ্তবিংশতি দক্ষ কন্যার পরিণয়সূত্রে একত্র বদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি একমাত্র রোহিণীতেই প্রেমে আসক্ত হইয়াছিলেন। তাহাতে অন্যান্য কন্যাগণ দুঃখিত হইয়া পিতার নিকট গিয়া অভিযোগ করিল। দক্ষ তচ্ছ্রবণে চন্দ্রকে আহ্বান করত কহিলেন,—হে মানদ! তুমি আমার সকল দুহিতাকেই সম প্রেমে ভজন কর। কিন্তু নক্ষত্রপতি তাঁহার বাক্যে অবহেলা করিয়া পূর্ব্ববৎ রোহিণীর প্রেমে বদ্ধ হইলেন। তাহা বিদিত হইয়া, দক্ষ সকোপে অভিশাপ দিলেন,—"চন্দ্র অনপত্য ও যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত হইয়া ক্ষীণরেতাঃ হউক"। অনন্তর পতিকে ক্ষয়গ্রস্ত ও হীনবীর্য্য দেখিয়া পত্নীগণ একত্রে পিতার শরণাগত হইয়া কহিল,—পিতঃ! আমাদিগের স্বামী ক্রমেই ক্ষীণ হইতেছেন। পতিবিরহে চিরসুখে জলাঞ্জলি দিয়া আমরা

কিরূপে জীবন ধারণ করিব? দক্ষ বলিলেন, আমার শাপ অন্যথা হইবার নহে। তবে মাসের মধ্যে চন্দ্র কালাপরিমাণে ক্রমে ক্রমে একপক্ষ বৃদ্ধি ও একপক্ষ ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। এইরূপে শাপ ও বর প্রদত্ত হইল। বিধু তদনুসারে ক্ষয়বৃদ্ধিশীল হইয়া আকাশে প্রকাশিত হইতেছেন।

মহারাজ! তাহার ঊর্দ্ধদেশে নক্ষত্রলোক কথিত হইয়া থাকে। তথায় সেই সকল শ্রীমতী দক্ষকন্যা রশ্মিজাল বিস্তার করত বাস করেন। তাঁহাদের পরিবারবর্গ ও সেইরূপ দীপ্তির সহিত সেইখানে অবস্থিতি করেন। নক্ষত্রপূজাকালে নক্ষত্রব্রতাচারী ব্যক্তিগণ নক্ষত্রতুল্য প্রভান্বিত হইয়া তারালোকে বাস করেন।

হে নরনাথ! তদূর্দ্ধে বুধের স্থান উক্ত হয়। তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত ইতিপূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। বুধ গ্রহ তাঁহার স্বলোকে স্থান দানে অধিকারী।

রাজন্! তৎপরে শুক্রলোক, শুক্রের প্রভায় দ্যোদিত হইতেছে। এই মহাগ্রহ দানব ও দৈত্যগণের গুরু। ইনি বর্ষসহস্র দুঃসহ কলধূম পান করিয়া মহাদেবের নিকট মৃতসঞ্জীবনী মহাবিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। সুরাচার্য্য বৃহস্পতি ও এই দুষ্কর বিদ্যা অবগত নহেন। কেবল মহাদেব মৃত্যুঞ্জয়, স্কন্দ, পার্ব্বতী ও গজাননই ইহা জানিতেন। শুক্র ভৃগুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহাঁর আর এক নাম ভার্গব। এই গ্রহরাজ কুবেরের বিত্ত মায়াদ্বারা হরণ করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত মহাদেব ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হই-

য়াছিলেন। তাহাতে ভার্গব মহেশের উদরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। সদাশিবের ও ক্রোধ অপনীত হইল, এবং কহিলেন,—রে দুর্ম্মতি ভৃগো! শিশ্ন দ্বার দিয়া নির্গত হ! শুক্র তাহাই করিল, কিন্তু তাহাতে মহাদেব পুনঃ ক্রুদ্ধ হইলেন। অতএব হে রাজন্! যাহাঁরা শুক্রকে নিরুদ্ধ করিয়া তপস্যা করেন, তাঁহারা শুক্রলোকে গিয়া তাঁহার সহবাসে পরমানন্দে অবস্থান করেন।

তৎপরে অঙ্গারক লোক; তথায় মহীসুত মঙ্গল বাস করেন। এই ভূসুতের জন্ম যে প্রকারে হইয়াছে, তাহা পশ্চাৎ অভিহিত হইতেছে। পুরাকালে ভ্রমণ করিতে করিতে বিষ্ণুর এক বিন্দু ঘর্ম্ম পতিত হইল। তাহাতে এক লোহিতাঙ্গ মহান্ কুমার ভূমিতল হইতে উদ্ভূত হইল। হে নরেশ্বর! স্বীয় অঙ্কে উৎপত্তি হেতু মেদিনী স্নেহ বশতঃ লালনাদি দ্বারা বালকটিকে বর্দ্ধিত করিলেন। অনন্তর বালক তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মার আরাধনা করিয়া গ্রহত্বলাভ করিল।

অতঃপর দেবাচার্য্য বৃহস্পতির স্থান। তিনি প্রজা সিসৃক্ষু হইয়া সানন্দে আত্মসদৃশ সাতটি মানস পুত্র উৎপাদন করিলেন। মরীচি অত্রি অঙ্গিরাঃ প্রভৃতি সকলেই সৃষ্টিপ্রবর্ত্তক। প্রজাপতি অঙ্গিরার প্রাণসম প্রিয় সর্ব্বসল্লক্ষণান্বিত এক পুত্র হইয়াছিল।

মহারাজ! তাহার উর্দ্ধে মহাত্মা সৌরির স্থান। মরীচির ঔরসে কশ্যপের জন্ম; কশ্যপের পুত্র বিভাবসু। প্রজাপতি ত্বষ্টার কন্যা তাঁহার ভার্য্যা হইল। রূপাতিশয় নিবন্ধন সেই বালা পতির প্রেমলাভ করিয়াছিল। সংজ্ঞা-

নাম্নী সেই রমণী সুদীপ্ত তপঃসমন্বিতা হইয়াছিল। এই জন্য বিশ্বসন্তপ্তকারী সূর্য্যদেবের তেজঃ সেই সংজ্ঞাই সহ্য করিতে পারিত। তেজোনিধি আদিত্য সংজ্ঞার গর্ভে বৈবস্বত মনুশ্রেষ্ঠ, যম এই দুই পুত্র এবং যমুনা নামে সুলোচনা এক কন্যা উৎপাদন করিলেন। অনন্তর সংজ্ঞা আর ভগবান্ অংশুমালীর প্রখর তেজোময় রূপ তাদৃশ সহ্য করিতে পারিত না। সেই জন্য স্বয়ং আত্ম-সদৃশী মায়াময়ী ছায়ার সৃষ্টি করিল। তখন কৃতাঞ্জলি ও প্রণত হইয়া ছায়া সংজ্ঞাকে কহিল,—আমি আপনার আজ্ঞাকারিণী, কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন।

অনন্তর সংজ্ঞা ছায়াকে কহিলেন, হে সবর্ণে! তুমি আমার বাক্য শ্রবণ কর। আমি পিতৃভবনে গমন করিব, তুমি আমার আজ্ঞায় নিঃশঙ্কহৃদয়ে কএক দিন আমার গৃহে বাস কর। এই মনু এবং যমও যমুনা নামে যমজদ্বয়কে স্বীয়াপত্যনির্ব্বিশেষে পরিদর্শন ও পালন করিবে। আর এই সংবাদ কদাচ স্বামীর নিকটে প্রকাশ করিও না। ইহা শুনিয়া ছায়াদেবী ত্বষ্টৃতনয়াকে কহিলেন,—আপনি যথেচ্ছাগমন করুন, আমি শাপদান ও কেশাকর্ষণ করিতে উদ্যত না হইলে, কোন কথাই প্রচার করিব না। এইরূপে সংজ্ঞাদেবী ছায়াকে গৃহে রাখিয়া পিত্রালয়ে গমন করিলেন। তথায় গিয়া কহিলেন,—পিতঃ! আমি তোমার জামাতা মহাত্মা কশ্যপাত্মজের তেজঃ আর সহিতে পারি না। তাহা শ্রবণ করিয়া, তিনি কুপিত হইয়া কন্যাকে ভৎর্সনা করিলেন এবং পুনঃ পুনঃ স্বামিসমীপে যাইতে আদেশ করিলেন। সংজ্ঞা নিতান্ত চিন্তাযুক্তা হইয়া আপনিই

আপনাকে নিন্দা করিলেন। হায়! স্ত্রীগণের কখনই কুত্রাপি স্বাধীনতা নাই! স্বাতন্ত্র্যহীন জীবনেই ধিক্! শৈশবে, যৌবনে, অন্তে, পিতা ভর্ত্তা ও পুত্রগণের নিকট স্ত্রীলোকের সদাই ভয়! আমি ভর্ত্তৃগৃহ ত্যাগ করিয়া, নিতান্ত মূঢ় ও দুর্ব্বৃত্তের কার্য্য করিয়াছি। এক্ষণে অনুমত না হইলেও তথায় যাওয়া যায় না। সেখানে আমার সমরূপা ছায়া পূর্ণমনোরথ হইয়া আছে। যদি এখানে থাকি, তবে পিতা তিরস্কার করিবেন। কিন্তু মূঢ়তা বশতঃ ভর্ত্তৃগৃহ নষ্ট হইলে, তদপেক্ষা ক্লেশকর আর কি আছে? আমার প্রথম বয়স, ত্রৈলোক্যকাঙ্ক্ষিত চারু রূপ, সর্ব্বাভিভবকারি স্ত্রীত্ব, নির্ম্মল কুল, এবং তাদৃশ তমোহর সর্ব্বজ্ঞ লোকচক্ষুঃস্বরূপ সর্ব্বত্রসঞ্চর সর্ব্বদা সর্ব্বকর্ম্মের সাক্ষীভূত পতি, অতএব আমার মঙ্গল কিরূপে হইবে? এই রূপ চিন্তা করিয়া সংজ্ঞা এক ঘোটকী হইয়া চরিতে চরিতে উত্তর কুরু গমন করিল। অনন্তর তপোবলে স্বামীর তেজঃ সহ্য করিতে পারি, এইরূপ কামনা করিয়া, পতিকে হৃদয়ে লক্ষ্য রাখিয়া, তপস্যা করিতে লাগিল। এ স্থলে সূর্য্যদেব ছায়াদেবীকেই সংজ্ঞা মনে করিয়া তাহার গর্ভেই মনুশ্রেষ্ঠ সাবর্ণিকে উৎপাদন করিলেন।

পুনশ্চ সবর্ণা দ্বিতীয় গর্ভে শনৈশ্চর নামে পুত্র ও তৃতীয় বারে ভদ্রা নাম্নী কন্যা প্রসব করিলেন। নারীস্বভাব সুলভ সাপত্ন্যভাব নিবন্ধন সবর্ণাদেবী স্বীয় অপত্যের প্রতি যেরূপ স্নেহ করিতে লাগিলেন, পূর্ব্বজগণের প্রতি সেরূপ করিতেন না। খাদ্য অলঙ্কার লালনাদি সম্বন্ধে জ্যেষ্ঠ মনু উপেক্ষা করিতেন, কিন্তু যম কনিষ্ঠদিগের

অধিক সমাদর সহ্য করিতেন না। একদা রোষপরবশ হইয়া যম সবর্ণাকে পদোত্তোলনপূর্ব্বক তর্জ্জন করিলেন। তাহাতে সাবর্ণির জননী দুঃখিত হইয়া তাহাকে অভিশাপ দিলেন, যে হে বৎস! তুমি হননার্থ আমার প্রতি যে পাদ উত্থাপিত করিলে, তাহা অচিরাৎ পতিত হউক। যম মাতৃশাপে পরিত্রস্ত হইয়া, পিতার সমক্ষে গিয়া সমস্ত নিবেদন পূর্ব্বক পরিত্রাণ প্রার্থনা করিতে লাগিল। এবং কহিল,--মাতার সমস্ত সন্তানেই সমভাব থাকা উচিত, কিন্তু অস্মদীয় জননীর তাহা নাই। আমি তাঁহার প্রতি পদোত্তোলন করিয়াছি বটে, কিন্তু আঘাত করি নাই। আমি বালত্ব বা মোহবশতঃ যে অপরাধ করিয়াছি, তাহা আপনি মার্জ্জনা করুন। মাতা আমার পাদ পতিত হইবে বলিয়া শাপ প্রদান করিয়াছেন। সূর্য্যদেব কহিলেন,—বৎস! পুত্রের সহস্র সহস্র অপরাধেও জননী শাপ দেন না। আমার বোধ হয়, এস্থলে অন্য কোন কারণ থাকিতে পারে। তুমি ধর্ম্মজ্ঞ ও সত্যবাদী, ইহাতেও যখন তিনি তোমাকে অভিশাপ দিয়াছেন, তখন এই মাতৃ-শাপ কুত্রাপি কেহ অন্যথা করিতে শক্ত নহে। কীটগণ এই পদ হইতে মাংস লইয়া মহীতলে গমন করিলেই শাপ চরিতার্থ হইবে এবং তুমিও ত্রাণ পাইবে। পুত্রকে এইরূপে আশ্বাস দিয়া রবি অন্তঃপুরে গেলেন। অনন্তর সবিতা ভার্য্যার প্রতি বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন,—অয়ি ভাবিনি! দেখ, পুত্র সকলই সমান, তবে সাবর্ণিপ্রভৃতির প্রতি কেন তুমি অধিক স্নেহ কর? দিনপতি জিজ্ঞাসা করাতে সবর্ণা কোন কথাই বলি-

লেন না। কারণ, তখন তাঁহার আত্মা সমাহিত ছিল না, সুতরাং কিছুই জানিতে পারেন নাই। অনন্তর ভগবান্ রবি শাপোদ্যত হইলে, ছায়া সকল বিবরণ যথাযথ প্রকাশ করিয়া ভর্ত্তাকে তুষ্ট করিলেন। কোন দোষ না পাইয়া, তিনি অভিশাপে নিরস্ত হইয়া, ত্বষ্টার (বিশ্বকর্ম্মা) নিকট গমন করিলেন। ত্বষ্টা নির্দ্দগ্ধকাম জামাতা কাশ্যপকে যথান্যায় সান্ত্বনা ও অর্চ্চনা করিলেন। অনন্তর তিনি সানন্দে কহিলেন,—দেখ, সংজ্ঞা তোমার তেজঃপ্রভাবে ভীত হইয়া বড়বা রূপে উত্তর কুরুতে গমন পূর্ব্বক অরণ্যে তৃণভোজন করিতেছে। অদ্য তোমার সেই ভার্য্যাকে দেখিতে পাইবে, কিন্তু বৎস! ক্রোধ করিও না। তুমি সর্ব্বভূতের অধৃষ্য, অতএব আমার কুন্দে কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করিয়া, গমন কর। এই বলিয়া, তাঁহাকে ভ্রমিযন্ত্রে আরোহণ করাইয়া, ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক তেজঃক্ষীণ করিলেন; তাহাতে সূর্য্য পূর্ব্বাপেক্ষা কান্ততর হইলেন। পরে সবিতা শ্বশুরের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তরকুরুর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। তথায় গিয়া, দেখিলেন সাক্ষাৎ তপোময়ী লক্ষ্মী তপশ্চর্য্যা করিতেছেন, ও বড়বারূপে বহ্নিশিখার ন্যায় শোভা পাইতেছেন। কেবল নীরস তৃণ মাত্র ভক্ষণেই জীবন ধারণ করিতেছেন। অনন্তর সেই হরি (সূর্য্য) অশ্বরূপিণী স্বস্ত্রীকে নিষ্পাপা জানিয়া হরির (অশ্ব) রূপে মুখের দ্বারাতাড়না করিতে লাগিলেন তাহাতে তিনি সবিতাকে পরপুরুষ আশঙ্কা করত ত্বরান্বিতা হইলেন এবং তাঁহার নাসিকারন্ধ্রযুগল হইতে শুক্রবমন হইয়া সূর্য্যদেবের দেহ স্পৃষ্ট হইতে লাগিল। তাহা হইতেই

অশ্বিনীকুমার নামে দুই ভিষক্ দেবতার উৎপত্তি হইল। তৎপরে দ্যুমণি সংজ্ঞাকে স্বীয় অনুরূপ রূপ প্রদর্শন করিলেন। তিনিও পরমরূপবান্ পতিকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্ত রপ্রিয়ম্বদ রবি রূপবতী প্রিয়া ত্বাষ্ট্রীকে প্রাপ্ত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। গৃহে আসিয়া পুত্রগণকে স্থানে স্থানে নিয়োজিত করিলেন। মনুকে সপ্তম মন্বন্তরের অধিপতি, যমকে সংযমনী পুরীর অধিনায়ক, সাবর্ণিকে অষ্টম মন্বন্তরপতি এবং শনৈশ্চরকে সর্ব্বোপরিস্থ গ্রহ করিলেন। দুহিতা যমুনার গুণে প্রীত হইয়া, ভগবান্ লোকচক্ষুঃ কহিলেন, বৎসে! তুমি তপশ্চরণ কর, প্রভু জনার্দ্দন তোমার কালে পাণিগ্রহণ করিবেন। সম্প্রতি নদীরূপিণী হইয়া অবস্থিতি কর। ভদ্রার ও সম্বরণের সহিত বিবাহ দেওয়া হইল। অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে দেব চিকিৎসক নিযুক্ত করিলেন। এইরূপে সূর্য্যতনয় শনৈশ্চর সেই লোকে কাহারও হিতসাধন করিতেন না। কিন্তু উক্ত মহাগ্রহ সমস্ত পুণ্যফল প্রদান করেন।

তৎপরে সকলের ঊর্দ্ধে সপ্তর্ষিমণ্ডল দৃষ্ট হইয়া থাকে। সৃষ্টি কর্ত্তা তথায় সাতটি ঋষিকে স্থাপন করিয়াছেন। মরীচিঅত্রি, পুলহ, পুলস্ত্য,ক্রতু,অঙ্গিরা এবং বশিষ্ঠ এই সাত জন ঋষিই ব্রহ্মার মানস পুত্র। ব্রহ্মবাদীরা ইহাঁদিকে সপ্ত প্রজাপতি বলিয়া থাকেন। সংভূতি, অনসূয়া, ক্ষমা, প্রীতি, সন্নতি, অরুন্ধতি ও লজ্জা এই সপ্ত লোকমাতা উক্ত ঋষিগণের পত্নী। এই মাতৃগণের তপোবলে ত্রিভুবন সংরক্ষিত হইতেছে। যে সকল ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণ সন্ধ্যাত্রয় উপাসনা করিয়া সাবিত্রী জপ করেন, তাঁহারা সেই লোকে বাস করেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

----০

সুনন্দ কহিলেন,--মহারাজ! স্বর্গ লোকের উপরি শ্রেষ্ঠ সনাতন ধ্রুবলোক অবস্থিত। তথায় ভুবনপাবন বৈষ্ণববর ধ্রুবই অধীশ্বর। সমস্ত তারা, গ্রহ, সপ্তর্ষিগণ, অন্যান্য জ্যোতির্ম্মণ্ডল এবং দেববৃন্দও এই লোক প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন। ভরত কহিলেন, হে দেবেন্দ্র! সেই পরম ধার্ম্মিক ধ্রুব মহাশয় কোন্ কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন? কিরূপে কোন্ তপস্যা দ্বারাই বা ইন্দ্রাদিদুর্লভ লোক প্রাপ্ত হইয়াছেন?

সুনন্দ উত্তর করিলেন,—রাজন্! যাহার শ্রবণমাত্র মনুষ্য সদ্যই বিষ্ণুভক্ততা লাভ করে, সেই পুণ্যতম কথা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। স্বায়ম্ভুব মনুর তনয় সুনয় সর্ব্বরাজগুণোপেত উত্তানপাদ নামে নরপতি ছিলেন। তাঁহার সুনীতি ও সুরুচি নামে দুই ভার্য্যা ছিল। সুরুচির গর্ভে সেই মহাত্মার উত্তম নামে জ্যেষ্ঠ পুত্র উৎপন্ন হইল। সুনীতি ও সর্বগুণসম্পন্ন কনীয়ান্ ধ্রুবকে প্রসব করেন। রাজা সুরুচির প্রেমেই আসক্ত হইয়াছিলেন; সুনীতির সংবাদই লইতেন না। মহারাজ! একদা ভুপতি সুরুচির সহিত এক মহামুল্য আসনে

আসীন হইয়া প্রেমভরে উত্তমকে লালন করিতে করিতে প্রেয়সীর অপাঙ্গ-তরঙ্গে ভাসমান হইতেছিলেন; সেই সময়ে ধ্রুব পিতাকে রাজসিংহাসনস্থ দর্শন করিয়া, তদীয় অঙ্কারোহণে উৎসুক হইয়া ক্রমশঃ নিকটে গমন করিল। অনন্তর নৃপতি ধ্রুবকে আসনে অর্দ্ধারূঢ় দর্শন করিয়া, "তাত, বৎস, পুত্র! আইস, আইস," এই রূপ অভিনন্দন করিতে লাগিলেন। রাজন্! তদ্দর্শনে সুরুচি ভূপতিকে বিষবৎ তীব্র কটাক্ষে যেন সংহার করিতে লাগিলেন। এবং ধ্রুবকে এই রূপ নিষ্ঠুর বাক্য কহিতে লাগিলেন, রাজাও স্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলেন।—বৎস ধ্রুব! তুমি কেন মহীপতির ক্রোড়ে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ? অতি দুর্ভগার জঠরে জন্ম গ্রহণ করিয়াও তোমার এত উচ্চাশা? ইহা তোমার বালসুলভ ঘোর মূঢ়তা সন্দেহ নাই। তুমি ইদৃশ কি সুকৃত করিয়াছ, যে এই সিংহাসনে আরোহণ করিতে পার? বৎস! তুমি যদি এই রাজাসন প্রার্থনা কর, তবে তপস্যা দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা পূর্ব্বক পুণ্য সঞ্চয় কর, এবং বহুসুকৃতলভ্য আমার গর্ভে জন্মলাভ করিতে চেষ্টা কর। দেখ, তোমারই ভ্রাতা উত্তমকে অঙ্কে লইয়া নৃপতি কেমন সুস্নিগ্ধ ও পরমানন্দে নির্বৃত হইয়াছেন। এইরূপে সুরুচি তাহাকে তিরস্কার করিলেন, ধ্রুবও পতনোন্মুখ অশ্রু সম্বরণ পূর্ব্বক ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া কিছুই উত্তর করিল না। মহীপতি ও মহিষীর প্রেমানুরোধে কিছুই বলিলেন না। পরে ধ্রুব পিতাকে প্রণাম পূর্ব্বক শোক অন্তর্নিরুদ্ধ করিয়া শৈশবসুলভ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করত অন্তঃপুরে গেল। অনন্তর সুনীতি

তনয়ের মুখপঙ্কজ ম্লান দেখিয়া ক্রোড়ে লইলেন ও অপমানিত ধ্রুবের সাদরে গাত্রমার্জ্জন করিয়া পুনঃপুনঃ মস্তকাঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে কিঞ্চিৎ বিষণ্ণবদনে জননী পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—বৎস ধ্রুব! অদ্য তোমার মুখচন্দ্র ম্লান দেখিতেছি কেন? তোমার কে কি অপ্রিয়সাধন করিয়াছে? মাতার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাজকুমার ধ্রুব রোদন করিতে লাগিল এবং পুনঃপুনঃ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করত মুখ হইতে কোন বাক্য নিঃসৃত হইল না। প্রসূতি কহিলেন, বৎস! রোদন করিও না, তোমার বিপ্রিয়কারণ কি, তাহা বল। নরপতি বর্ত্তমান থাকিতে, কে তোমাকে অপমানিত করিয়াছে? অনন্তর তিনি জল লইয়া নেত্রদ্বয়ের অশ্রুমার্জ্জনাপূর্ব্বক নির্ব্বন্ধ সহকারে জিজ্ঞাসা করাতে, ধ্রুব কহিতে লাগিল,—মাতঃ! আমি যাহা প্রশ্ন করি, প্রতারণাপূর্ব্বক তাহার মিথ্যা উত্তর দিবেন না। দেখুন ভার্য্যাত্বসম্বন্ধ যখন পরস্পর সমান, তখন সুরুচিই পিতার সমীপে প্রিয় কেন? মাতঃ! আপনিই বা কি জন্য মহারাজের প্রিয় নহেন? সেই রূপ আবার কুমারত্বও তো পরস্পর সমান, তবে উত্তম উত্তম ও আমি অনুত্তম কিসে হইলাম? সুরুচি সৌভাগ্যোদরা ও আপনি মন্দভাগ্যই বা কেন হইলেন? কিজন্য উত্তম নৃপাসনের যোগ্য ও আমি অযোগ্য? উত্তম কোন সুকৃত করিয়াছে, না আমি করিয়াছি? অথবা আমার দুষ্কৃত বশতই যদি এ প্রকার হয়, তবে তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন। সুনীতি স্বীয় তনয়ের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, সাপত্ন্যভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন।—অয়ি বৎস! তুমি অতি সুবুদ্ধি,

আমি বিশুদ্ধহৃদয়ে সমস্ত নিবেদন করিতেছি, অপমান মনে ভাবিও না। সপত্নী যাহা বলিয়াছেন, তাহা সকলই যথার্থ, বিপরীত মনে করিও না। সুরুচি জন্মান্তরে যে পুণ্যোপচয় করিয়াছিলেন, তাহার ফলেই, নৃপতি তাহাতে অনুরক্ত হইয়া, তাহাকে বল্লভা মহিষী ও মহারাজ্ঞী করিয়াছেন। মাদৃশী মন্দভাগ্যা পত্নীরা রাজভার্য্যা রূপে প্রতিষ্ঠিত, প্রিয়া নহেন। উত্তম ও পূর্ব্বসুকৃতানুসারে সুরুচির উত্তম উদরে স্থান লাভ করত রাজসিংহাসনের যোগ্য হইয়াছে। চন্দ্রাভ আতপত্র, শুভ চামরযুগল, উত্তম ও উচ্চ আসন, মদস্রাবী তুরঙ্গচয়, নিঃসপত্ন মঙ্গলময় রাজ্য, সর্ব্ব-সম্পৎ-সৌভাগ্য ও মানসিক সিদ্ধি সুকৃত দ্বারাই হইয়া থাকে। হে তাত! মান অপমানের প্রধান কারণও সুকৃত। ধ্রুব কহিল,— মাতঃ! আমাকে বালক মনে করিয়া, অবজ্ঞা করিবেন না। যদি আমি নিতান্ত পবিত্র মনুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি, ও যদি উত্তানপাদের ঔরসে, তোমার উদরে মদীয় উৎপত্তি হইয়া থাকে, এবং তপস্যাই যদি সমস্ত সম্পদের কারণ হয়, তবে আমি অপরের দুষ্প্রাপ্য পদ লাভ করিতে চেষ্টা করিব। জননি! আমাকে অনুমতি প্রদান ও আশীর্ব্বাদ করুন। অনন্তর সুনীতি আত্মজের মহাবীর্য্যবত্তার বিষয় বিদিত হইয়া, কহিলেন, বৎস! আমি কোন ক্রমেই, তোমাকে স্বয়ং এই অনুজ্ঞা প্রদান করিতে পারি না। পঞ্চমবর্ষীয় বালক ও সুদুষ্কর তপস্যা এই দুইয়ের সৌসাদৃশ্য অচিন্তনীয়। দেব নারায়ণ দুরারাধ্য, এই জন্যই নিষেধ করিতেছি। হে বৎস! তুমিই আমার একমাত্র সন্তান, তুমিই আমার জীবনের আধার। তুমি অন্ধের যষ্টি ও তুমিই আমার

একমাত্র শরণ। দেবারাধনা যাগ যজ্ঞাদি কত কষ্টেই তোমাকে লাভ করিয়াছি। সেই তুমি আমাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুঃখিনী করিয়া কিরূপে যাইতে পারিবে? ধ্রুব বলিল,—হে মাতঃ! আপনার সপত্নী যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে আমার জীবনধারণই কঠিন। সেই বাক্য আমার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া শরের ন্যায় মর্ম্মচ্ছেদ করিতেছে। বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়ের অপমানের অপেক্ষা দুঃখ আর নাই। সেই নিমিত্ত আমি সর্ব্বদুঃখহর হরির আরাধনা করিব।

সুনন্দ কহিলেন,—সুনীতি বিবেচনা করিলেন, ধ্রুব স্থিরপ্রতিজ্ঞ, তপস্যা করিতে আজ্ঞা না পাইলে, প্রাণ বিসর্জ্জন করিবে, এই জন্য বহু বিলাপ করত বলিলেন,—বৎস! যাও তপস্যা দ্বারা গোবিন্দের আরাধনা কর। তোমার পথে কুশল হউক, দেবগণ সর্ব্বথা রক্ষা করুন। তোমার সত্বর অভীষ্ট লাভও সমাগম হউক। রাজকুমার এইরূপে মাতার অনুজ্ঞা লাভ করিয়া, দুঃখিত অন্তঃকরণে গহন কাননে তপশ্চরণে গমন করিলেন। বাল -(অশ্বশাবক)-তুল্যপরাক্রম বালক ধ্রুব স্বীয় প্রাসাদ হইতে নির্গত হইয়া অনুকূল অনিলকে পথপ্রদর্শকরূপে সঙ্গে লইয়া প্রস্থান করিলেন। কিয়দ্দূর গিয়া কাননপথ অবগত না থাকায় রাজকুমার ক্ষণকাল বিশ্রাম করিলেন। অনন্তর পথি মধ্যে দেবর্ষি নারদ শিশুর নিকট আবির্ভূত হইয়া কহিলেন,—বৎস! তুমি রাজপুত্র আবার বালক, এমন অবস্থায় কোথায় যাইতেছ, এবং তোমার মুখপঙ্কজ ম্লান কেন? ধ্রুব মুনিপুঙ্গব নারদকে পূর্ব্বে দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া তখন প্রণাম করিয়া মধুর ও স্বল্প বাক্যে উত্তর করিলেন,—হে দেবর্ষে!

আমি তপস্যা দ্বারা জগৎপতি বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া ত্রিভুবনের মধ্যে উৎকৃষ্ট পদে আরোহণ করিতে চেষ্টা করিতেছি।

নারদ কহিলেন,—বৎস! তুমি বালক, তোমার এই বুদ্ধি প্রশংসনীয় নহে। তপশ্চর্য্যা নিতান্ত দুষ্কর ব্যাপার, অতএব বয়ঃ প্রাপ্ত হইলেই তপস্যা করিবে। হে তাত! তুমি যাঁহার আরাধনা করিতে ইচ্ছা করিতেছ, সিদ্ধ মুনীন্দ্রগণও সেই জগদ্‌গুরুর দর্শন লাভ করিতে পান না। অতএব অধুনা এই নিতান্ত দারুণ নির্ব্বন্ধ হইতে নিবৃত্ত হও।

ধ্রুব কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনি যাহা উপদেশ দিলেন, তাহা মাদৃশ ক্ষুদ্রের পক্ষে হিতকর সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখভারাক্রান্ত মদীয় হৃদয়ে তাহা প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। আমার প্রসূতির সপত্নীর বচনবাণে মদীয় হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছে, আপনার মধুর বাক্যে তাহা সুস্থ হইবে না। এক্ষণে যে কোন উপায়ে আমার মনোরথ সিদ্ধ হয়, যাহাতে ভগবান্ শ্রীহরি তুষ্ট হন, তাহাই বলুন। নারদ তাহার স্থির-নির্ব্বন্ধ ও প্রভাব অবগত হইয়া হিতবাক্যই বলিলেন। যে ব্যক্তি অন্তরে কমলাকান্তের চরণ ধ্যান করে, সর্ব্বসম্পদের পদ তাহার নিকটস্থ হয়। যাঁহার স্মরণমাত্রেই সহসা মহাপাতকরাশি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তিনিই বিষ্ণু। যিনি প্রধান পুরুষ অপেক্ষাও প্রধান, যাহাঁকে পরব্রহ্মা বলা যায়, যাহাঁর মায়ায় সমস্ত সৃষ্ট হইয়াছে, যিনি সাধুজনের অভিলাষ পূর্ণ করেন, যিনি যজ্ঞপুরুষ ও জনার্দ্দন নামে আহূত হন, যিনি বেদবেদ্য, তিনিই বিষ্ণু। যিনি এই জগতের অন্তরাত্মস্বরূপ, যিনি সমস্ত

হইলে সমস্তই দিতে পারেন, যাঁহার এক বার ভ্রূ নৃত্য করিলে, মনুষ্যসমাজে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় সংঘটিত হয়, সেই হৃষীকেশ বিষ্ণুর আরাধনা করিলেই মুক্তি অতি সত্বরই লব্ধ হয়।

ধ্রুব কহিলেন,—আমি কিরূপে সেই ভগবানের উপাসনা করিব, তাহার বিধান উপদেশ দেন। যদ্দ্বারা আমার অভীষ্টসিদ্ধি ও সেই জনার্দ্দনের তুষ্টিসাধন হয়, তাহা বলুন।

নারদ কহিলেন,—অবস্থান ও গমনকালে নিদ্রিত ও জাগ্রদবস্থায়, এবং শয়ান ও আসীন হইয়াও সর্ব্বদা নারায়ণকে জপ করিবে। বাসুদেবাত্মক দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র দ্বারা চতুর্ভুজ বিষ্ণুকে হৃদয়ে ধ্যান করত "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়" অর্থাৎ ভগবান্ বসুদেবাত্মজকে নমস্কার করি। জপ করিলে সিদ্ধিলাভ করিবে। প্রফুল্লনীলোৎপলদলশ্যাম পীতবসন অচ্যুত কমলেক্ষণরূপে হৃষীকেশকে (হৃষীক=ইন্দ্রিয়) হৃদয়ে চিন্তা করিবে। হে বৎস! মধুবন নামে পবিত্র কাননে গমন করত এই মহামন্ত্র জপ করিয়া কেশবকে অন্তরে চিন্তা কর। বাসুদেবকে জপ করিলে মর্ত্ত্যগণ সকলই প্রাপ্ত হয়। বাসুদেবজপপরায়ণ নরগণ পাপাচরণ করিলেও তাহাদিগকে কোন বিঘ্ন বা দারুণ যমদূতবৃন্দও স্পর্শ করে না। তোমার পিতামহ পরমবৈষ্ণব মহাধনী মনু মহাশয়ও রাজ্যলিপ্সু হইয়া এই মহামন্ত্র উপাসনা করিয়াছিলেন। তুমিও এই মন্ত্র প্রভাবে নারায়ণপরায়ণ হইয়া শীঘ্রই যথাভীষ্ট সিদ্ধিলাভ কর। ধ্রুবকে এইরূপ উপদেশ দিয়া, নারদ রাজাকে দর্শন

করিতে আসিলেন। ভূপতি সুরবন্দ্য দেবর্ষিকে সমাগত দেখিয়া, ম্লানবদনে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিলেন। নারদ কহিলেন,—রাজন্! কাহার জন্য শোক করিতেছেন? আপনার মনঃ অপ্রসন্ন লক্ষিত হইতেছে।

উত্তানপাদ কহিলেন,—আমি স্ত্রৈণতাবশতঃ মহামতি মৎপুত্র নিতান্তশিশু ধ্রুবকে ক্রোড়ে আরোহণোদ্যত হইয়াছিল বলিয়া, নির্দ্দয়ভাবে অবমানিত করিয়াছি। পৌর বর্গের মুখে শ্রুত হইলাম, সে আমাকে অবজ্ঞা করিয়া নগর হইতে নির্গত হইয়া, পঞ্চম বর্ষেই মহাবনে গমন করিয়াছে। হিংস্রজন্তুপূর্ণবনে বালক কি করিতেছে? সে ক্ষুধায় কাতর হইলে, কেথাও কোন শ্বাপদ তাহাকে দেখিলে ভক্ষণ করিবে না? নারদ বলিলেন,—মহারাজ! আপনার তাদৃশ ভগবদ্ভক্ত সুতের নিমিত্ত শোক করিবেন না। সে স্বল্পকালের মধ্যেই দুষ্কর বিষয় সাধন করিবে। আপনার কুলের প্রদীপস্বরূপ পরম পবিত্র সেই পুত্র ত্রিভুবনের মধ্যে উৎকৃষ্ট পদ স্বীয় তেজেই লাভ করিবে এবং স্বল্পকালান্তরেই সিদ্ধ হইয়া প্রত্যাগত হইবে। দেবরক্ষিত সেই মহাত্মাকে কে বিনাশ করিতে পারে? হে রাজেন্দ্র! যে কেশবের শরণ গ্রহণ করে, তাহার আবার বিঘ্ন কি? ইহা বলিয়া, দেবদর্শন নারদ অন্তর্হিত হইলেন। সেই রাজর্ষিও দুঃখিত হইয়া, পুত্রকে হৃদয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

সুনন্দ কহিলেন,—হে নৃপ! ঔত্তানপাদি ধ্রুব রমণীয় মধুবনে উপস্থিত হইয়া, শ্রীহরির চরণচিহ্নিত যমুনার তটে গমন করিলেন। পাপী জীব তথায় যাইবামাত্রই নিষ্পাপ হয়। অনন্তর তিনি যমুনাসলিলে স্নান করিয়া, দ্বাদশাক্ষর বিদ্যায় হৃদয়ে বাসুদেবকে ধ্যান করত পরম তপঃ আরম্ভ করিলেন। ধ্রুব প্রথমে ফলমূলাশন, দ্বিতীয়তঃ পত্রভোজন, তৃতীয় মাসে জলপান, চতুর্থে শিশিরভক্ষণ ও পঞ্চম মাসে বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া সুদারুণ তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর ষষ্ঠ মাস উপস্থিত হইলে, বায়ুরোধ করিয়া, এক পাদে অবস্থিত হইয়া, একমনে ধ্যানে রত হইলেন। ধ্রুবের সেই তপস্যাকালে দেবতারা বিঘ্ন করিতে লাগিলেন। অপ্সরাঃ সকল আসিয়া তাঁহার সম্মুখে নৃত্য করিতে লাগিল। মদনও ধনুতে পুষ্পময় বহু বাণ যোজনা করিয়া, তাহার সমাধিভঙ্গে চেষ্টা করিয়াছিলেন। অনন্তর কামাদি সকলেই অশক্ত ও প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, পরস্পর কহিলেন,—আমরা যাহার যৌবন থাকে, তাহার নিকটই বীরত্ব প্রকাশ করিয়া জয়ী হই, কিন্তু ধ্রুব বালক, ইহার কি কিরি? তৎপরে দেবগণ পরামর্শ পূর্ব্বক সিংহ ব্যাঘ্রাদির রূপ ধারণ করত বিভীষিকা দেখাইতে সেই বনে আসিলেন। কেহ বৃহৎ ভল্লুকরূপ ধারণ করিয়া বিকটদশনে বেগে বালকের প্রতি ধাবিত হইল। কোন ব্যাঘ্ররূপধারী বিকট বদন ব্যাদানপূর্ব্বক

হস্তীর ন্যায় উন্নতদেহে তাঁহার অভিমুখে চলিল। কোন ভীমদশন বরাহমাংস ভক্ষণ করত রোষে বালকের সম্মুখে গিয়া তর্জ্জন করিতে লাগিল। তীক্ষ্ণ শৃঙ্গদ্বয়ে উন্নত তট ভূমি সকল বিদারণ করত কোন মহিষরূপী ধ্রুবের নিকটে আসিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল। কেহ ভীষণ সর্পরূপে ফণা বিস্তার করিয়া লোলজিহ্বায় তাঁহার সমীপস্থ হইল। কেহ খর্জ্জুর বৃক্ষের ন্যায় উরুযুগলবিশিষ্ট প্রেতের আকার ধারণ করত দাবানলের তুল্য আলীঢ় গতিতে তথায় উপস্থিত হইল। কোন দেবতা দীর্ঘ অথচ ক্ষীণোদরবিশিষ্ট কোটরপ্রবিষ্টপিঙ্গলনয়ন হইয়া কেশরাশি দ্বারা মেঘ স্পর্শ করত তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কেহ ভগ্নবদন হইয়া দক্ষিণ হস্তে অসি ও বাম হস্তে নরকপাল ধারণপূর্ব্বক প্রচণ্ড সিংহনাদ করত বালকের অভিমুখে ধাবিত হইল। কেহ কৃতান্তের ন্যায় ভীষণরূপে করে বিশাল শাল বৃক্ষ লইয়া, উচ্চ হর্ষধ্বনিপূর্ব্বক ধ্রুবের সম্মুখে যাইতে লাগিল। কোন দেব ভয়ঙ্কর অজগর হইয়া, দারুণ হৃদয়কম্পনকারী ফুৎকারে ধ্রুবকে ভীত করিতে চেষ্টা করিলেন। কোন যক্ষিণী কাহারও শিশুকে আনিয়া, তাহার উদর মধ্য হইতে রক্তপান ও মৃণালের ন্যায় অস্থি ভক্ষণ করিল এবং কহিল,—দেখ ধ্রুব! অদ্য বড়ই পিপাসিতা হইয়াছি। অতএব এই শিশুর ন্যায় তোমার ও রুধির পান করিয়া অস্থি চর্ব্বণ করিব। কোন যক্ষিণী তৃণ কাষ্ঠ আহরণপূর্ব্বক বাত্যাসহকারে বালকের চতুর্দ্দিকে দাবানল প্রজ্বলিত করিল। কেহ

বেতালীরূপ গ্রহণ করিয়া বৃক্ষ পর্বতচয় ভগ্ন করিয়া, গগণ পথ রোধ করত যেন ধ্রুবকে নিতান্ত কম্পিত করিতে লাগিল। অপর কেহ সুনীতিরূপে ধ্রুবকে দূর হইতে নিরীক্ষণ করিয়া, দুঃখিত ভাবে বারম্বার বক্ষঃ তাড়ন করত রোদন করিতে লাগিল। বহু মায়ারচিত চাটু বাক্য কহিতে লাগিল ও এইরূপ কারুণ্যপূর্ণ বাৎসল্যভাব প্রকাশ করিল। রে বৎস! যদবধি তুই তপস্যা করিতে আসিয়াছিস, সেই দিন অবধিই আমি স্বগৃহ হইতে নির্গত হইয়াছি। প্রতি গ্রামে, প্রতি নগরে, প্রতি পথে, প্রতি বনে, প্রতি আশ্রমে ও প্রতি পর্ব্বতে অন্বেষণ করিয়া, এখানে আসিলাম। বৎস! সপত্নীর সেই সেই বাক্যে তুমি যেমন মনে ক্লেশ পাইতেছ, আমিও তদীয় বাক্যাগ্নিতে সেইরূপ দগ্ধ হইতেছি। আমি নিদ্রা, জাগরণ, অশনও পানাদি ত্যাগ করিয়াছি। বিয়োগিনী যোগিনীর ন্যায় কেবল তোমাকেই ধ্যান করি। অনন্তর কোন দেবতা উত্তানপাদের রূপধারণ করিয়া তপস্বীর ন্যায় বনে ভ্রমণ করত তথায় আসিয়া বালককে কহিলেন,— বৎস! তপঃশ্রম পরিত্যাগ করিয়া রাজকীয় সিংহাসন গ্রহণ কর। আমি উত্তমের সহিত পরিব্রাজকধর্ম্ম অবলম্বন করিতেছি। তুমি আমার অঙ্কে আরোহণ করিতে না পাইয়া, যে দিন হইতে আসিয়াছ, তদবধিই আমি নৃপাসন পরিত্যাগ করিয়াছি। নিষ্ঠুরভাষিণী ভার্য্যা সুরুচিকেও ত্যাগ করিয়াছি। আমার নয়ন নিদ্রাতেও বঞ্চিত হইয়াছে, সুতরাং স্বপ্নেও তোমার আনন্দকর বদন দর্শন করিতে পাই না। এই জন্য ত্বদীয় মুখের প্রতিনিধি স্বরূপ চন্দ্রের প্রতি ও দুঃখবশতঃ অবলোকন করি না এবং মধুর

কোকিলধ্বনিশ্রবণেও মনোনিবেশ করি না। বৎস! এক্ষণে তপস্যা ত্যাগ করিয়া, একবার আমার ক্রোড় অলঙ্কৃত কর। রমণীয় রাজাসনে বিরাজিত হইয়া, পৃথিবী পালন কর। দেবগণ সর্ব্ব বিষয়েই এইরূপ তপস্যার বিঘ্ন সমূহ সৃজন করিতে লাগিলেন। ধ্রুব তাহা কিছুই দর্শন না করিয়া, নয়নযুগল নিমীলিত করিয়া রহিলেন। যাহারা ব্যাঘ্রাদির রূপ গ্রহণ করিয়াছিল ও যাহারা বস্তুতই শ্বাপদ তাহারা দেখিল, দেদীপ্যমান বিষ্ণুচক্র সুদর্শন তেজোময় ধ্রুবের পার্শ্বরক্ষা করিতেছে। বিঘ্নকর সুরগণ দেখিলেন, বালক অনিষ্কম্পহৃদয়ে শ্রীগোবিন্দে মনঃ সমর্পণ করিয়াছে, আর তাহাতে যেন একটি তপোবৃক্ষ মহী ভেদ করিয়া উত্থিত হইয়াছে এবং উহা কখনও জীর্ণ হইবে না, এইরূপ বোধ হইতেছে। হে রাজন্! তাঁহারা এইরূপে ভগ্নমনোরথ হইয়া নমস্কারপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। অনন্তর দেবগণ ভীত হইয়া, ইন্দ্রের সহিত মন্ত্রনাপূর্ব্বক সত্বর গিয়া ব্রহ্মার শরণ লইলেন এবং প্রণতিপুরঃসর ধ্রুবের তপস্যার বিষয় নিবেদন করিলেন। দেবগণ কহিলেন,—হে ধাতঃ! উত্তানপাদের তনয় মহাত্মা ধ্রুব তপস্যা দ্বারা আমাদিগকে এরূপ সন্তাপিত করিয়াছেন, যে আর আমরা স্বর্গে অবস্থান করিতে পারিতেছি না। সেই বালকের অঙ্গুষ্ঠ মাত্রেই বসুন্ধরা পীড়িতা হন এবং পদে পদে করীর দ্বারা আক্রান্ত তরীর ন্যায় একবার মগ্ন ও একবার উন্মগ্ন হইতেছেন। দেবতারা এইরূপ নিবেদন করিলে, চতুরানন হাস্যপূর্ব্বক উত্তর করিলেন,—হে সুরবৃন্দ! ধ্রুব হইতে কোন ভয় করিবেন না। আপনারা গমন করুন,

সে আপনাদের কাহারও পদ প্রার্থনা করে না। সেই বালক ঈদৃশ পদ প্রাপ্ত হইবে, যাহাতে অন্যে কখনও অধিরোহণ করে নাই। সেই ভগবদ্‌ভক্ত হইতে কেহ কোন বিষয়ে ভীত হইবেন না। যাহারা বিষ্ণুভক্ত, তাহারা কখনও পরের অনিষ্ট করে না। বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া, তাঁহার নিকট স্বীয় অভীষ্টলাভ করত সে আপনাদের পদ ও স্থিরীকৃত করিবে। ব্রহ্মা ইহা বলিলে, সুরগণ তাঁহাকে প্রণিপাত করিয়া স্ব স্ব স্থানে সানন্দে প্রতিগমন করিলেন। অনন্তর ভগবান্ কমলেক্ষণ গরুড় বাহনে লক্ষ্মীর সহিত সেই বালককে দর্শন করিতে গেলেন। ধ্রুব নিমীলিতনেত্র হইয়া, হৃদয়মধ্যে বিষ্ণুকে চিন্তা করিতেছিলেন, এই নিমিত্ত সেই অন্তর্ধেয় ভগবান্ সাক্ষাৎ বিদ্যমান থাকাতেও প্রভুকে দর্শন করিলেন না। তাহা জ্ঞাত হইয়া, ভগবান্ ধ্রুবের হৃদিস্থিত স্বীয় রূপ অন্তর্হিত করিলেন। সেই রূপ অন্তর্হিত হইলে, রাজকুমার ব্যগ্রচিত্ত হইলেন। তৎপরে অধন ব্যক্তি ধন পাইয়া, সেই ধন নষ্ট হইলে, যাদৃশ হয়, তাদৃশ ভীত হইয়া, নয়নোন্মীলনপূর্বক সেই রূপ কোথায়, এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সম্মুখে ইন্দ্রনীল (মরকত) মণির জ্যোতিঃপুঞ্জ দেখিতে পাইলেন। তৎপরেই নীলোৎপলদলশ্যাম প্রফুল্লকমলেক্ষণ পীতবসন হরিকে দর্শন করিলেন এবং দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া ভূমিতে লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। বালক পিতাকে দেখিয়া, যেরূপ রোদন করে, ধ্রুব সেইরূপ জগৎপিতা শ্রীহরিকে দর্শন করিয়া বহুক্ষণ রোদন করিলেন। পুণ্ডরী-

কাক্ষ তাহাকে সেইরূপ রোরুদ্যমান ও প্রণত দেখিয়া, স্বীয় হস্ত দ্বারাই উঠাইলেন। দেবদেবের স্পর্শনমাত্রই ধ্রুবের বাণী সংস্কৃতময়ী হইল এবং ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন। ধ্রুব কহিলেন,—হে ভগবন্! আপনি সর্ব সৃষ্টির বিধাতা, অতএব আপনাকে নমস্কার করি; হে নাথ! আপনি সকলের পালক ও সর্বশক্তিমান্, অতএব আপনার চরণে প্রণাম করি। হে হরস্বরূপ, ভূত সংহাররূপিন্! আপনাকে নমস্কার করি। আপনি পঞ্চ মহাভূতের আত্মস্বরূপ, এবং ভূতগণের পতি, আপনাকে নমস্কার করি। হে প্রভো! আপনি তৃষ্টাজনক ও তৃষ্ণানাশক এবং মহাভারসহিষ্ণু, আপনাকে প্রণিপাত করি। আপনি গুণস্বরূপ, সগুণ ও নির্গুণ, আপনাকে প্রণাম। হে শঙ্খচক্রধর বাসুদেব! হে প্রদ্যুম্ন! হে অনিরুদ্ধ! হে সংকর্ষণ! আপনার চরণে প্রণত হই। আপনি দৈত্যরূপ মহারণ্যের দাবানল তুল্য, অতএব হে কৌমোদকীগদাধারিন্! আপনাকে নমস্কার করি। হে শ্রীপতি, রূপবিশিষ্ট, পরমাত্মন্! আপনাকে নমস্কার। হে কৌস্তুভধারিন্! আপনার চরণে প্রণাম। হে দামোদর, হৃষীকেশ, বৈকুণ্ঠাচ্যুতবামন, উপেন্দ্র, কৈটভারে, নারায়ণ, অনন্ত, শেষশায়িন্, জয়, জয়রূপ, রণাঙ্গনবিচক্ষণ! আপনাকে প্রণাম করি। আপনি ক্ষণ, কলা কাষ্ঠা প্রভৃতি কালস্বরূপ, অপানাকে প্রণতি করি।—হে নাথ! আপনার ধর্ম্ম স্বরূপ মূর্ত্তিকে নমস্কার করি, অপনি পরম পুরুষ, আপনিই বেদস্বরূপ, আপনি বেদজ্ঞ, আপনি বেদান্ত

পারগামী, আপনি বিষ্টরশ্রবা, অতএব আপনাকে নমস্কার ! আপনি গরুড়াসন, আপনি ত্রিবিক্রম, আপনি সত্য, আপনি মায়াবী আপনি বেদগায়ক, অতএব আপনাকে নমস্কার। আপনি তপস্যার মধ্যে তপস্যা স্বরূপ, আপনি সত্যপ্রিয়, অতএব আপনাকে নমস্কার। আপনি স্মৃতি স্বরূপ, আপনি স্মৃত্যাচারপ্রিয়, অতএব আপনাকে নমস্কার। আপনি জরায়ুজ এবং স্বেদজস্বরূপ, অতএব আপনাকে নমস্কার। আপনি অণ্ডজস্বরূপ, আপনি উদ্ভিজ্জ স্বরূপ, অতএব আপনাকে নমস্কার। আপনিই সুরগণ মধ্যে সুরপতি, গ্রহগণমধ্যে দিনকর, সরিৎগণমধ্যে সুরতরঙ্গিণী, গাভীগণমধ্যে কামপ্রসবিনী, লোকমধ্যে সত্যলোক, সরোবরমধ্যে মানস সরোবর, অচলগণমধ্যে হিমাচল, সমুদ্রগণমধ্যে ক্ষীরোদসিন্ধু, কুসুমগণমধ্যে নীলোৎপল, কণ্ঠমণিগণমধ্যে স্ফাটিকমণি, ধাতুগণমধ্যে কাঞ্চন, তরুগণমধ্যে তুলসী, শিলাগণ মধ্যে শালগ্রাম শিলা, মুক্তি ক্ষেত্রমধ্যে বারাণসী, তীর্থগণমধ্যে প্রয়াগ, বেদগণমধ্যে উপনিষৎ, বর্ণগণমধ্যে ব্রাহ্মণ, অক্ষরগণমধ্যে অকার, ব্যবহার মধ্যে ভারতীস্বরূপ, যজ্ঞগণমধ্যে সোম, পবিত্র বস্তুগণমধ্যে অমৃত, অণ্ডজগণমধ্যে গরুড়, মন্ত্রসকলমধ্যে প্রণব, প্রতাপশালীগণের মধ্যে বৈশ্বানর, বেগবানগণের মধ্যে মারুত, দাতাগণের মধ্যে জলধর, ক্ষমাশালিগণমধ্যে ক্ষমাস্বরূপ, আয়ুধগণমধ্যে কার্ম্মুক, আত্মামধ্যে পরমাত্মা, যজ্ঞসকলের মধ্যে অশ্বমেধ, দানমধ্যে অভয়দানস্বরূপ, যুগগণের মধ্যে সত্যযুগ, পর্ব্বগণমধ্যে সংক্রান্তি, লাভমধ্যে সুতলাভস্বরূপ, তিথিগণমধ্যে অমাবস্যা, শুভযোগমধ্যে ব্যতীপাত, ঋতুগণমধ্যে বসন্ত, নক্ষত্রগণমধ্যে পুষ্য, তৃণজাতীয়গণমধ্যে

কুশ, সুহৃদ্বর্গমধ্যে কলত্রস্বরূপ এবং বন্ধুসকলমধ্যে ধর্ম্ম স্বরূপ, হে নারায়ণ! এই চরাচরবিশ্বমধ্যে আপনি ভিন্ন আর কেহই নাই। আপনি জনক, আপনি জননী, আপনি সুহৃৎ, আপনি মহাধন, আপনি সৌখ্য, আপনি সম্পত্তি, আপনি আয়ুঃ আপনি জীবন ও তদুদ্দেশ্যক যে কর্ম্ম তাহাও আপনি, এবং আপনাকে অর্পিত যে মন তাহাও আপনি, আপনার নামসংযুক্ত কথাই কথা মধ্যে গণ্য, এবং আপনাকে স্মরণ করাই তপস্যা। হে জগৎপতি! আপনার নিমিত্ত যে ধন প্রদান করে, ধনীদিগের সেই ধনই সার্থক, যেপর্য্যন্ত আপনি হৃদয়ে বাস করেন, সেইপর্য্যন্তই জীবনধারণ শ্রেয়স্কর। হে মহারাজ! নৃপ-তনয় এইরূপে স্তব করিয়া, বিরত হইলে, হরি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে পরমসন্তোষকর বাক্য বলিয়াছিলেন, যে আমি তোমার ভক্তি সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত হইয়া, সমস্তগ্রহনক্ষত্রাদি জ্যোতির্ম্মণ্ডলের ঊর্দ্ধভাগে তোমার স্থান নির্ম্মাণ করিয়াছি। প্রতিদিন নিষ্পাপ সপ্তর্ষিগণ তোমাকে প্রদক্ষিণ করিবেন। এবং তুমি চতুর্দ্দিকে গগণচারী জ্যোতিশ্চক্র এবং সমস্ত গ্রহনক্ষত্রাদির আশ্রয়স্বরূপ হইবে। এবং হে বৎস! মহাপ্রলয়পর্য্যন্ত নিজ স্থানে থাকিয়া, তাহাদিগকে বায়ু পাশের দ্বারা বদ্ধ করিয়া, চালিত করত কল্পাবসানে আমা-তেই লয় প্রাপ্ত হইবে। এইরূপে তোমার পরলোকের গতি নির্দ্ধারিত করিয়াছি। এই ভূমণ্ডলে ষট্‌ত্রিংশৎসহস্র-বর্ষ-পরিমিত কাল রাজ্যভোগ করিবে। বলবান্ উত্তমনামক তোমার সহোদর যক্ষকর্ত্তৃক বিনষ্ট হইলে, তাহার অন্বেষণ-কারিণী সুরুচি বনমধ্যে দাবানলে প্রবেশ করিবেন। তাহার অন্তসময়ে অমরগণের সহিত সুনন্দনামক আমার দূত কাম-

চারী বিমানে আরোহণ করাইয়া সেই পূর্ব্বোক্ত লোকে লইয়া যাইবে। ভগবান্ যদুপতি এইরূপে তাহাকে বর প্রদান করিয়া,সেই বালকেরসমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন।ধ্রুবও ইন্দ্রাদিদুর্ল্লভ সেই পদ লাভ করিয়া, নির্বৃত হইয়া, প্রসন্নবদনপঙ্কজ ধারণপূর্ব্বক তথাহইতে প্রস্থান করিলেন। মহামনা মনুপুত্র ও তনয়ের আগমনবার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়া সন্দেশহারীকে এক মদমত্ত মতঙ্গজ প্রদান করিলেন। এবং নগরের চতুর্দ্দিকে চন্দন সবৃন্তকদলীস্তম্ভ এবং গুবাকু বৃক্ষাদি মাঙ্গলিক দ্রব্যের দ্বারা মঙ্গলকার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন। উপবন তড়াগাদিতেও মহোৎসব আরম্ভহইল। ধ্রুবের জননী সুনীতি নিজ পুত্রকে অক্ষতশরীরে বন হইতে আগমন করিতে শ্রবণ করিয়া,সুবাহ্যযানে আরোহণপূর্ব্বক সুতের প্রত্যুদ্গামনের নিমিত্ত অগ্রসর হইলেন। নৃপতিও বিবিধ বসনের দ্বারা এক করিণী সুসজ্জিত করিয়া,পুত্রকে দেখিবার নিমিত্ত উত্তমের সহিত প্রত্যুদ্গামন করিলেন। নগরপ্রান্তে সিদ্ধমনোরথ তনয়কে সমাগত দর্শন করিয়া, আনন্দাশ্রুতে সিক্ত করত তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। সুনীতি ও যেন মরিয়া পুনরাগতের ন্যায় পুত্রকে পাইয়া, নয়নজলে সিক্ত করত তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। কিন্তু সুরুচি উন্মনা হইয়া বারংবার নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক নারায়ণচরণদর্শনজনিত আনন্দের দ্বারা নির্বৃত ধ্রুবকে আলিঙ্গন করিলেন। রাজা মঙ্গলযুক্ত হইয়া, তাহাকে করিণীতে আরোহণ করাইয়া, স্বকীয় নগরে আনয়নপূর্ব্বক বহুবিধ মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিলেন। পরে সর্ব্বগুণান্বিত ধ্রুবকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। এবং তাহার পূর্ণ যৌবন সন্দর্শন করিয়া,

পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন করাইলেন। রাজপুত্র উত্তম অপরিণীতা-বস্থায় মৃগয়ায় বিচরণ করত গোবিন্দের উপাসনার নিমিত্ত বনে গমন করিয়াছিলেন। পরে যক্ষ কর্ত্তৃক নিহত হইলে তাহার জননী সুরুচি পুত্রকে অন্বেষণ করিতে করিতে হুতাশনে প্রবেশ করিলেন। ধ্রুব ও ভ্রাতাকে যক্ষে নিহত করিয়াছে শ্রবণ করিয়া, উত্তর দিকে গমনপূর্ব্বক বহুসংখ্যক যক্ষকে নিপাতন করিতে আরম্ভ করিলে, স্বায়ম্ভুব এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া, তাঁহাকে নিবারণ করত বলিয়াছিলেন, হে বৎস! তোমার সদৃশ বৈষ্ণবচূড়ামণির যক্ষগণের সহিত বিবাদ করা শোভা পায় না। যে হউক, এই কুবেরানুচর যক্ষগণ উপদেবতা। হে নরপতে! ধ্রুব তাহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, যক্ষগণের নিধন হইতে বিরত হইয়াছিলেন। যক্ষ-রাজ কুবের সেই স্থানে সমাগত হইয়া, শুভাশীর্ব্বাদের দ্বারা তাহাকে সসন্তোষ করিয়া, স্বকীয় নগরে প্রেরণ করিলেন এবং স্বয়ংও তথাহইতে প্রস্থান করিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর ধ্রুব অষ্টত্রিংশসহস্র বৎসর রাজ্য ভোগকরত প্রজাগণকে পিতার ন্যায় প্রতিপালন পূর্ব্বক কাল সমাগত দর্শন করিয়া, নিজ তনয়কে রাজ্যভার সমর্পণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার মধুবনে তপস্যা করিতে গমন করিলেন। সুনন্দ বলিলেন,—হে শক্রবিনাশন ধরাপতে! অনন্ত ভগবান কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া, ধ্রুবকে আনয়নের নিমিত্ত নন্দের সহিত সেইস্থানে গমন করিলেন। অনন্তর ধ্রুব সেই সময়ে আমাকে যানে আগমন করিতে দেখিয়া, ভূমিতে দণ্ডবৎ হইয়া, প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া, বলিয়াছিলেন,—হে দেব! বিমানে আরোহণ করিয়া, প্রভাসম্পন্ন আপনি

কে আগমন করিলেন? আপনি কি কেশবপাদাব্জ মকরন্দলোলুপ মধুকর? আমি তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া, বলিলাম, হে সুব্রত! যাহা অনুমান করিয়াছ তাহাই বটে, আমি তোমার সিদ্ধির নিমিত্ত ভগবান্ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছি। তুমি এই বিমানে আরোহণ কর। এবং জ্যোতির্মণ্ডলের উপরি নির্ম্মিত ধ্রুবনামক স্থানে গমন কর। হে মহারাজ! এই বলিয়া, সত্বরে তাঁহাকে সেই ভানুভাস্বর বিমানে আরোহণ করাইয়া, ধ্রুবলোকে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর হে ভূপতে! ধ্রুব গমন করিতে করিতে কিঞ্চিৎ বিমনার ন্যায় তাহাকে বলিলেন, যে আমি আমার জননী সুনীতি ব্যতিরেকে বিমানে গমন করিব না। অতএব রথ নিবৃত্ত কর। তাহা শ্রবণ করিয়া, আমি বলিলাম, তুমি দুঃখ করিও না। ঐ দেখ মহাতেজস্বিনী তোমার জননী অগ্রে গমন করিতেছেন। ধ্রুব জননীকে অগ্রে স্বর্গে গমন করিতে দেখিয়া, হৃষ্টচিত্তে আমার সহিত গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহাকে আকাশপথে লইয়া, অক্ষয় স্থানে স্থাপনপূর্ব্বক বিমানারোহণে পুনর্ব্বার বৈকুণ্ঠে গমন করিলাম। হে মহারাজ! এই আমি আপনার সমক্ষে ধ্রুব চরিত কীর্ত্তন করিলাম। যে উহা শ্রবণ করে, সে সেই পদে গমন করে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

সুনন্দ বলিলেন,—হে ভূপতে! সুরলোকের উপরে আশ্চর্য্য মহর্লোক বিদ্যমান। তাহাতে আকল্পপরমায়ু ব্যক্তিগণ বীতপাপ হইয়া বাস করে, এবং সুরগণ বিষ্ণুশরণ দ্বারা বিগতক্লেশ হইয়া, অকপট দর্শন দ্বারা জগৎকে তেজোময় দর্শনপূর্ব্বক মহাযোগসমাযুক্ত হইয়া, বাস করেন। হে রাজন্! সে স্থান হইতে ইহ ভূতলে পুনরাগমন করিতে হয় না। এবং তত্রস্থ তেজস্বীগণ মহাপ্রলয় সময়ে সকল প্রাণীর সহিত ভগবানের দেহে প্রবেশ করে। যে সময়ে পদ্মযোনি ব্রহ্মা সংবৎসরের সন্ধ্যাতে শয়ন করেন, সেই সময়ে একাদশ রুদ্রের মুখাগ্নি দ্বারা ইহার সহিত একাদশ ভুবন দগ্ধ হয়। হে রাজন্! প্রলয়বহ্নিদগ্ধ সেই সকল প্রাণীগণ জন লোকে বাস করে। তাহাদের ক্ষয় হয় না। হে মহারাজ! তাহার উর্দ্ধে মহাদীপ্তিমান জনলোকে ব্রহ্মার মানসপুত্রগণ, উর্দ্ধরেতা সনন্দাদি যোগীন্দ্রগণ এবং অন্য ব্রহ্মচারী যোগীগণ সুনির্ম্মলচিত্তে এবং সর্ব্বদ্বন্দ্ববিমুক্ত হইয়া, বাস করেন। ইহার উর্দ্ধে তেজোময় তপোলোক বিদ্যমান। ইহাতে দেব পূজিত রাজদেবগণ বাস করেন। বাসুদেবে অর্পিতক্রিয় বাসুদেবে নিবিষ্টচিত্ত অভিলাষবর্জ্জিত জিতেন্দ্রিয় উঞ্ছবৃত্তি দণ্ডোলূখলিখ এবং শীর্ণপর্ণাশী অশ্মকুট মুনিগণ বাস করেন। যাহারা গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নি মধ্যে তপস্যা করেন এবং বর্ষাকালে

স্থণ্ডিলে শয়ন করেন, হেমন্তে ও শীতকালে যাঁহারা সলিল মধ্যে রজনীযাপন করেন, যাঁহারা তৃষিত হইয়াও কুশাগ্রের দ্বারা বারিবিন্দু পান করেন, অতিশয় ক্ষুধিত হইয়াও যাঁহারা বায়ু ভক্ষণ করেন, এবং যাঁহারা পাদাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা ভূমিতল স্পর্শ করিয়া, তপস্যা করেন, যাঁহারা নয়নমুদ্রিত করিয়া, ঊর্দ্ধহস্তে ও একচরণে অবস্থান করেন, যাঁহারা দিনান্তে শ্বাস পরিত্যাগ করেন, এবং যাঁহারা মাসান্তে শ্বাস পরিত্যাগ করেন, যাঁহারা মাসোপবাস, এবং চাতুর্ম্মাস্যব্রত করেন, যাঁহারা ঋতু অন্তে তোয়পান করেন, ষণ্মাস উপবাস করেন, এবং যাঁহারা সম্বৎসর উপবাস করেন, সম্বৎসরান্তে তোয়পান করেন, যাঁহারা স্থাণুসমান হইয়া, অবস্থান করেন, যাঁহারা জটাবৃত্ত হইয়া, বন মধ্যে বাস করেন, যাঁহাদের দেহে পক্ষী সকল কুলায় নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থান করে, যাঁহারা বল্মীকমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক তপস্যা করেন, যাঁহারা অস্থি সকল স্নায়ুবদ্ধ করিয়া অবস্থান করেন, যাঁহাদিগের অবয়ব লতাপ্রতান দ্বারা পরিবেষ্টিত, এবং যাঁহাদিগের অঙ্গে শস্য সকল প্ররূঢ় হয়, হে মহীপতে! এইরূপ নিয়মে নিবদ্ধ তপোধনগণ ব্রহ্ম সম্বৎসর পর্য্যন্ত নির্ভয় হইয়া, সেই তপোলোকে বাস করেন। তাহার ঊর্দ্ধে সমুজ্জ্বল সত্যলোক বিদ্যমান। হে মহারাজ! সে স্থানে সর্ব্ববেদপ্রবর্ত্তক ভগবান কমলযোনি অমরগণ এবং সাবিত্রীর সহিত অবস্থান করিতেছেন এবং যজ্ঞকর্ম্মরত, বেদান্তপারগ ব্রহ্মজ্ঞ সত্যজীবী ব্রাহ্মণগণ ও দেবরূপ এই সত্যলোকে বাস করিয়া থাকেন হে মহারাজ! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি সেই সপ্ত স্বর্গলোকের লক্ষণ এবং পরিমাণ সবিস্তরে কীর্ত্তন

করিলাম এবং এই সকল লোকে বাসের যোগ্য উপায়ও বর্ণন করিলাম। হে মহারাজ! সেই স্থানে রাহুর উপরি হইতে ধ্রুবলোক পর্য্যন্ত রাশিচক্র বিদ্যমান। তথায় অশ্বিন্যাদি নক্ষত্রগণের নব নবসংখ্যক পাদের সহিত মেষাদি দ্বাদশ রাশির অবস্থিতি আছে। তাহাদিগের প্রত্যেকের নাম মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনুঃ, মকর, কুম্ভ, মীন ইত্যাদি রূপে কীর্ত্তিত হয়। সেই স্থানে রাশিভুক্ত হইয়া, সূর্য্যাদি নবগ্রহও বাস করেন। রবি এক রাশিতে এক মাস, সোম এক রাশিতে সপাদ দিবসদ্বয়, মঙ্গল পক্ষত্রয়, বুধ অষ্টাদশ দিবস, বৃহস্পতি এক বর্ষ, শুক্রাচার্য্য অষ্টাবিংশ দিবস, রবিতনয় শনি সার্দ্ধবর্ষদ্বয়, রাহু এক বৎসর ছয়মাস, ক্রমে বাস করেন। হে নৃপতে! এই রাশিচক্র শিশুমারসদৃশ, ইহা পণ্ডিতেরা কীর্ত্তন করেন। যে মহাত্মগণ স্বর্গবৃত্তান্ত শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করেন, তাঁহারা ক্রমে ক্রমে স্বর্গবাস লাভ করেন, তাহার সন্দেহ নাই।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

সুনন্দ বলিলেন,—হে মহামতে! অতঃপর আমি বৈকুণ্ঠলোক বর্ণন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। যে স্থানে জগদীশ্বর সাক্ষাৎ ভগবান নারায়ণ বাস করেন, বিষ্ণুভক্তগণ সর্ব্বকামপরিত্যাগপূর্ব্বক সেই স্থানে গমন করেন। এবং সে স্থানে ব্রহ্মসুখ সর্ব্বদা বিরাজমান, সেস্থান হইতে

পুনরাবৃত্তি নাই। হে রাজন্! মুকুন্দসমতেজা মুকুন্দভক্তগণ সকলেই নীলোৎপলের ন্যায় শ্যামরূপধারণপূর্ব্বক মনোহর চতুর্ভুজ হইয়া, তরুণাবস্থায় বিবিধ ভূষণে ভূষিত হইয়া, সেই স্থানে বাস করিতে সমর্থ হন। হে নরপতে! স্বর্লোক আদি করিয়া যে সকল লোকের বৃত্তান্ত আপনার নিকট বর্ণন করিলাম, তাহারা এই লোকের ষোড়শাংশের একাংশ যোগ্যও হইতে পারে না। অতএব হে মানদ। তুমি এই বিমানে আরোহণপূর্ব্বক এইলোকে গমন কর। শেষ বলিলেন,—সুনন্দ তাহাকে এই কথা বলিয়া, বিষ্ণুর স্বীয় রথে আরোহণ করাইয়া, সুরগণের সমক্ষে বৈকুণ্ঠে আরোহণ করিলেন। হে বিপ্র! স্বর্গের পরিমাণ এই সবিস্তারে বর্ণন করিলাম। রাজেশ্বর ভরতের চরিতও কহিলাম; ইহা শ্রবণ করিলে, মনুষ্য কর্ম্মবন্ধন হইতে সদ্যই মুক্ত হয়।

বাৎস্যায়ন কহিলেন,—যে রাজগণ গুণবান্ ক্রিয়াবান্ ও মহাভাগ্যধর ছিলেন, তাঁহারা স্বীয় কর্ম্মফলে সৌর ও চান্দ্রবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হে ভূধর! সেই মহাত্মারা কে কোন লোকে বাস করিতেছেন, তাহা কৃপা করিয়া বলুন। শেষ কহিলেন,—হে বিপ্র! সুকৃতকারী নৃপতিবৃন্দের স্ব স্ব ক্রিয়ানুসারে যাঁহার যেরূপ স্বর্গবাস হইয়াছিল, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। রুদ্রগণ ব্যতিরেকে যে সকল ভূত প্রেত পিশাচ অন্তরীক্ষচারী, তাহারা সেই খানেই বিচরণ করে। সেই পাপীদিগের তাহার আর ঊর্দ্ধে যাইবার ক্ষমতা নাই। ইহার ঊর্দ্ধে যে সকল রাক্ষস বহু পাপ করিয়া থাকে, তাহারাই বিহার করে, কিন্তু এতদপেক্ষা ঊর্দ্ধে যাইতে পারে না। তদূর্দ্ধে যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নরেরা

বসতি লাভ করিয়াছে। যে সকল রুদ্রগণ পুণ্যকারী ও শুচি-ব্রত ও যে সমূহ রাজা এবং মুনি ধৃতব্রত তাঁহারাই স্বর্গবাসী ও সর্ব্বত্রগামী হন। তাঁহারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডমধ্যে সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতে পারেন বটে, কিন্তু বিষ্ণুলোকে নহে। কর্ম্মের দ্বারা খ্যাতি-লব্ধ হয়, ও তাহাই লোকে নিয়োজিত হয়। যাঁহারা স্বকৃত পুণ্যে ইন্দ্রলোকে স্থিতি প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই সকল রাজা ও ঋষির বিষয় এস্থলে কীর্ত্তন করিব। হরিশ্চন্দ্র, মান্ধাতা, সগর, হৈহয়, দিলীপ, ধুন্ধুমার, পৃথাশ্ব, জনক, যযাতি, নহুষ, পুরু, কৃতবীর্য্য, শ্রুতশ্রবাঃ, অরিষ্ট ও সিংহসেন, এই সকল নরপতি শক্রলোকবাসী। সিদ্ধ, দেবর্ষি, সাধ্য, দেবগণ, মারুতগণ, ও তৎসহিত হেমমালী (অগ্নি)। পরাশর, পর্ব্বত, সাবর্ণি, গাবব, শঙ্খ, লিখিত, গৌরমুখমুনি, ক্রোধন দুর্ব্বাসা; যাজ্ঞবল্ক্য, ভালুকি, উদ্দালক, শ্বেতকেতু, শাট্যায়ন প্রভৃতি মুনিগণই স্বর্গলোকে পূজিত। ইহাঁরাই সতত দেবরাজের সভা-সদ্। ইন্দ্রের মন্ত্রণাকার্য্যে ইহাঁরাই মুখযন্ত্রস্বরূপ। ইহাঁ-দিগের ক্ষমতাও শক্রসদৃশ কথিত হয়। কল্পান্তপর্য্যন্ত এই মুনিগণের স্বর্গবাস উক্ত হইয়া থাকে এবং কল্পাবসানে ইহাঁরা ব্রহ্মে লীন হইয়া, তাঁহারই তুল্যতা প্রাপ্ত হন। অন্যান্য যে সকল কৃতপুণ্য নৃপতি সমরে মৃত হইয়াছিলেন এবং যজ্ঞ ও দানে নিরত ছিলেন, তাঁহারাই ইন্দ্রলোকে যথাসুখে বাস করেন। সেই পুণ্যবান্ নৃপগণের নামোল্লেখ করিতেছি। ত্রসদস্যু, রাজর্ষি কৃতবেগ, কৃমি, নিমি, প্রতর্দ্দন, শিবি, মৎস, পৃথুলাক্ষ, বৃহদ্রথ, সুনীথ, নিষধাস্মজ নল, দিবোদাস, সুমনা, অম্বরীষ, ভগীরথ, ব্যশ্ব, সদশ্চ, ব্রধ্ন, পৃথুবেগ, পৃথুশ্রবাঃ, বৃহ-দশ্ব, বসুমনাঃ, ক্ষুপ, রুষদগু, বৃষসেন, শর্য্যাতি, শরভ, আর্ষ্টি-

সেন, দিলীপ, পুরুকুৎস, অঙ্গরিষ্ট, দুষ্মন্ত, সৃঞ্জয়, বিজয়, জয়, ভাঙ্গস্বরি, সুনীথ, নিষধ, বহীনর, করন্ধম, বাহ্লিক, শশবিন্দু, অলর্ক, কক্ষসেন, সহদেব, অর্জ্জুন, কপোতরোমা, তৃণক, ভূরিদ্যুম্ন, মহাশ্ব, পৃথাশ্ব, জনক, বৈণ্য, বোধসেন, পুরুজিৎ, জনমেজয়, ব্রহ্মদত্ত, ত্রিগর্ত্ত, উপরিচর, ইন্দ্রদ্যুম্ন ভীমজানু, গৌরপৃষ্ঠ, নয়, পদ্ম, মুচুকুন্দ, পৃথুলাশ্ব, অষ্টক, এই সকল এবং ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি অপরাপর চান্দ্র ও সৌর-বংশীয় ভূরিদক্ষিণ রাজগণ স্বর্গলোক ভূষিত করিয়া, উজ্জ্বল প্রভায় বাস করিতেছেন।

বাৎস্যায়ন কহিলেন,—যে স্বর্গবাসী নৃপতিবৃন্দ ভূরি-দক্ষিণ কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন, হে শেষ! তাঁহাদের চরিত সবিস্তরে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। হে ধরাধর নাগরাজ! কৃপা করিয়া, তাহা আমার নিকট বর্ণনা করুন।

অনন্ত বলিলেন,—আমি সমস্ত যুগে ও তাঁহাদের সমস্ত চরিত বর্ণন করিয়া, শেষ করিতে পারি না। অতএব হে দ্বিজবর! স্থূলতঃ বর্ণন করিতেছি। এইমাত্র যে সগরনামক ভূপতির নামোল্লেখ করিয়াছি, তাঁহারই চরিত কহিতেছি, শ্রবণ করুন। সূর্য্যবংশে বাহুনামে মহারাজ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তালবৃক্ষের ন্যায় জঙ্ঘাবিশিষ্ট হৈহয়বংশী-য়েরা তাঁহার রাজ্য হরণ করিল। কাম্বোজ, পহ্লব, পারদ, জবন ও শক এই পঞ্চগণ হৈহয়ের আক্রমণে সহায়তা করিয়া-ছিল। অনন্তর বাহুরাজ হৃতরাজ্য হইয়া, বনে গমন করিলেন। তখন তাঁহার পতিব্রতা পত্নী যাদবী অন্তর্বত্নী ছিলেন। যাদবীর সপত্নী ধর্ম্মান্ধ হইয়া, তৎপূর্ব্বেই গর্ভনাশের নিমিত্ত তাঁহাকে খাদ্যের সহিত গরল প্রদান করিয়াছিল। কিন্তু যাদবীর তপঃ

প্রভাবে গর্ভ নষ্ট হইল না। স্বয়ং রাজ্ঞীও দেবগণের অনুকম্পায় নিহত হইলেন না। সেই সাধ্বী নিজ পতির সহিত বনে গমনপূর্ব্বক সর্ব্বদা তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই বনে নৃপতি যোগের দ্বারা প্রাণত্যাগ করিলেন। যাদবী চিতা প্রস্তুত করিয়া, ভর্ত্তাকে তাহাতে আরোহণ করাইলেন। ভৃগুনন্দন ঔর্ব্ব (বাড়বানল) কারুণ্যবশতঃ সেই চিতা প্রজ্বলিত করিলেন। অনন্তর সেই ভার্গবের আশ্রমে যাদবী অগ্নিপ্রভ মহাবাহু এক পুত্র গরের (বিষ) সহিত প্রসব করিলেন। সেই নিমিত্তই বালকটির নাম সগর রক্ষিত হইল। ঔর্ব্বও সেই মহাত্মার জাতকর্ম্মাদি সম্পান্ন করিয়া, নিখিল বেদাধ্যয়ন ও শাস্ত্রশিক্ষা করাইলেন। দেবগণেরও দুঃসহ মহাঘোর আগ্নেয় অস্ত্রও ভার্গব তাঁহাকে প্রদান করিলেন। অতঃপর সেই অস্ত্রবলে তালজংঘ হৈহয়গণকে পশুবিনাশে উদ্যত রুদ্রের ন্যায় সগর সমরে বিনাশ করিলেন। এই যুদ্ধজয়ে তাঁহার যথেষ্ট যশঃ ঘোষিত হইল। তৎপরে শক, জবন, কাম্বোজ, পারদ এবং পহ্লবগণকেও নিঃশেষ করিতে ব্যবসিত হইলেন। মহাবীর সগর এইরূপে তাহাদের বধসাধন করায়, সকলে গিয়া, সূর্য্যবংশের পুরোহিত বশিষ্ঠের শরণ গ্রহণ করিল। বশিষ্ঠ ঋষি শরণাপন্নগণকে স্বীয় অধিকারে স্থাপন করিয়া, অভয়দানপূর্ব্বক সগরকে নিষেধ করিলেন। মহাবল সগর সেই প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া, পিতৃশত্রুগণের ধর্ম্মনাশ ও বেশান্তর উৎপাদন করিলেন। ভূপতি শকসমূহের অর্দ্ধমস্তকমুণ্ডন করাইলেন। জবন ও কাম্বোজদিগের সমস্ত শিরঃ মুণ্ডন করাইলেন। পারদগণকে মুক্তকেশ ও পহ্লবচয়কে শ্মশ্রুধারী করিলেন।

এবং তাহাদিগের সকলকেই বেদাধ্যয়ন ও বষট্কার হইতে চ্যুতাধিকার করিলেন। কোলিসর্প, মাহিষক, দর্ব্ব, চোল, সকেবল, খস, তুষার, চীল, মদ্র, কিষ্কিন্ধক, কৌগুল, বঙ্গ, শাল্ব ও কৌঙ্কলক প্রভৃতি সেই সমস্তই ক্ষত্রিয়, কেবল ধর্ম্ম হইতে নিরাকৃত হইয়াছে। পুরোহিতের বাক্যানুসারে বিকৃতবেসই সকল রাজন্যগণকে বশীকৃত করিয়া, স্বীয় রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। তাঁহার শৈব্যা ও বৈদর্ভীনাম্নী যৌবনবতী দুই ভার্য্যা হইল। অনন্তর উভয় পত্নীসহকারে কৈলাসপর্ব্বতে গমন করতঃ নৃপতি পুত্রকামনায় মহৎ তপস্যা করিতে লাগিলেন। তৎপরে ভগবান ত্র্যম্বক তাঁহার নিকট প্রাদুর্ভূত হইলেন। তিনি মহাদেব পিণাকীকে বরপ্রদানে উদ্যত দর্শন করিয়া, প্রণতিপূর্ব্বক পুত্রার্থ বর প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর মহাদেব প্রীত হইয়া, সপত্নীক নৃপতিকে বর দিলেন, যে তোমার এক পত্নীর গর্ব্ভে ষষ্টিসহস্র বীরপুত্র জন্মগ্রহণ করিবে। কিন্তু তাহারা সকলেই একত্রে ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে, কেবল অপর পত্নীর গর্ব্ভে এক বংশধর পুত্র জন্মিবে। রুদ্রদেব এইরূপ কহিয়া, সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। সগর পত্নীদ্বয়ের সহিত হৃষ্টমনে ও বরপ্রাপ্ত হইয়া, নিজ পুরে গমন করিলেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! অনন্তর তাঁহার কমললোচনা দুই ভার্য্যা বৈদর্ভী ও শৈব্যা উত্তম গর্ভধারণ করিলেন। বৈদর্ভীর গর্ব্ভ হইতে কালক্রমে এক অলাবু উৎপন্ন হইল। শৈব্যাও এক দেবরূপী কুমার প্রসব করিলেন। অনন্তর সগররাজ অলাবু বিসর্জ্জন করিতে ইচ্ছা করায়, এক মহাস্বনা দেববাণী হইল যে, হে নৃপ! অলাবুটী পরিত্যাগ

করিও না। যত্নপূর্ব্বক উহার বীজগুলি নির্গত করিয়া লইয়া, ঘৃতপূর্ণ পাত্রে স্বীয় শরীরজ স্বেদ নিক্ষেপ করতঃ তাহাতে উহা স্থাপন করুন। মহারাজ! ধাত্রী নিযুক্ত করুন। অতঃপর ষষ্টি সহস্রপুত্র লাভ করিবেন। হে রাজন্! দেবদেব স্বয়ংই পুত্র জন্ম আদেশ করিয়াছেন। আপনি এই নিয়মের অন্যথা করিবেন না। অন্তরীক্ষ হইতে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাহাতে বিশ্বাসপূর্ব্বক আদেশরূপ কার্য্য করিলেন। অনন্তর এক একটী বীজকে এক এক বার পৃথক করিয়া, ঘৃতপূর্ণ পাত্রসমূহে রক্ষা করিলেন। এক একটীর রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত একটী করিয়া ধাত্রী নিযুক্ত করিলেন। কিয়ংকাল মধ্যে এককালে মহাবল ষষ্টি সহস্র পুত্র সমুত্থিত হইল। মহাদেবের অনুগ্রহে উৎপত্তিমাত্রেই সেই সকল পুত্র মহাবল পরাক্রান্ত হইল। তাহারা সর্ব্বদা আকাশে পরিভ্রমণ করতঃ ক্রূরকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিত। তাহারা সংখ্যায় অধিক বলিয়া, মহত্তম সকল লোককেও অবজ্ঞা করিত এবং দেব, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষসাদি, সকলেরই প্রতি অত্যাচার করিত। সকল লোকই মহাবল সগরাত্মজগণ কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া, সকল দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া, ব্রহ্মার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অনন্তর সৃষ্টিপতি ব্রহ্মা কহিলেন,—হে দেবগণ! আপনারা লোকসমূহের সহিত এক্ষণে গমন করুন। সগরসুতবৃন্দ অচিরেই বিনষ্ট হইবে। ব্রহ্মা এইরূপ কহিলে, দেবগণ ও অন্যান্য লোক পরমেষ্ঠীর অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। বহুকাল পরে এই মহামতি সগর অশ্বমেধযজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন। ষষ্টি সহস্র পুত্রগণকেই তিনি অশ্বরক্ষণে নিযুক্ত করিলেন। সেই বীরগণ অশ্বরক্ষা

করতঃ যুদ্ধে বহুতর নৃপতির প্রাণ হরণ করিল। পরে ইন্দ্র নৃপের অশ্বমেধ সহ্য করিতে না পারিয়া, মায়া দ্বারা অশ্বটী সমুদ্র মধ্যে হরণ করিলেন। সগরতনয়গণ সসাগর সপ্তদ্বীপ অন্বেষণ করতঃ তুরঙ্গটী কোথাও না পাইয়া, অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তে পিতার নিকট আসিয়া কহিল, যে অশ্ব হৃত হইয়াছে। অনন্তর পিতার আদেশ ক্রমে তাহারা সর্ব্বদিকেই ঘোটকের অন্বেষণ করিল। পুনরায় পিতার আজ্ঞায় সর্ব্বদিক ও সমস্ত পৃথিবীতল বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া, অশ্ব বা অশ্বহর্ত্তাকে না পাইয়া, পিতার নিকট দ্রুতপদে আসিয়া, পুনর্ব্বার নিবেদন করিল,—মহারাজ! আমরা সমুদ্র, বন, দ্বীপ, নদ, নদী, কন্দর, পর্ব্বত প্রভৃতি পৃথিবীর সর্ব্বস্থানেই অন্বেষণ করিয়াছি। কিন্তু কুত্রাপি তুরঙ্গ বা বাজিহর্ত্তাকে প্রাপ্ত হইলাম না। সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাজা দৈববশে ক্রোধে অধীর হইয়া কহিলেন,—পুত্রগণ! যাও, যাবৎ অশ্ব না পাও, তাবৎ আমার নিকটে কোনক্রমে আসিও না। সগরনন্দনেরা পিতার এই বচন শ্রবণ করিয়া, পুনর্ব্বার ও সমস্ত পৃথিবী বিচরণ করিতে লাগিল। অনন্তর সেই বীরগণ পৃথিবীতে একটী বিদার (চীড়) দেখিতে পাইলেন। সেই ছিদ্র প্রাপ্ত হইয়া, কোদাল প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা সেই স্থান খনন করতঃ সমুদ্রাভিমুখে চলিল। তাহাদের খননে সমুদ্র নিতান্ত ক্লেশ অনুভব করিতে লাগিলেন। অসুর, উরগ, রক্ষ ও অন্যান্য বিবিধ জন্তু হাহারব করতঃ সগরপুত্রগণ কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইতে লাগিল। প্রাণিগণ ছিন্নশীর্ষ ভিন্নমুখ ছিন্নতগস্থি হইয়া, শত সহস্র খণ্ডে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। এইরূপে সমুদ্র খনন করতঃ সগরপুত্রগণের বহুকাল অতীত

হইল, কিন্তু অশ্ব দৃষ্ট হইল না। অনন্তর সমুদ্রের পূর্ব্বোত্তরদেশে পাতালভেদ করিয়া, সগরাত্মজগণ তাহাতে প্রবিষ্ট হইল। তৎপরে তাহারা দেখিল অশ্ব তথায় তৃণ ভক্ষণ করিতেছে। কপিলমুনি স্বীয় তেজে সেই স্থান উজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছেন। তাহারা অশ্বদর্শনে পুলকিততনু হইয়া, কপিলমুনিকেই অশ্বহর্ত্তা স্থির করিয়া, শূল ও মুদ্গর হস্তে ক্রুদ্ধ হইয়া, মুনির অভিমুখে ধাবিত হইল। অনন্তর দেব হূতীসুত মুনিবর কপিল কুপিত হইয়া, চক্ষু বিকৃত করিয়া, তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার নেত্র হইতে উজ্জ্বল অগ্নি উদ্ভূত হইয়া, সেই কুবুদ্ধি সগরতনয়গণকে দগ্ধ করিল।

দেবর্ষি নারদ সগরসন্নিধানে গমন করতঃ তাঁহার সুতনিচয়ের নিধনসংবাদ বিজ্ঞাপন করিলেন। মহীপতি নিতান্ত শোকবিহ্বলচিত্তে পুত্রদিগের ও যজ্ঞাশ্বের বিষয় চিন্তা করিলেন। তৎপরে অধার্ম্মিক পরিত্যক্ত পুত্র অসমঞ্জার নন্দন অংশুমানকে আহ্বানকরিলেন। বাৎস্যায়ন জিজ্ঞাসা করিলেন,—এই বীরপুত্র অসমঞ্জাকে পরিত্যাগকরণের কারণ কি? অনন্ত কহিলেন,—অসমঞ্জা পুরবাসীগণের পুত্রদিগের স্কন্ধদেশ ধারণ করতঃ জলমগ্ন করিয়া দিত। পুরবাসীগণ প্রতিদিন এইরূপ রাজপুত্র কর্ত্তৃক পুত্রবিনাশ সহ্য করিতে না পারিয়া, মহারাজ সগরকে এই কথা নিবেদন করিল। রাজা পুত্রের এই প্রকার অধার্ম্মিক আচরণের কথাশ্রবণে সচিবগণকে আদেশ করিলেন, যে এই পুত্রকে বিদূরিত করিয়া দাও। রাজাজ্ঞা মন্ত্রীগণ পালন করিলেন। রাজকুমার অসমঞ্জা এই আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া, যোগবলে পুরবাসীগণের

পুত্রদিগকে জল হইতে উত্তোলন করতঃ পুনর্জীবিত করিয়া, প্রদান করিলেন। রাজপুত্রের সংসারবিষয়ে বিরক্তি বশতঃ অরণ্যে তপস্যার নিমিত্ত গমন করিলেন। পুরবাসীগণ নিজ নিজ জীবিত পুত্র পুনর্দর্শন করিয়া, সহর্ষে মহারাজকে জানাইলেন যে তাঁহারা পুনরায় জীবিত পুত্র লাভ করিয়াছেন। নৃপতি পুত্রের এই অসাধারণ গুণের কথাশ্রবণে আহ্লাদিত হইলেন বটে, কিন্তু এইরূপ পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া, তাঁহার পরিতাপের পরিসীমা রহিল না।

অনন্তর অংশুমান পিতামহের আদেশ ক্রমে সেই সমুদ্রের ছিদ্র সমীপে গমন করিলেন। সেই ছিদ্রপথ দিয়া যে স্থানে মহামুনি কপিল যোগে উপবিষ্ট আছেন এবং যজ্ঞতুরঙ্গম আবদ্ধ আছে, তথায় অংশুমান উপস্থিত হইলেন। তিনি স্তব ও নমস্কার দ্বারা মুনিশ্রেষ্ঠের ক্রোধের শান্তি করতঃ হর্ষ বর্দ্ধিত করিলেন। মুনি হৃষ্টচিত্তে অংশুমানকে বর প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। অংশুমান প্রথম বরে যজ্ঞীয় অশ্ব প্রার্থনা করিলেন। দ্বিতীয় বরে এই প্রার্থনা করিলেন, যে তাঁহার বিনষ্ট ও পতিত খুল্লতাতগণ স্বর্গপ্রাপ্ত হন। মহামুনি কপিল প্রথম বরদান করতঃ কহিলেন,—তোমার খুল্লতাতগণও স্বর্গ প্রাপ্ত হইবেন, কিন্তু তাঁহারা যখন কুকর্ম্মানুরক্ত ছিলেন, তখন পবিত্র গঙ্গাসলিল তাঁহাদিগের ধ্বংশাবশিষ্ট ভস্ম স্পৃষ্ট না হইলে, দেবনিবাসে যাইতে পারিবেন না।

তদনন্তর অংশুমান মুনিবরের নিকট বিদায় লইয়া, তুরঙ্গমের সহিত পিতামহের সমীপে উপস্থিত হইয়া, অশ্ব দান করতঃ খুল্লতাতগণের বিনাশ বিষয়ের সমস্ত বিবরণ নিবেদন করিলেন। যজ্ঞদীক্ষিত নৃপবর পুত্রদিগের অসৎ

কর্ম্মের বিষয় বিদিত হইয়া, তাঁহাদিগের বিনাশজনিত শোক হইতে অনেকপরিমাণে শান্ত হইয়া, যজ্ঞে মনোনিবেশ করিলেন। পৌত্র অংশুমান যজ্ঞের সমস্ত আয়োজন করিয়া দিলেন। যজ্ঞসমাপন হইলে, দেবগণ পুলকিত হইয়া, সমুদ্রকে সগরের পুত্র করিয়া দিলেন। যজ্ঞসমাপ্তির পর বহুকাল ইহলোকে রাজত্ব করিয়া, মহারাজ সগর পৌত্রকে রাজত্ব প্রদানপূর্ব্বক দেবলোকে গমন করিলেন। ত্রিদশালয়েও তিনি দ্বিতীয় দেবেন্দ্রের ন্যায় সুখসাচ্ছন্দ্যে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এই পুণ্যবান্ সগর রাজার উপাখ্যান কথিত হইল।

ষোড়শ অধ্যায়।

বাৎস্যায়ন জিজ্ঞাসা করিলেন,—কিপ্রকারে গঙ্গা ইহলোকে আগমন করিলেন, তদ্‌বৃত্তান্ত এক্ষণে বলিতে আজ্ঞা হউক। অনন্ত কহিলেন,—পিতামহের পরলোক গমনের পর অংশুমান বহুকাল অবিকল পিতামহের ন্যায় প্রজাপালন করতঃ বৃদ্ধবয়সে অরণ্যে গমন করিয়া, গঙ্গা আনয়ন করিবার নিমিত্ত তপস্যায় নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার পুত্র দিলীপ রাজত্ব করিতে লাগিলেন। অংশুমান বহু দিন তপস্যার পর গঙ্গার অবতারণা করিতে অসমর্থ হইয়া, দেবলোকে গমন করিলেন; অংশুমানও বহুদিন রাজত্ব করিয়া, গঙ্গা আনিবার চেষ্টা করি-

লেন, কিন্তু তিনিও কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া, অপুত্রক দশায় পরলোক গমন করিলেন। এই নরপতির দুই ভার্য্যা থাকিল। তাঁহারা নিয়ত বংশনিধন বিষয়ে চিন্তা করিয়া, নিতান্ত ব্যাকুলচিত্ত হইয়া, কুলপুরোহিত বশিষ্ঠের নিকট গমন করিলেন!

যুবতী রাজমহিষীদ্বয় মুনিবরের নিকট উপস্থিতা হইয়া, রাজ্য ও বংশবিনাশের বিষয় বিদিত করিলেন। মুনি প্রনিধান করতঃ কহিলেন,—হে সুলোচনে! আমি দেখিতেছি, তোমাদিগের বংশনিধন হইবে না। তোমাদের উভয়ের একটি মহাত্মা পুত্র জন্মিবে। অনন্তর মুনি পুত্রেষ্টির বিধানানুসারে চরু প্রস্তুত করিয়া, তাহাদের মধ্যে অন্যতরাকে তাহা ভক্ষণ করিতে আদেশ করিলেন এবং এক জনকে পুরুষভাবে মৈথুনে প্রবৃত্ত হইতে বলিলেন। মুনিবাক্যানুসারে কালে জ্যেষ্ঠা একটি পুত্র প্রসব করিলেন। পুরুষের রেতঃ ব্যতিরেকে এই সন্তান উৎপন্ন হওয়ায়, নিরস্থি মাংসপিণ্ডের ন্যায় হইল। কেবল ভগ হইতে জন্ম বলিয়া, পুত্রের নাম ভগীরথ হইল। রাজ্ঞীদ্বয়ের লালন পালনে ভগীরথ ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া, বেদাদি পাঠ করিতে লাগিলেন। বালকের দেহে অস্থি না থাকায়, আকৃতি নিতান্ত কদর্য্য হইয়া ছিল। একদা ভগীরথ পাঠার্থ গুরুসন্নিধানে গমন করিলে, অষ্টাবক্র মুনিকে তথায় দর্শন করিয়া প্রণাম করিলেন। মুনিবর তাঁহার স্বাভাবিক ভঙ্গুর বাক্যপরম্পরা শ্রবণ করিয়া, সকোপে কহিলেন,—কি! আমাকে প্রণাম করিয়া ও বাক্যে ভঙ্গুরতা প্রদর্শনপূর্ব্বক উপহাস করিতেছিস? যদি যথার্থ উপহাস করিয়াই থাকিস, তবে তুই সদ্যই ভস্মসাৎ হ! নতুবা যদি তোর এই স্বর স্বাভাবিক হয়, তবে সদ্যই সুরূপ ও সবল দেহ হউক।

ভগীরথ বলবান্ বীর ও কন্দর্পের ন্যায় সুরূপ হইয়া, মুনিকে স্তব ও প্রণামপুরঃসর তদীয় অনুজ্ঞা লইয়া, গুরুর সমীপে গমন করিলেন। অনন্তর বশিষ্ঠ তাঁহার সেই দিব্যরূপ দর্শনে প্রাচীন সচিবগণ দ্বারা তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। তিনি রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়া, পরহৃত পৈতৃক রাজ্য উদ্ধার করিলেন এবং সচিবের হস্তে রাজ্য ভার ন্যস্ত করিয়া, দুঃখিতান্তঃকরণে তপশ্চরণে হিমালয়ের উপত্যকায় প্রস্থান করিলেন। তথায় তপশ্চর্য্যা দ্বারা অপগতকলুষ হইয়া, গঙ্গার আরাধনা করিলেন। অনন্তর সিদ্ধসাধ্য-গন্ধর্বাদি-বিরাজিত অনন্ত শোভায় শোভিত নাগধিপতির দর্শন লাভ করতঃ ফলমূলাম্বুভোজনে তথায় সহস্রবর্ষব্যাপিনী ঘোর তপস্যা করিলেন। এইরূপে সহস্র দেববর্ষ ব্যাপিয়া তপস্যা করায় জাহ্নবী ভগীরথকে দর্শন দিলেন। ভগীরথ কহিলেন,—মাতঃ! আমার পিতামহগণ কপিলের ক্রোধানলে ভস্মীভূত হইয়াছেন। আপনার পবিত্র সলিল তাঁহাদিগের ভস্মরাশিতে সংস্পৃষ্ট না হইলে, তাঁহারা দেবলোকে গমন করিতে পারিবেন না। অতএব জননি! তাঁহাদের যাহাতে উদ্ধার হয়, তদুপায় করিতে আজ্ঞা হউক। অনন্তর অনন্ত কহিলেন,—গঙ্গা বলিলেন, যে আমি তোমার পিতৃপুরুষদিগকে উদ্ধার করিতে সম্মত আছি, কিন্তু আমার বেগ বসুধা সহ্য করিতে সমর্থ হইবেন না। আমি ভূমিতল ভেদ করিয়া, পাতালপুরে প্রবেশ করিতে পারি। তুমি যাও, দেবদেব মহাদেবের আরাধনা কর। তিনি সুপ্রসন্ন হইয়া, আমার বেগ তাঁহার শিরে ধারণ করিতে সম্মত হইলে, আমি বেগ-

বর্তী হইয়া তোমার পূর্ব্বপুরুষগণকে দেবলোকে প্রেরণ করিব।

অতঃপর ভগীরথ গঙ্গার নিকট বিদায় লইয়া, হিমালয়ে গমন করতঃ শূলপাণির আরাধনা করিলেন। ব্যোমকেশ সদয় হইয়া, দর্শন দান করতঃ ভগীরথের মনোরথ পূর্ণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। উভয়ে হিমালয়ের নিকট দণ্ডায়মান হইলেন। ভগীরথ গঙ্গার স্তব দ্বারা স্মরণ করিলে, স্বর্গ হইতে প্রবলবেগে মহেশের মস্তকোপরি ধবল গঙ্গাস্রোতঃ নিপতিত হইতে লাগিল। তাহাতে বিবিধ মৎস্যাদি জলজন্তু ছিল। দেব যক্ষ গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, গঙ্গাপতন দর্শন করিতে আসিলেন। মহেশ হাস্য করতঃ হিমাচলসুতার বেগ সহ্য করিতে লাগিলেন। জাহ্নবী শূলপাণির জটা সমূহহইতে নির্গমনে সমর্থ হইলেন না। ভগীরথ ব্যোমকেশকে স্তবস্তুতি করায়, একটী জটাগ্রভাগ ছিন্ন করাতে গঙ্গা সবেগে হিমাচলগহ্বরে প্রবিষ্ট হইলেন। তথায় জাহ্নবীর বিলম্ব দেখিয়া ,ভগীরথ জিজ্ঞাসা করিলেন,—দেবি! এস্থানে এত বিলম্ব করিতেছেন কেন? সত্বর চলুন, আমার পিতামহগণ উদ্ধার না পাওয়াতে আমার বড় ক্লেশ হইতেছে। গঙ্গা কহিলেন, বৎস! হিমাচল আমার পিতা। আমি এস্থান ভেদ করিয়া, বহির্গত হইতে পারিব না। তুমি যাও, ঐরাবতকে সন্তুষ্ট করিয়া, এখানে আনয়ন কর। ঐরাবত দন্তের দ্বারা এই গহ্বর ছিদ্র করিলে আমি বাহির হইতে পারিব।

অনন্তর ভগীরথ ঐরাবতের আরাধনা করিতে গেলেন। বহু-দিন উপাসনা করায় ঐরাবত প্রসন্ন হইয়া, বর প্রদানে উদ্যত হইলেন। ভগীরথ নিজ ইপ্সিত বিষয় গজরাজকে

বিজ্ঞাপন করিলেন। ঐরাবত কহিলেন,—আমি হিমাচলগহ্বর ছিদ্র করিতে সম্মত আছি, কিন্তু একার্য্য সহসা করিতেছিনা। তুমি যাও গঙ্গার নিকট জিজ্ঞাসা কর। যদ্যপি তিনি আমাকে আলিঙ্গন দিতে সম্মত থাকেন, তবেআমি হিমাদ্রিগহ্বর বিদীর্ণ করিব।

তৎপরে ভগীরথ জাহ্নবীর নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—দেবি! ঐরাবত বলিয়াছেন আপনি তাঁহাকে আলিঙ্গন দিতে অস্বীকার না করিলে, তিনি হিমাদ্রিগহ্বর বিদীর্ণ করিতে আসিবেন। গঙ্গা কহিলেন,—ঐরাবত আমার তরঙ্গ বারত্রয় ধারণ করিতে সমর্থ হইলে, আমি তাহাকে আলিঙ্গন করিব।

হিমালয়সুতার এই বচন শ্রবণ করিয়া, ভগীরথ ঐরাবতের নিকট গমন করিলেন। ঐরাবত জাহ্নবীর প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, হিমাদ্রিগহ্বর বিদীর্ণ করিতে আসিলেন। ঐরাবত হিমালয়গহ্বরে ছিদ্র করতঃ শুণ্ডের দ্বারা ভূমি ও দন্তের দ্বারা পর্ব্বত আশ্রয় করিয়া, গঙ্গার বেগধারণের জন্য দণ্ডায়মান রহিলেন। গঙ্গার প্রথম তরঙ্গে মত্ত মাতঙ্গ দশ যোজন দূরে প্রেরিত হইলেন। দ্বিতীয় তরঙ্গে দশ যোজন অন্তরে নিক্ষিপ্ত হইলেন। তৃতীয় তরঙ্গে ভগ্নাঙ্গ হইয়া, মুমূর্ষুপ্রায় সহস্রযোজন দূরে হস্তিনাপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হস্তী এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং ঐস্থানে পুরুরাজের রাজধানী ছিল বলিয়া, এই স্থানের নাম হস্তিনা পুর হইয়াছে। অনন্তর সেই স্থান হইতে করী গঙ্গাকে স্তব করতঃ তাঁহার অনুজ্ঞা লইয়া, নিজ দেশে গমন করিলেন।

অনন্তর গঙ্গা ভগীরথের প্রদর্শিত পথে গমন করিতে লাগিলেন। পথি মধ্যে মহামুনি জহ্নু কুশসমিৎ পুষ্পাদি আহরণ করতঃ পূজা করিতে ছিলেন। হিমালয়সুতার প্রবলপ্রবাহে সমস্ত পূজোপকরণ বিপ্লুত হইতে দেখিয়া, মুনিবর ক্রোধান্বিত হইয়া কহিলেন, কোন্ দুর্বুদ্ধি নদী আমাকে অবজ্ঞা করিতেছে? এই কথা বলিয়াই, মুনি মৎস্যনক্রাদিসংকুল গঙ্গাকে গণ্ডুষ দ্বারা পান করিলেন।

ভগীরথ এই প্রকারে মুনি কর্তৃক গঙ্গাকে নিপীত দেখিয়া, নিতান্ত দুঃখিত হইলেন। তিনি মুনিবরকে স্তব করিতে লাগিলেন। কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! গঙ্গা আপনার অবমাননা করেন নাই। আপনি মহাতেজোবান, আমি পতিতপাবনী গঙ্গাকে আমার পিতৃপুরুষগণের উদ্ধারার্থ লইয়া যাইতেছি। আপনি কৃপা করিয়া, পতিতোদ্ধারিণীকে ত্যাগ করুন। মুনি গঙ্গাকে কহিলেন,—তুমি আমার কন্যা হইয়া, মহীতলে জাহ্নবী নামে খ্যাত হইবে। এই কথা বলিয়া, কুশাগ্র দ্বারা মুনিবর স্বীয় উদর বিদীর্ণ করিলেন। জাহ্নবী প্রবল বেগে বহির্গতা হইলেন এবং ভগীরথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

পথি মধ্যে জাহ্নবী কহিলেন,—হে মহারাজ ভগীরথ! আমি তোমারও কন্যা হইলাম। জগতে আমার নাম ভাগীরথী হইবে। অতঃপর গঙ্গা ভগীরথের পিতৃপুরুষগণ যে স্থানে কপিল ক্রোধানলে ভস্মরাশি হইয়া আছেন, তথায় গিয়া শতমুখী নামে বিশ্রুত হইলেন। হিমালয়সুতার পবিত্র সলিল সেই সকল ভস্মরাশিতে স্পৃষ্ট হইতে হইতে ষষ্টিসহস্র নৃপনন্দন তেজোময় শরীর প্রাপ্ত হইয়া, উত্তম বিমানে আরো-

হণ করিয়া, ভগীরথকে ভূরি ভূরি প্রশংসা করতঃ ত্রিদশালয়ে গমন করিলেন।

নৃপতি ভগীরথ হৃষ্টচিত্তে গঙ্গাসলিল দ্বারা পিতৃলোকদিগের তর্পণ করিলেন। সমুদ্র ও কুম্ভযোনি অগস্ত্য কর্ত্তৃক পীত হইয়া শুষ্কসলিল হইয়াছিলেন, এক্ষণে জাহ্নবীর জলে পূর্ব্ববৎ পূর্ণ হইলেন। হে মহারাজ! ভগীরথ যে রূপে পিতৃগণের উদ্ধারার্থ গঙ্গার অবতারণ করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করিলাম। এই ভাগীরথী মহাপাতক বিনাশ করেন। ইহাঁর নাম উচ্চারণে ও বিবরণপাঠে মহাপাতকনাশ হয়। বিষ্ণুর সদৃশ দেবতা নাই; কাশীরতুল্য পুরী নাই, গঙ্গার ন্যায় তীর্থ নাই এবং বিপ্রের সমান অতিথি ও দৃষ্ট হয় না।

সপ্তদশ অধ্যায়।

অনন্ত কহিলেন,--বলাসুরনাশক ধুন্ধুমারের নামপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে; তাঁহারই ভয়াবহ উপাখ্যান এস্থলে বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ করুন। উতঙ্ক নামে মহর্ষি ছিলেন। মরুধন্বদেশে তাঁহার আশ্রম ছিল। তিনি বহুবর্ষ যাবৎ বিষ্ণুর আরাধনা করতঃ দুষ্কর তপস্যা করিয়া ছিলেন। অনন্তর বিষ্ণু প্রতী হইয়া দর্শন প্রদান করিলেন এবং মহর্ষি বিষ্ণুকে এইরূপে স্তব করিলেন।---আপনি সুরাসুর মানব সমস্ত প্রজার সৃষ্টি করিয়াছেন। আপনার স্তব করিতে কে শক্ত হয়? হে

দেবেশ! আকাশ তোমার মস্তক, চন্দ্রসূর্য্য তোমার চক্ষুদ্বয়, পবন নিশ্বাস, বহ্নি তেজঃ দিক্ সকল হস্ত, সমুদ্র উদর, অম্বর নাভি, পৃথিবী চরণ ও ওষধিগণ তোমার লোম। তোমার সন্তোষেই জগতের সন্তোষসাধন হয়। তুমি ক্রুদ্ধ হইলে, মহৎ ভয়ের কারণ, তুমি ভীতগণের ভয়াপহারী, দুঃখিদিগের দুঃখ-নাশক, এই চরাচর জগৎ তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত। এইরূপে স্তব করাতে প্রসন্ন হইয়া বিষ্ণু কহিলেন, তুমি বরগ্রহণ কর। উতঙ্ক কহিলেন,—আমার ইহাই বর, যে তুমি শাশ্বত জগৎস্রষ্টা দিব্য পুরুষ হইয়াও আমাকে দর্শন দিয়াছ। হৃষিকেশ কহিলেন, তুমি যথার্থই আমার পরমভক্ত। আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি। হে ব্রহ্মন্! আমার নিকট হইতে তোমার একটী উত্তম বর অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। মুনিবর কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন,—যদ্যপি আপনার বর প্রদান করিতেই নিতান্ত অভিলাষ হয়, তবে আমাকে এইবর দান করুন, যে ধর্ম্ম সত্য ও দমে আমার শক্তি হয়। যেন আপনার আরা-ধনায় চিত্ত সর্ব্বদা রত থাকে। হরি এই কথাশ্রবণে কহি-লেন,—তোমাকে এমত বরপ্রদান করিতেছি, যে তাহাতে তুমি ত্রিলোকের উপকার সংসাধন করিতে পারিবে। সমস্ত লোকের অনিষ্টকারী ধুন্ধুনামক এক মহাসুর জন্মিবে। সে তোমার অনিষ্ট করিবে। অতএব তাহার বধের উপায় শ্রবণ কর।—বৃহদশ্ব নামে এক পরমপরাক্রমশালী নৃপতি জন্মি বেন। তাঁহার পুত্র কুবলাশ্ব মদীয় তেজঃ গ্রহণ করতঃ ধুন্ধুকে বিনাশ করিয়া, ধুন্ধুমার নামগ্রহণ করিবে। এই কথা কহিয়া সনাতন বিষ্ণু অন্তর্হিত হইলেন।

ইক্ষ্বাকু বর্ত্তমান থাকিতেই শশাদনামক নৃপতি সমস্ত

পৃথিবী প্রাপ্ত হইয়া, আযোধ্যায় রাজা হইলেন। শশাদের দায়াদ ককুৎস্থ জন্ম গ্রহণ করিল। ককুৎস্থের পুত্র অনেনা, অনেনার পুত্র পৃথু, পৃথুর পুত্র বিষ্টরাশ্ব, তাহার ঔরসে আদ্রের জন্ম হইল। আদ্রের পুত্র যুবনাশ্ব, তাহার স্রাব নামে পুত্র হইল। স্রাবের ঔরসে স্রাবস্তক, ও তদীয় কন্যা স্রাবস্তী নামে অভিহিতা। স্রাবস্তের দায়াদ মহাবল বৃহদশ্ব। বৃহদশ্বের দায়াদ কুবলাশ্ব। কুবলাশ্বের একবিংশতি সহস্র পুত্র। সকলেই বিদ্যাবিসারদ ও দুরাসদ প্রবলপরাক্রম হইল। কুবলাশ্ব পিতার অপেক্ষা গুণবান্ ছিলেন। পিতা বৃহদশ্ব যথাকালে তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। অনন্তর বৃহদশ্ব অরণ্যে তপস্যার নিমিত্ত গমন করিলেন। তৎপরে উতঙ্ক শ্রবণ করিলেন, যে সেই রাজর্ষি বনে আগমন করিয়াছেন। মহর্ষি তাঁহার অভিমুখে গমন করিয়া, তপস্যা হইতে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিলেন এবং কহিলেন, প্রজারক্ষণই আপনার কর্ত্তব্য। হে রাজন্! তাহাই করুন। আপনার প্রসাদে আমরা বস্তুতই নিরুদ্বেগ হইব। আপনার বনে আগমন করা উচিত হইতেছে না। ভবদীয় শাসনে সমস্ত শঙ্কা দূরীভূত হইতেছে। ক্ষত্রিয়ের প্রজাপালনই পরম ধর্ম্ম। তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বানপ্রস্থ অবলম্বন আপনার শোভা পায় না। আপনি নিরুদ্বেগে তপশ্চরণ করিতে পারেন না। কারণ, এই আশ্রমের সমীপে ভূমির অভ্যন্তরে অমিতবিক্রম মহাসুর ধুন্ধু বাস করিতেছে। অদ্য তাহার নিধন করিয়া, যথেচ্ছা গমন করুন। হে নৃপতে! সেই দুর্জয় অসুর ব্রহ্মার বরে দেবগণের, দৈত্যবর্গের, রাক্ষসনিচয়ের, নাগ ও যক্ষবৃন্দের এবং গন্ধর্ব্বসমূহের অবধ্য হইয়াছে। এক্ষণে লোকবিনাশের নিমিত্ত

তপস্যায় কৃতমানস হইয়া শয়িত আছে। তাহাকে বিনাশ করিয়া, বনে গমন করুন, আপনার অনন্ত কীর্ত্তি ঘোষিত হইবে। সেই অসুর এক্ষণে বালুকায় আচ্ছাদিত হইয়া, পৃথিবীর অভ্যন্তরে শয়ান আছে। সম্বৎসরাবসানে একবার নিশ্বাস পরিত্যাগ করে। সেই সময়ে বৃক্ষপর্ব্বতসহিত পৃথিবী কম্পিত হইতে থাকে। নিশ্বাসোৎপন্ন বায়ু দ্বারা যে ধূলিরাশি উত্থিত হয়, তাহাতে সূর্য্যের পথাবরোধ করতঃ সপ্তাহ ভূমিকম্প হয়। তাহা হইতে বিস্ফুলিঙ্গ ও অগ্নিশিখার সহিত প্রবল ধূমরাশি উত্থিত হইতে থাকে। হে মহীপতে! সেই হেতু, স্বীয় আশ্রমে অবস্থিতি করিতে পারিতেছি না। অতএব লোক হিতসাধনে অভিলাষ থাকিলে তাহাকে বিনাশ করুন। সেই মহাসুর বিনষ্ট হইলে, সমস্ত লোক সুস্থ হইবে। আপনি তাহার বিনাশে সক্ষম, আর কেহই নহে। আপনার তেজে বিষ্ণুর তেজ সংযোজিত হইবে। স্বয়ং নারায়ণ প্রীত হইয়া, আমাকে এই বর দিয়াছিলেন। আপনি যে তেজে সেই মহাসুরকে বধ করিবেন, সেই তেজ আমার তেজে মিশ্রিত হইয়া দীপ্তিমান হইবে। সেই বৈষ্ণব তেজে স্বীয় তেজ বর্দ্ধিত করিয়া, সেই ভয়ঙ্কর দৈত্যেন্দ্রকে নিসূদন করুন।

রাজর্ষি বৃহদশ্ব মুনিশ্রেষ্ঠের এই বচন শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—আমি অল্পতেজা; আমা হইতে দুরাত্মা ধুন্ধু বিনষ্ট হইবার নহে। আমার পুত্র মহাবলপরাক্রম কুবলাশ্ব সেই মহাসুরকে নিধন করিতে পারক হইবে। আমি সর্ব্ব প্রকার আয়ুধই পরিত্যাগ করিয়াছি। আপনি অনুজ্ঞা করুন, আমি আমার মহাবল পুত্রকে আনয়ন করি। মহামুনি এই প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন। রাজর্ষি পুত্রকে সংবাদ

প্রদান করতঃ অরণ্যে তপস্যা করিতে গমন করিলেন। বাৎস্যায়ন কহিলেন,—হে ভগবন্! এই মহাদৈত্য কে? কাহার পুত্র? কাহারইবা পৌত্র? আর কিরূপেই বা তাদৃশ বলপ্রাপ্ত হইল? আমি এই সকল বৃত্তান্ত জানিতে ইচ্ছা করি। অনন্ত কহিলেন,—জলপ্লাবনে পৃথিবী একার্ণব হইলে, বিষ্ণু আমার ভোগোপরি যোগাশ্রয়ে নিদ্রিত হইয়াছিলেন। আমার ফণাবিতান বহুযোজনবিস্তৃত, তাহাতে তাঁহার তেজোময় শরীর উত্তম শোভা পাইতে লাগিল। তাঁহার নাভিদেশ হইতে একটী সুন্দর মৃণালোপরি সূর্য্যবৎ সমুজ্জ্বল কমল বিকসিত হইল। সেই পদ্মমধ্যে ব্রহ্মার জন্ম হইল। পদ্ম মধ্যে ব্রহ্মার জন্ম হয় বলিয়াই তাঁহাকে পদ্মযোনি বলিয়া পণ্ডিতগণ বর্ণনা করিয়া থাকেন। ব্রহ্মার চতুর্মূর্ত্তি ও চতুর্ব্বেদস্বরূপ চতুর্মুখ ও সেই অরবিন্দমধ্যে তাঁহার দ্বিতীয় ভাস্করসদৃশ শরীর উত্তম শোভা পাইতে লাগিল।

অনন্তর মধুকৈটভনামক ভীষণ প্রবলপরাক্রম দৈত্যদ্বয় এইরূপ শয়িত দেবের নাভিদেশে বিকসিত কুসুমদর্শনে পুলকিত ও বিস্মিতচিত্ত হইয়া তৎসমীপে আগমন করিলেন, ব্রহ্মা পদ্মমধ্যে ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। তৎসহকারে মৃণালটী পর্য্যন্ত ও কাঁপিতে লাগিল। তাহাতে বিষ্ণু জাগরিত হইলেন। তিনি বলবান্ দৈত্যদ্বয়ের ভীষণ মূর্ত্তি দর্শনে পুলকিত হইয়া কহিলেন, হে বীরযুগল! আমার নিকটে আসিয়া বর গ্রহণ কর। দৈত্যদ্বয় কহিল, আপনার নিকট আর কি বর লইব? প্রয়োজন হয়, আপনি আমাদিগের নিকট হইতে বর গ্রহণ করুন। হরি কহিলেন, আমার প্রয়োজন আছে, আমি তোমাদিগের নিকট হইতে বর লইব।

তোমরা মহাবীর। আমাকে এই বর দান কর, যে আমি তোমাদিগকে বধ করিতে পারি। দৈত্যযুগল কহিলেন, সেইবরই আপনাকে প্রদান করিলাম। হে মহাত্মন্! আমরা মিথ্যাবাদী নহি। সত্যাচরণ সত্যকথনই আমাদিগের ধর্ম্ম। আমরা উপহাসপূর্ব্বক ও কদাচ মিথ্যা কথা কহিনা। সম্প্রতি অদ্য জলপ্লাবনে পৃথিবীতে কিছুমাত্র স্থান পাইতেছিনা। অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া, আমাদিগকে একটু জলশূন্য স্থান দেখাইয়া দিন। হরি নিজের উরুদেশে দৈত্যদিগকে স্থান দান করতঃ চক্র দ্বারা তাহাদিগের শিরশ্ছেদন করিলেন।

অনন্তর মধুকৈটভের পুত্র ধুন্ধু পিতামহ ব্রহ্মার দুষ্কর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইল। বহুতপস্যার পর ধাতা সন্তুষ্ট হইয়া, বরদান করিতে অগ্রসর হইলেন এবং কহিলেন, হে বীরবর! বরগ্রহণ কর। ধুন্ধু কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন,— হে মহাত্মন্! আমাকে এই বরদান করুন, যেন আমি দেব রক্ষঃ যক্ষ গন্ধর্ব্বের অবধ্য হই। আমার অতুল পরাক্রম হউক। আমি উক্ত লোকগণকে যেন সমরে পরাভব করিতে সমর্থ হই। প্রজাপতি ব্রহ্মা "তথাস্তু" বলিয়া, বর প্রদান করতঃ স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ধুন্ধু বিষ্ণুকে পিতৃশত্রু বলিয়া জানিলেন, বিষ্ণু ধুন্ধুর মনোভাব বুঝিয়া, মায়াপূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন। তৎপরে ধুন্ধু চতুর্দ্দিকে ও স্বর্গে গমনপূর্ব্বক সকল লোককে সংগ্রামে পরাস্ত করতঃ বন্ধন করিলেন। বিষ্ণুর অনুসন্ধান করিতে না পারিয়া, ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কোথাও হরিকে না পাইয়া, পরিশেষে তাহার প্রিয় উদ্দালকনামক শুষ্ক সাগরগর্ভস্থ রমণীয় স্থানে আগমন করতঃ তপস্যায় মগ্ন হইলেন, ক্রমে বালুকারাশিতে

আচ্ছন্ন হইয়া ভূমি মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার নিশ্বাসানলে তদ্দেশের দ্রুমলতাদি বিদগ্ধ হইতে লাগিল। এইরূপে মুনিবর উতঙ্কের তপস্যার ব্যাঘাত জন্মিতে লাগিল।

অনন্তর সেই স্থানে এক বিংশতি সহস্র পুত্র ও সৈন্য-সামন্তসমভিব্যাহারে মহারাজ কুবলাশ্ব উপস্থিত হইলেন। তাঁহার শরীরমধ্যে বৈষ্ণব তেজঃ প্রবিষ্ট হইল। আকাশ পথে বিমানে আরোহণ করতঃ দেবগণ আগমন করিতে লাগিলেন। স্বর্গ হইতে অপ্সরাগণ কুসুমবৃষ্টি করিতে লাগিল। ঊর্দ্ধ দেশ হইতে দৈববাণী হইল, যে সত্বরই কুবলাশ্ব ধুন্ধুকে নিহত করিয়া, ধুন্ধুমার নামে জগতে বিখ্যাত হইবেন। স্বর্গে তাঁহার অবস্থিতির জন্য উত্তম স্থান নির্ণয় কর। তাঁহার পরিচর্য্যার নিমিত্ত দিব্য কামিনীগণকে নিযুক্ত কর। মনোহর সুশীতল বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। তদ্দেশীয় দ্রুমলতাগণ উত্তম কুসুমরাজিতে সুশোভিত হইল। সুগন্ধে সেই-স্থান পরিপূর্ণ হইল।

তদনন্তর কুবলাশ্বের নন্দনগণ কুদ্দাল প্রভৃতি অস্ত্রের দ্বারা ক্ষিতিতল খনন করিতে লাগিলেন। সপ্ত দিন সপ্ত-রজনী খনন করিয়া, বালুকায় বেষ্টিত প্রবীণ দ্বিতীয় ভাস্কর-সমতেজোময় ধুন্ধুর সুন্দর শরীর অবলোকন করিলেন। ধুন্ধুর বদন হইতে প্রবল বেগে অনলরাশি নির্গত হইতে লাগিল। যেমন কপিলের নেত্রানলে সগরসুতগণ দগ্ধ হইয়াছিল, সেইরূপ এই দৈত্যের মুখনিঃসৃত অগ্নিরাশিতে কুবলাশ্বের নন্দননিচয় বিদগ্ধ হইতে লাগিল। তিনটী মাত্র রাজকুমার বহুদূরে গমন করতঃ জীবন রক্ষা করিলেন। অনন্তর পুত্রনাশে ক্রোধান্বিত হইয়া, নৃপতি কুবলাশ্ব সেই ভীষণ

দৈত্যের সমীপে উপস্থিত হইলেন। দৈত্যের শরীর হইতে প্রবলবেগে জল নিঃসৃত হইতে লাগিল। রাজা কুবলাশ্ব সেই জল পান করিয়া নিঃশেষ করিলেন। পরে রাজা কুবলাশ্ব ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা দৈত্যকে নিহত করিলেন।

দেবগণ, যক্ষগণ, ঋষিগণ সকলেই নৃপতি কুবলাশ্বের প্রতি পরম প্রীত হইলেন। দেবগণ কহিলেন, হে বীর শ্রেষ্ঠ! আপনি বর গ্রহণ করুন। রাজা কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, হে দেবগণ! আমাকে এই বরদান করুন, যে আমার দেবতাগণের প্রতি অবিচলিত ভক্তি হউক। সত্যধর্ম্মে যেন আমার মতি থাকে। আমার যেন অনন্ত কালের জন্য স্বর্গবাস হয়। দেবতাগণ, "তথাস্তু" বলিয়া নিজ নিজ স্থানে গমন করিলেন। রাজা জীবিত পুত্রত্রয় ও মুনিশ্রেষ্ঠ উতঙ্ককে সঙ্গে লইয়া, রাজ ভবনে গমন করিলেন। রাজা অল্প কাল মধ্যেই উপযুক্ত পুত্রকে রাজ্যভার অর্পণ করতঃ যোগধারণ পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিলেন। প্রাণত্যাগ করিবামাত্র স্বর্গে গমন করিলেন। তিনি অদ্যাপি স্বর্গে দ্বিতীয় ইন্দ্রের ন্যায় বাস করিতেছেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়

শেষ কহিলেন,—হে মহাত্মন্! এক্ষণে আমি উশীনরের পুত্র শিবি রাজার উপাখ্যান কহিতেছি শ্রবণ করুন। মহারাজ শিবি পরম ধার্ম্মিক ও অতিশয় দানশীল ছিলেন। তিনি যমুনানদীসন্নিকটে জলা উপজলা নামে স্রোতস্বতীর তটে

মহাক্রতু অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। পরাশর, গালবাদি, মুনিগণ যজ্ঞসম্পাদনের জন্য ব্রতী হইলেন। অত্রি, বশিষ্ঠ ও যাবালি প্রভৃতি ঋষিগণ সদস্য হইলেন। শিবিরাজ যজ্ঞ করিতে করিতে যাহার যে বাসনা তাহা পূর্ণ করিলেন। কত অশ্ব, কত গাভী, কত অর্থ, কত বস্ত্র ও কত উত্তম উত্তম পরিচারিকা দান করিলেন। ব্রাহ্মণগণকে শত সহস্র দুগ্ধ-বতী ধেনু প্রদান করিলেন। শিবির যশঃ সমস্ত জগতে ঘোষিত হইল।

অনন্তর মহারাজ শিবির অসীম যশঃকীর্ত্তনশ্রবণে ইন্দ্র ও ব্রহ্মা উভয়েই ছদ্মবেশী হইয়া, তাঁহার ধর্ম্ম পরীক্ষা করিতে আসিলেন। ব্রহ্মা এক কপোতের রূপ ধারণ করিলেন। ইন্দ্র শ্যেন পক্ষী হইলেন। শ্যেন কপোতকে ধরিবার উপক্রম করায়, কপোত কম্পান্বিতকলেবর হইয়া, শিবি নৃপতির উরুদেশে আসিয়া উপবেশন করিল। শ্যেন পক্ষীও নৃপতির নিকটে আসিয়া কহিল, মহারাজ! কপোতকে পরিত্যাগ করুন। আমার আহার্য্য বস্তু আপনি কেন রক্ষা করিতেছেন? নৃপতি কহিলেন, আমি শরণাগত জীবকে কি প্রকারে পরিত্যাগ করিব? পক্ষী কহিল,—জগতে পাপের লাঘব ও গৌরব আছে। আমি সপ্তদিন সপ্তরজনী অনাহারে আছি। অদ্য আহার করিতে না পারিলে, আমার প্রাণ বিনষ্ট হইবে। আমার প্রাণ বিনষ্ট হইলে, আমার অনেক আত্মীয় ও প্রাণত্যাগ করিবেন। অতএব বলুন, ইহার কোন কার্য্যে অধিকতর পাপ হইবে? একটীকে আপনি অভয় দান করিলে, অপর কতকগুলি প্রাণত্যাগ করিবে। নৃপতি কহিলেন,—এই কপোতকে তুমি পরিত্যাগ করিলে,

তোমার কি অন্য খাদ্য প্রাপ্তি অসম্ভব? তোমার আহারের নিমিত্ত গো, অশ্ব, মহিষ, হরিণ, প্রভৃতি যাহা চাও, তাহাই দিতেছি। শ্যেন কহিল, না, আমি ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট খাদ্যভিন্ন অন্য আহার কেন করিব? এই কপোত আমার অদেয়, রাজা কহিলেন,--ইহা ভিন্ন আর যাহা চাও, তাহাই দিতেছি। আমার অর্দ্ধ রাজ্য তোমাকে দান করিলাম। পক্ষী বলিল,—আমি অর্দ্ধ রাজ্য চাহি না। রাজ্যে আমার প্রয়োজন কি? যদ্যপি এই কপোত নিতান্তই আপনার অদেয় হয়, তবে আপনার শরীর হইতে কপোতের সমান-পরিমাণে মাংস আমাকে দান করুন। রাজা কহিলেন,—হে বিহঙ্গমবর! তুমি উত্তম প্রস্তাব করিয়াছ। তুমি যে আমার মাংস চাহিয়াছ, ইহাতেই আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ হইয়াছে।

এই বলিয়া রাজা তুলাদণ্ড আনয়ন করতঃ একদিকে কপোতকে রক্ষা করিলেন, অপরদিকে নিজ শরীর হইতে মাংস কর্ত্তন করিয়া, প্রদান করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে নৃপতির অনেক মাংস প্রদত্ত হইল, তথাপি কপোতের তুল্য পরিমাণ মাংস হইল না। তদ্দর্শনে রাজা শিবি নিজেই তুলাদণ্ডের এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন সন্তুস্ট হইয়া, শতক্রতু কহিলেন,—হে নৃপশ্রেষ্ঠ! আমি সত্যই শ্যেনপক্ষী নহি। এই কপোতও প্রকৃত কপোত নহে। আমি ইন্দ্র এবং এই কপোত স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মা। আমারা তোমার ধর্ম্মপরীক্ষা করিতে আসিয়াছি। তুমি তুলাদণ্ড হইতে অবতরণ কর। তুমি পরম ধার্ম্মিক। তোমার ধার্ম্মিকতাদর্শনে আমরা পরম প্রীত হইয়াছি। যাবৎ

এই জগৎ বর্ত্তমান থাকিবে, তাবৎ তোমার এইরূপ দান-শক্তির ও সত্যপ্রিয়তার যশঃ ঘোষিত থাকিবে। যত দিন তোমার যশঃ থাকিবে, তত দিন তোমার স্বর্গবাস হইবে। এই কথা বলিয়া, অমরদ্বয় স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন।

তদনন্তর নৃপতি শিবি অশ্বমেধ সমাপন করিয়া, সকল প্রার্থীরই সর্ব্ব প্রকার প্রার্থনা পূর্ণ করতঃ নিজ রাজভবনে আগমন করিলেন। প্রাসাদে আসিবামাত্র এক ছিন্নবস্ত্র-পরিধান মলিনমুখ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। মহীপতি ব্রাহ্মণের মলিন বদন প্রভৃতি দর্শন করিয়া কহিলেন,—হে দ্বিজবর! আপনার যে অভিলাষ হয়, আমাকে বলুন্, আমি তাহা পূর্ণ করিতেছি। ইতি মধ্যে রাজার এক রূপযৌবনসম্পন্ন পুত্র আসিয়া, ব্রাহ্মণ ও নৃপতিকে বন্ধন করিল। এই রাজপুত্র বস্তুতই রাজপুত্র নহেন্, ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ। তৎপরে মহারাজ শিবি আর রাজত্ব না করিয়া, বনে তপস্যা করিতে গমন করিলেন। তথায় ভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করতঃ স্বর্গলোকে গমন করিলেন।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

অনন্ত কহিলেন,—এক্ষণে আমি মহাবল মরুত্ত রাজার উপাখ্যান কহিতেছি, শ্রবণ করুন। যেরূপ দক্ষ রাজার অপত্য দেবযক্ষ গন্ধর্ব্বগণ নিয়ত পরস্পরের মধ্যে প্রাধান্য

লাভের নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন করতঃ অসংখ্য সংগ্রামে নিযুক্ত হইত, সেইরূপ অঙ্গিরা মুনির পুত্রদ্বয় বৃহস্পতি ও সম্বর্ত্ত পরস্পর প্রাধান্যের নিমিত্ত বিবাদ করিতেন। বৃহস্পতি অত্যন্ত বলবান ছিলেন। সম্বর্ত্ত নিয়তই তপস্যাদিতে সময়াতিবাহন করিতেন। সম্বর্ত্ত পুনঃ পুনঃ ভ্রাতা বৃহস্পতি কর্ত্তৃক নিপীড়িত হওয়ায় গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক উলঙ্গ হইয়া, অরণ্যমধ্যে তপস্যার নিমিত্ত গমন করিলেন।

বৃহস্পতি স্বর্গরাজ্যে বাসব রাজা হইলে, তাঁহার পৌরোহিত্য কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। মুনিবর অঙ্গিরার করন্ধম নামে এক প্রবলপ্রতাপশালী নরপতি যজমান ছিলেন। এই করন্ধমের উপযুক্ত পুত্রের নাম অবিক্ষিৎ। মহাতেজা অবিক্ষিতের নন্দন বীরশ্রেষ্ঠ মরুত্ত। মরুত্ত রাজপদ লাভ করিয়া, স্বীয় বাহুবলে এমত যশস্বী হইলেন, যে স্বয়ং স্বর্গরাজ শতক্রতু তাঁহাকে ভয় করিতে লাগিলেন। এবং তাঁহাকে সংগ্রামে পরাস্ত করিতে পারিলে, শ্লাঘার বিষয় হইবে, ভাবিতে লাগিলেন।

নমুচিসূদন একদিন বৃহস্পতিকে আহ্বানকরতঃ কহিলেন,—হে দেবপুরোহিত! আপনি দেবতাদিগের পৌরোহিত্য কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া, কিপ্রকারে ধরণীতলস্থ নৃপতি মরুত্তের যাজনক্রিয়া সম্পন্ন করেন? আপনি দেবতাগণের পুরোহিত হইয়া, অমরই হইয়াছেন। আবার কি মরের যজ্ঞে গমন করা বিধেয়?

বৃহস্পতি কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিলেন। পরে উত্তর করিলেন,—হে বলনিসূদন! আপনার ইহা বিশ্বাস হয়, আমি সমস্ত দেববৃন্দের একমাত্র অধীশ্বর

শতক্রতুর পুরোহিত হইয়া নররাজ মরুত্তের কার্য্য ও করিয়া থাকি? না, আমি মরুত্তের কোন কার্য্য করি না এবং করিবও না। আমার কথা বিশ্বাস করুন। আমি কখন অসত্যবাক্য কহি না। অগ্নির উত্তাপ না থাকিতে পারে, পৃথিবী রসাতলে যাইতে পারে, মার্ত্তণ্ডের তেজঃ বিনষ্ট হইতে পারে, তথাপি আমার বাক্য মিথ্যা হইবার নহে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। তৎপরে বাসব সন্তোষ-চিত্তে নিজ বিশ্রামভবনে গমন করিলেন।

অনন্তর কিছু দিন অতীত হইবার পর মরুত্ত আসিয়া বৃহস্পতিকে কহিলেন,—হে কুলপুরোহিত! আপনার আদেশ ক্রমে যজ্ঞের সমুদয় দ্রব্য সামগ্রীর আয়োজন করিয়াছি। আপনি মদীয় ভবনে গমন করতঃ যজ্ঞ কার্য্য সম্পাদন করুন। বৃহস্পতি কহিলেন,—আমি দেবপুরোহিত হইয়াছি। আমি আর নররাজের কার্য্যে ভূমণ্ডলে গমন করিব না। মরুত্ত কহিলেন,—আপনি কি জন্য কুলপৌরোহিত্য পরিত্যাগ করিবেন। বৃহস্পতি কহিলেন,—দেবগণের পুরোহিত হইয়া আর নরের কার্য্যে যাইতে পারি না। তোমার যাহাকে ইচ্ছা হয়, তাহাকে পুরোহিতকার্য্যে নিযুক্ত কর। শেষ কহিলেন,—দেবপুরোহিতের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, মরুত্ত মহারাজ নিতান্ত বিষাদিতচিত্ত হইয়া গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। পথিমধ্যে দেবর্ষি নারদের সহিত সাক্ষাৎ হইল। নারদ কহিলেন,—হে নৃপবর! আপনার এরূপ বিষণ্ণতার কারণ কি? মরুত্ত কহিলেন,—আমাদিগের কুলপুরোহিত বৃহস্পতির নিকট গমন করিয়াছিলাম। তিনি আমার যজ্ঞে আসিতে অসম্মত হইলেন। এই

কারণে আমি দুঃখিতচিত্ত হইয়াছি। নারদ কহিলেন,—আপনার দুঃখিত হইবার কোন প্রয়োজন নাই। আপনি অরণ্যে অঙ্গিরার অপর পুত্র সম্বর্ত্তের নিকট গমন করুন। তিনি পরম ধার্ম্মিক। তাঁহাকে স্বীকৃত করিতে পারিলেই আপনার যজ্ঞ সম্পন্ন হইবে। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দেবর্ষে! এক্ষণে সেই তপোধন কোথায় এবং কেনই বা তিনি আমার যজ্ঞে আসিতে সম্মত হইবেন? নারদ কহিলেন,—তিনি অদ্য কাশীক্ষেত্রে আসিবেন। বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের দ্বারসন্নিকটে একটী মৃত দেহ রাখিবেন। মৃত দেহ দর্শনে যে ব্রাহ্মণ প্রত্যাবৃত্ত হইবেন, তিনিই সেই সম্বর্ত্ত। আপনি তাঁহার পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া, মনোভিলাষ ব্যক্ত করিবেন। যদ্যপি মুনিবর জিজ্ঞাসা করেন, এ কথা আপনাকে কে বলিয়াছে? আপনি কহিবেন, নারদ বলিয়াছেন। যদ্যপি আরও জিজ্ঞাসা করেন, নারদ এক্ষণে কোথায়, তবে আপনি কহিবেন, তিনি অনলে প্রবেশ করিয়াছেন। মরুত্ত কহিলেন, আমি সেই মুনিবরের নিকট যাইব, কিন্তু তিনিও যদ্যপি আমার যজ্ঞে আগমন করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন, তবে আমি নিশ্চিত প্রাণত্যাগ করিব। এই কথা বলিয়া, মরুত্ত দেবর্ষি নারদসমীপে বিদায় গ্রহণ করিয়া, বারাণসীতীর্থে গমন করিলেন।

অনন্তর মহারাজ মরুত্ত বিশ্বেশ্বরের মন্দিরদ্বারে এক মৃত শব রক্ষা করিলেন। সহস্র ব্রাহ্মণগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সম্বর্ত্ত তথায় আসিলেন। সকল ব্রাহ্মণই মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। মহামুনি সম্বর্ত্ত তথায় গমন করিলেন না, তিনি প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। রাজা সেই মুনিশ্রেষ্ঠের পশ্চাৎ

ধাবিত হইলেন। মুনিবর রাজাকে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে দেখিয়া, রজঃ, কর্দ্দম, ষ্ঠীবন, শ্লেষ্মাদি নৃপতির প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহীপতি কিছুতেই নিবৃত্ত হইলেন না। পরিশেষে দুইজনেই অরণ্যমধ্যে উপস্থিত হইলেন।

বিংশ অধ্যায়।

অনন্ত কহিলেন,—সম্বর্ত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মহারাজ! তুমি কি জন্য আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছ? এবং কেইবা তোমাকে আমার নিকটে আসিতে বলিল? মরুত্ত কহিলেন, আপনি আমাদিগের কুল-পুরোহিত অঙ্গিরার পুত্র। আমার যজ্ঞসামগ্রী সমস্তই প্রস্তুত হইয়াছে। আপনাকে আমার যজ্ঞকার্য্যে বরণ করিতেই আমি আসিয়াছি। আপনার সংবাদ আমাকে দেবর্ষি নারদ কহিয়াছেন। সম্বর্ত্ত কহিলেন,—নারদ এই কথা বলিয়া, কোথায় গমন করিলেন, তাহা আমাকে সত্য বল। আমাকে যথার্থ কথা না বলিলে, আমি তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ করিব না। মরুত্ত কহিলেন,—নারদ এই কথা বলিয়া, অগ্নিতে প্রবেশ করিয়াছেন। মুনি কহিলেন, যদ্যপি নারদ অগ্নিতে প্রবেশ না করিতেন, তাহা হইলে আমি তাঁহাকে এক্ষণে ভস্মসাৎ করিতাম। আমি সম্প্রতি অস্থির আছি; বাতুলবৎ আমার দ্বারা কি প্রকারে যজ্ঞকর্ম্ম সম্পন্ন হইবে? দ্বিতীয় কথা আমার অগ্রজকে তোমার

পিতা ও পিতামহ যজ্ঞাদিক্রিয়ায় বরণ করিয়াছেন। বিশেষতঃ তিনি আমার গুরু। আমি তাঁহার অনুমতি ব্যতীত কি প্রকারে তোমার যজ্ঞক্রিয়া সম্পন্ন করিব? তুমি যাও, যদ্যপি আমার অগ্রজ এ বিষয়ে অনুমতি দান করেন, তাহা হইলে আমি তোমার যজ্ঞক্রিয়া সম্পাদন করিব। আমার ভ্রাতা দেবরাজ বাসবের পৌরোহিত্য কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

এই কথাশ্রবণে রাজা কহিলেন,—আমি আপনার অগ্রজের নিকট গমন করিয়াছিলাম। তিনি মহেন্দ্র কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হওয়াতে আর মরেরযজ্ঞে আসিবেন না। আমারও তাঁহার নিকট দ্বিতীয়বার গমন করিতে লজ্জা বোধ হয়। যদ্যপি আপনি আমার পুরোহিত হন, তাহা হইলে আমি মদীয় যজ্ঞে সর্ব্বস্ব দক্ষিণাদান করতঃ পৃথিবীর সমস্ত ভূপতি হইতে শ্রেষ্ঠ হইব এবং ক্রমে ক্রমে এত যজ্ঞাদি করিব যে বাসব ও লজ্জিত হইবেন।

সম্বর্ত্ত কহিলেন,—আমি তোমার যজ্ঞকার্য্য করিতে সম্মত হইতে পারি এবং এরূপ যজ্ঞাদিও করিব, যে কালে শতক্রতু ও তদীয় পুরোহিত বৃহস্পতি উভয়ের মধ্যে অসদ্ভাব হইবে, কিন্তু তোমার পৌরোহিত্য স্বীকার করার পূর্ব্বে তোমাকে এই প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে, যে তুমি কখন কাহার কথায় আমাকে পরিত্যাগ করিবে না। মহারাজ কহিলেন,—আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত আছি। যদ্যপি আমি কখন আপনাকে পরিত্যাগ করি, তবে যাবৎ চন্দ্র দিবাকর থাকিবেন, ততদিন যেন আমার নরকে বাস হয়। আমি যেন বিষয়াসক্ত অর্থাদিপ্রিয় দুর্গতিবিশিষ্ট না হই।

অনন্তর সম্বর্ত্ত কহিলেন,—ভাল, আমি তোমার পুরো-

হিত হইলাম। আমি সতত তোমার মঙ্গলকার্য্যে নিযুক্ত থাকিব। অশ্ব, হস্তী, গো প্রভৃতি ধনে আমার অভিলাষ নাই। আমার বাসনা এই, যে তুমি দ্বিতীয় বাসবের সদৃশ হও এবং তুমি বৃহস্পতি ও সহস্রলোচনের বৈরসাধন করিতে পার। সম্প্রতি চল, আমরা দুইজনেই হিমালয়ের মুঞ্জবান্ শিখরে গমনপূর্ব্বক তথায় গণ্ডশৈলের ন্যায় যে বৃহৎ বৃহৎ সুবর্ণ খণ্ড আছে, তাহা আনয়ন করি। তুমি যজ্ঞ আরম্ভ করিলে, রাশি রাশি ধনের প্রয়োজন হইবে।

এবম্বিধ কথোপকথনের পরে তপোধন ও মহীপতি উভয়ে অদ্রিরাজশিখরে গমন করিলেন। দেখিলেন, তথায় পার্ব্বতীপতির অসংখ্য পার্শ্বচরগণ খড়্গ, মুষল, প্রাস, চক্র, গদা প্রভৃতি না না অস্ত্র শস্ত্র লইয়া, এই সকল ধনরাশি নিয়ত রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে। ভূত, প্রেত, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, কুষ্মাণ্ডপ্রভৃতি বিবিধ অনুচরগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া, ব্যোমকেশ তথায় নিরন্তর আসীন আছেন। মুনিবর নরপতিকে বিজ্ঞাপন করিলেন,—হে রাজন্! এ স্থানের এই কাঞ্চনখণ্ডনিচয় মহেশের বিনানুমতিতে কেহই লাভ করিতে পারেন না। অতএব মহারাজ! সেই দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনাও পূজা করুন।

অতঃপর সেই মহাতেজা এইরূপে ভগবান্ ভবানীপতির স্তব করিতে লাগিলেন,—হে সর্ব্ব! হে বেধাঃ! হে রুদ্র! হে শিতিকণ্ঠ! হে জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ! তোমাকে নমস্কার করি। হে কপর্দ্দিন্! হে একপাৎ! হে বরদ! হে হর্য্যক্ষি! তোমাকে নমস্কার করি। হে ত্র্যম্বক! হে শিব! হে বামন! হে যাম্য! হে অব্যক্ত-

রূপ! তুমি সৎ কার্য্যে শঙ্কর, অতএব তোমাকে নমস্কার করি। হে মহাযোগিন্! ত্রিপুরঘ্ন! ত্রিলোকেশ! ত্রিশূলপাণে! মহেশ্বর! তোমাকে নমস্কার করি।

অনন্তর গিরিজাপতি সুপ্রসন্ন হইয়া, ভূতপ্রেত পিশাচাদির সহিত মহারাজ মরুত্ত ও সম্বর্ত্তের সমক্ষে সমুপস্থিত হইলেন। রাজা ও মুনিবর উভয়েই শত শত বার মহাদেবের চরণারবিন্দে প্রণতি করিলেন। আশুতোষ প্রীত হইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে নৃপবর! তুমি কিসের প্রার্থী হইয়া, মৎসমীপে আগমন করিয়াছ? বীরবর মরুত্ত উত্তর করিলেন,—আমি ধনবিহীন, কিন্তু মহাক্রতু হয়মেধ সমাধা করিতে অভিলাষ করিয়াছি। মুঞ্জবান্ পর্ব্বতের শিখর হইতে নিপতিত অসংখ্য গণ্ডশৈলনিভ সুবর্ণখণ্ডনিচয় আপনার অনুচরগণ কর্ত্তৃক সংরক্ষিত হইতেছে। আপনার অনুজ্ঞা ভিন্ন, তাহারা সেধন গ্রহণ করিতে অনুমোদন করে না। অতএব আমার প্রার্থনা এই, যে সেই সুবর্ণরাশি হইতে আমাকে প্রয়োজনানুরূপ গ্রহণ করিতে অনুমতি করুন। নীলকণ্ঠ প্রসন্ন হইয়া, কহিলেন,—তথাহইতে তোমার যত অভিরুচি হয়, তত স্বর্ণ গ্রহণ করতঃ স্বপুরে গমনপূর্ব্বক মহাযজ্ঞে ব্রতী হও। এই বাক্য কহিয়া, মহাদেব অন্তর্দ্ধান করিলেন। মুনি ও নৃপতি তথা হইতে অশ্ব, উষ্ট্র, বলীবর্দ্দ প্রভৃতি বাহনে বহুপ্রমাণে সুবর্ণখণ্ড নিচয় গ্রহণ করতঃ স্বকীয় প্রাসাদে সমাগত হইলেন।

অনন্তর সম্বর্ত্তের আদেশানুরূপ যজ্ঞকার্য্যের সমস্ত আয়োজন হইল। সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞের উপকরণ ও বিবিধ খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত হইল। সংখ্যাতীত সুবর্ণপাত্রাদি নির্ম্মিত

হইল। যজ্ঞের এরূপ উদ্যোগ হইল, যে তদ্রূপ বাসবের শতক্রতুসাধনকালেও ঘটিয়া উঠে নাই। এইরূপে যজ্ঞ আরব্ধ হইল। যে যেবস্তু প্রার্থনা করিতে লাগিল, তাহার সেই অভিলাষই পূর্ণ হইল। ব্রাহ্মণগণ সুবর্ণপাত্রে ভোজন করতঃ পাত্রাদি লইয়াই, নিজ নিজ গৃহে গমন করি-লেন। এইরূপে সকলেই আশাতীত ধনলাভ করতঃ অব-শেষে সৌবর্ণ পাত্রাদিও অবজ্ঞা সহকারে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে লাগিল।

একবিংশ অধ্যায়।

শেষ কহিলেন,—এইরূপ মরুত্তের যজ্ঞারম্ভ শ্রবণ করিয়া, সুরাচার্য্য অন্তরে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। তিনি চিন্তা করিলেন, যে মদীয় ভ্রাতা সম্বর্ত্ত এই যজ্ঞে অপরিমিত ঐশ্বর্য্য লাভ করতঃ বিভবে সমস্ত মুনিগণ এবং আমাকেও অতিক্রম করিবে। এইরূপে তিনি মানসিকসুখবর্জ্জিত হইয়া, দেবরাজের সুধর্ম্মানাম্নী সভায় অনুপস্থিত হইতে লাগিলেন। ইন্দ্র গুরুর এই চিত্তবৈকল্য অবগত হইয়া, স্বয়ং আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ব্রহ্মন্! কি নিমিত্ত আপনার বদন মলিন হইয়াছে? আপনি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছেন কেন? দেবতাদিগের কোন ভাবি অনিষ্ট কি আপনার চিন্তার কারণ? বৃহস্পতি উত্তর করিলেন,—আমি সুখেই আছি; কোন চিন্তার কারণই নাই। ইন্দ্র কহিলেন,—স্পষ্ট বলুন, আমি

আপনার অনিষ্টের কারণ নিরাকরণ করিতেছি। দেবগুরু কহিলেন,—মুনিগণের মুখে শ্রুত হইলাম, মরুত্ত নৃপতি যজ্ঞ করিতেছেন। মদীয় অনুজ সম্বর্ত্ত তাঁহার যাজক হইয়াছেন। এই যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণ ও সম্বর্ত্ত অপরিমিত অর্থলাভ করিবে। আমি এই চিন্তাতেই দুঃখিত আছি। শক্র কহিলেন,—আপনি আমার পুরোহিত হইয়া কোন অর্থে ত্রুটি বোধ করিতেছেন? জরামৃত্যুশীল সম্বর্ত্ত কি করিতে পারে? গীষ্পতি কহিলেন,—আপনি সমস্ত অসুরগণকে পরাজিত করিয়াও পুনশ্চ কোন উদ্ধত দৈত্যকে সময়ে সময়ে বধ করিতে ইচ্ছা করেন কেন? হে পুরন্দর! শত্রুগণ বর্দ্ধিত হইলে, কে সহ্য করিতে পারে? রিপুকুলের শ্রীবৃদ্ধি আমার মনস্তাপের হেতু। অতএব আমাকে সুখী করিতে ইচ্ছা করিলে, সম্বর্ত্ত বা মরুত্তকে নিয়মিত কর।

অনন্তর ইন্দ্র তাহা শুনিয়া, বহ্নিকে কহিলেন,—তুমি মরুত্তকে গিয়া বল, যে মদীয় আচার্য্য বৃহস্পতি আপনার যজ্ঞে পৌরোহিত্য করিবেন। অনন্ত কহিলেন,—জাতবেদা মহীপতির সমীপে গমন করিলেন। ভূপতি মূর্ত্তিমান বহ্নিকে যজ্ঞস্থলে সমাগতদর্শনে পাদ্যার্ঘ্য ও মহার্হ আসন প্রদান পূর্ব্বক পূজা করিলেন। হব্যবাহন আসনাদি গ্রহণ করিয়া কহিলেন,—আমি মহেন্দ্রের দূত হইয়া আসিয়াছি। বৃত্রঘ্নের আদেশ এই, যে আপনি সম্বর্ত্ত পরিহারপূর্ব্বক দেবাচার্য্যকে আপনার যজ্ঞে ঋত্বিক নিযুক্ত করুন। মহীপতি কহিলেন,—আমি গীষ্পতির নিকট পূর্ব্বে এই কার্য্যে তাঁহাকে বরণ করিবার নিমিত্ত গিয়াছিলাম। তিনি আমার

প্রার্থনায় বাসবের অনুমতিক্রমে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন। তিনি দেবাচার্য্য হইয়া, নরের যজ্ঞে আসিলে কি আর বৃত্রারির সুধর্ম্মা নামে সভায় যাইতে পারিবেন? হে বহ্নে! আপনি আমাকে এই অনুরোধ আর করিবেন না। এই কথা শ্রবণ করিলে আমার ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত হয়। এই কথা দ্বিতীয় বার কহিলে আমি নেত্রাগ্নির দ্বারা আপনাকে বিদগ্ধ করিব।

নরপতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, দেব বেপমান হইয়া বিমানে আরোহণ করতঃ ব্যোমপথে ত্রিদিবে উপস্থিত হইলেও প্রথমে অমরগুরু এবং পরে বলারিকে মহীপতির বিষয় বিজ্ঞাপন করিলেন। বলঘ্ন কহিলেন,—হে জাতবেদা! আপনি সে নৃপতির অলীক বাক্যে বিশ্বাস করিবেন না। পুনর্ব্বার যাইয়া তাহাকে বলুন, যে সে যদ্যপি আমার বাক্য অগ্রাহ্য করে, তবে তাহার মহানিষ্ট সংঘটিত হইবে। বহ্নি কহিলেন,—আমি পুনরায় সে তেজস্বী মহারাজের সমীপে যাইব না। মহাক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণের পক্ষে কোন কর্ম্ম অসাধ্য নহে। বৃত্রাসুর পৃথিবী গ্রহণপূর্ব্বক সকল অমরবৃন্দের তেজঃ হরণ করিয়াছিল। চ্যবনমুনি কর্ত্তৃক মহারাজ শর্য্যাতি যজ্ঞ আরম্ভ করিলে, অশ্বিনীনন্দনদ্বয় আপনার অভিমতে সোমরস পান করিয়াছিলেন। আপনি সেই হেতু কুলিশের দ্বারা চ্যবনের শিরশ্ছেদনোদ্যত হইলে, মুনি শ্রেষ্ঠ যে আপনার করস্তম্ভন করিয়াছিলেন, তাহা কি আপনার স্মরণ হয়? মুনিবর মন্ত্রপ্রভাবে মদনামক রক্ষঃ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। মদ আপনাকে গ্রাস করিয়াছিল। আপনি মদের উদর হইতে মুক্তি লাভ করিয়া, অশ্বিনীকুমারযুগলকে যজ্ঞাংশ দিতে সম্মত হইয়াছিলেন। অতএব হে দেবরাজ! মহাত্মাদিগের

কিছুই অসাধ্য নহে। আমি আর সেই ভূপতিশ্রেষ্ঠের নিকটে যাইব না।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

ইন্দ্র কহিলেন,—তুমি যে ব্রহ্মবলের বিষয় প্রকাশ করিলে, তাহা তোমাতেও আছে। হে অগ্নে! সেই বলের নিকট অন্যের বল তুচ্ছ। বিশেষতঃ ক্ষত্রিয় মরুত্তের সেই গুরুতর বল নাই। আমি তাহার প্রতি বজ্রনিক্ষেপ করিব। অগ্নি বলিলেন,—হে শচীপতে! ঋত্বিক্ সম্বর্ত্তের তেজে পরিপুষ্ট হওয়াতে নৃপের তাদৃশ বলই হইয়াছে। আপনি ধৃতরাষ্ট্রনামক গন্ধর্ব্বকে এই কার্য্যে প্রেরণ করুন। অনন্তর দেবরাজের আদেশানুসারে সেই গন্ধর্ব্ব সংবাদ লইয়া, ভূপতির নিকট উপনীত হইলেন ও রাজার প্রদত্ত পাদ্যাদি সৎকার গ্রহণপূর্ব্বক কহিলেন,—মহারাজ! যদি আপনি স্বীয় মঙ্গল কামনা করেন, তবে সত্বর বৃহস্পতিকে যজ্ঞে ঋত্বিক্ রূপে বরণ করুন। ইন্দ্র করে কুলিশ ধারণ করতঃ বিমানারোহণে গগণে অবস্থিত আছেন। তদীয় অনুজ্ঞায় অবহেলা করিলে, আপনার মস্তক চূর্ণ করিবেন। আপনি তাঁহার মতানুবর্ত্তন করতঃ স্বীয় জীবন, যজ্ঞ ও দ্বিজগণকে রক্ষা করুন। মরুত্ত উত্তর করিলেন,—আমি যথাকালে সম্বর্ত্তকে যাজক

নিযুক্ত করিয়া, পুনশ্চ তাঁহাকে ত্যাগকরতঃ বৃহস্পতিকে বরণ করিতে পারি না। আপনি গিয়া বলুন, আমি ইন্দ্রের প্ররোচনায় সম্মত নহি। গন্ধর্ব্ব কহিলেন,—রাজন্! ঐ শ্রবণ করুন, দেবরাজ বজ্রত্যাগে উদ্যত হইয়া, আকাশে ভীমনাদ করিতেছেন। নৃপতি পুনঃপুনঃ নভঃস্থলে কুলিশনির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া, সম্বর্ত্তকে কহিলেন,—মুনিবর! ঐ শুনুন, ইন্দ্র আমার প্রতি বজ্র প্রহার করিতে আসিতেছেন, এক্ষণে আপনি আমাকে রক্ষা করুন। সম্বর্ত্ত কহিলেন,—নরবর! আমি থাকিতে আপনার ভয়ের কারণ কি? আমি বিদ্যা-প্রভাবে বজ্র স্তম্ভিত করিব। কোন দেবাস্ত্রেই আপনি ভীত হইবেন না। এই দেখুন, বজ্রের সহিত ইন্দ্রকে স্তম্ভিত করিয়াছি, এক্ষণে আর কি করিতে হইবে বলুন। মরুত্ত কহিলেন,—সম্প্রতি দেবরাজকে আমার যজ্ঞে আনয়নপূর্ব্বক দেবগণের সহিত যজ্ঞীয় হবির ভাগ গ্রহণ করিতে বলুন। অনন্তর মুনিবর ইন্দ্রকে আহ্বান করাতে, দেবেন্দ্র স্বয়ং হবির্ভোজন করিতে আসিলেন। রাজা তদ্দর্শনে সগণে প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক ইন্দ্রকে যজ্ঞস্থলে আনিয়া, তাঁহার যথাবিধি পূজা করিলেন। এবং কহিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠ! আপনার স্বাগত, এই ক্রতুতে আপনি চিরাবস্থান করুন। আপনার অবিদ্যমানে যজ্ঞ কোন ক্রমে শোভা পায় না। হে দেবেন্দ্র! অদ্য আমি কৃতকৃত্য হইলাম এবং মদীয় যজ্ঞও জীবন সফল হইল। বৃহস্পতির অনুজ তাপসপুঙ্গব সম্বর্ত্ত যজ্ঞে ক্রিয়াতন্ত্র সমাধা করিতেছেন, আপনি তাহাতে অনুমোদন করুন। ইন্দ্র কহিলেন,—রাজন্! আমি সেই তিগ্মতেজা ভবদীয় গুরুকে জানি। তাঁহারই আহ্বানে আমি ক্রোধ পরিহারপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে এখানে

সমাগত হইয়াছি। সম্বর্ত্ত বলিলেন,—হে দেবেন্দ্র! আপনি যদি প্রীত হইয়াই থাকেন, তবে আমার কার্য্যাকার্য্য বিচার ও সুচারুরূপে সভারচনা করুন।

অনন্ত কহিলেন,—সম্বর্ত্তের বাক্যানুসারে শচীপতি নানা মণিরত্নে সুশোভিতা সর্ব্বসৌবিধ্যকর সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন মনোহর সভালয় নির্ম্মাণ করাইলেন। হোমের নিমিত্ত বিবিধপ্রকার হবিঃ আনয়নের অনুমতি করায়, রাজা সমস্ত আয়োজন করিলেন। ব্রাহ্মণগণকে রাশি রাশি সুবর্ণ দান করিলেন। অবশেষে অপরিমিতলাভে পরিতৃপ্ত হইয়া, অনেকে স্বর্ণ স্তূপ সমূহ পরিত্যাগ করিয়া ও গেলেন। মহেন্দ্র নরপতিকে এইরূপে যজ্ঞ করাইয়া, তাঁহার স্বর্গে অক্ষয় বাস বিধান করিলেন। মরুত্ত সেই যজ্ঞফলেই ইন্দ্রলোকে চিরকাল বাস করিতেছেন। হে দ্বিজসত্তম! এই আপনার নিকট সত্যব্রত মরুত্ত নৃপতির পবিত্র চরিত কথিত হইল।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

শেষ কহিলেন, —স্বর্গবাসী দিবোদাস নরপতির নামও আপনার নিকট পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার চরিত এস্থলে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। চন্দ্রবংশীয় ভীমরথ নামক মহীপতির পুত্র দিবোদাস বারাণসীর অধিপতি

হইয়াছিলেন। এই সময়ে মহেশ্বর নূতন দারপরিগ্রহ করিয়া, দেবীর প্রিয়চিকীর্ষায় শ্বশুরালয়ে বাস করিতে ছিলেন। মহাদেব পার্ব্বতির সন্তোষার্থ স্বীয় পার্শ্বদগণকে তাঁহার সমীপে রাখিয়াছিলেন। কিন্তু শৈলপত্নী মেনা তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া ও কন্যা বা জামাতার নিকট কিছুই প্রকাশ করিতেন না। একদা গৌরী সখীগণবেষ্টিত হইয়া হরের সহিত অক্ষ ক্রীড়া করিতেছিলেন, এই সময়ে শিবের পার্শ্বদগণ সিংহ নাদ করতঃ গিরিগুহায় ক্রীড়া করিতেছিল। মধ্যাহ্নকালে ভূত প্রেতাদি বুভুক্ষায় ভৈরবশব্দপূর্ব্বক তথায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিল! তচ্ছ্রবণে গিরিরাজমহিষী মেনা কুপিত হইয়া, শিব ও শিবানীর কর্ণগোচরেই এইরূপ নিষ্ঠুর বাক্য বলিলেন।—যে জামাতা শ্বশুরের অন্নধ্বংস করতঃ দীর্ঘকাল তদীয় আলয়ে বাস করে, সেই নির্লজ্জের আবার গৌরব কি? দুহিতা ও পিত্রালয়ে বাসকরতঃ পিতার উদ্বেগের কারণ হইয়া নিজের সম্মান নিজেই নষ্ট করে। পূর্ব্বাপর এইরূপ প্রথাই প্রচলিত আছে। এই সকল ভূত, পিশাচ, কুষ্মাণ্ড, ব্রহ্মরাক্ষস, সতত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করাতে গৃহ শ্মশানসদৃশ হইয়া উঠিয়াছে। প্রাঙ্গনে যথায় তথায় চিতাভস্ম বিস্তৃত থাকায়, ভূধররাজের রাজ্য অমঙ্গলময় হইয়াছে। গৃহের সর্ব্বত্র ভুজঙ্গসকল বিচরণ করিতেছে, ধরণীতে পদার্পণেও ভয় হয়। হায়! এরূপ শ্মশানতুল্য ভূধরপুরে দেবগণ প্রায় আর বাস করিতে ইচ্ছা করেন না। গিরীন্দ্রকে কি বলিব? তিনি যেমন বিবেচনা না করিয়া, অকিঞ্চন ভূতনাথকে কন্যা দান করিয়াছেন, তেমনই জামাতাও দুঃখিতা দুহিতাকে এবং ভূত প্রেতাদিকে ও পালন করুন। কন্যা জামাতা চির

দরিদ্র, কিন্তু এখানে থাকাতে একটি গৃহকর্ম্মও তাহাদের দ্বারা হইবার নহে। শেষ কহিলেন,—মহাদেব মেনার বাক্য শ্রবণে অমর্ষিত হইলেন না। কিন্তু নারীস্বভাববশতঃ পরমেশ্বরী পার্ব্বতী কুপিত হইয়া, সস্মিতবদনে কহিলেন,—হে দেব! আমি এখানে বাস করিব না, আপনি আমাকে স্বীয় নিলয়ে লইয়া চলুন। অনন্তর শঙ্কর বাসস্থান নিরূপণ করিবার নিমিত্ত সর্ব্বলোক পর্য্যবেক্ষণ করিলেন; অবশেষে পৃথিবীতেই নিবাস মনোনীত করিলেন। ধরণীমধ্যে সিদ্ধক্ষেত্র বারাণসী নামে পুরীতে দিবোদাস নৃপতি বাস করেন। উমাপতি নন্দীকে কহিলেন, ভূতেশ্বর! তুমি গিয়া বারাণসীপতির ধর্ম্মকৃত্যে কোন একটি ছিদ্র অন্বেষণ কর। কোন ছিদ্র পাইলেই তাঁহাকে উক্ত পুরীত্যাগ করাইব।

পরে নন্দী তন্নতন্ন করিয়া, দিবোদাসের রাষ্ট্র ও পুর সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করিয়া ও তাঁহার ধর্ম্মে বা অর্থে কোন ছিদ্র পাইলেন না। নন্দী প্রত্যাগত হইয়া, শঙ্করকে নিবেদন করিলেন,—প্রভো! নৃপতি বারাণসী রাজধানী করিয়া যথাধর্ম্ম প্রজাপালন করতঃ সূর্য্যবৎ শত্রুগণের হৃদয় ও নেত্র সন্তাপিত করিতেছেন। তিনি সুহৃৎ ও স্বপক্ষীয় লোকগণের প্রতি চন্দ্রবৎ প্রিয়দর্শন; আখণ্ডলের (ইন্দ্র) ন্যায় তাঁহার ধনুঃখণ্ড অখণ্ডিত। তিনি ধর্ম্মরাজের ন্যায় বিচারপূর্ব্বক অদণ্ড্যকে পরিত্যাগ ও দণ্ড্যের দণ্ডবিধান করেন। রাজা সমরে অগ্নিবৎ পররাষ্ট্রদাহন ও বরুণের ন্যায় পাশাস্ত্রে রিপুগণকে বন্ধন করেন। তিনি দুষ্টের সমীপে রাক্ষস, বায়ুর ন্যায় সাধুগণের প্রাণদাতা, ধনদানে কুবের, রণাঙ্গনে রুদ্ররূপী। দিবোদাস সর্ব্বদেবতার রূপ ধারণ করিতে পারেন। সাধ্য-

সিদ্ধগণও তথায় সিদ্ধ হন না, মনুষ্যের তো কথাই নাই। বসু (ধন)-দানে নিরত সেই রাজার রাজ্য বসু (প্রসিদ্ধঅষ্টদেব) গণও কিছুই করিতে পারেন না। সততশান্তিক্রিয়ারত সেই নরপতির গ্রহগণই বা কি করিবেন? তিনি সর্ব্বদাই দেবগণের সন্তোষ সাধন করেন, সুতরাং দৈবভয়ও তাঁহার নাই। রাজা স্বয়ং সর্ব্ববিদ্যাধর, সুতরাং বিদ্যাধরের উপাসনা তিনি করেন না। তিনি স্বীয় প্রকৃষ্টসঙ্গীত-বিদ্যায় গন্ধর্ব্বগণের গর্ব্ব খর্ব্বীকৃত করিয়াছেন। হে মহেশ্বর! নাগগণও তাঁহার ভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন করে। দনুজবৃন্দ তাঁহাকে মনুজ বর্গের ন্যায় সেবা করে। তাঁহার গজবাজিরথপ্রভৃতি অতুল ঐশ্বর্য্য। তিনি পৃথ্বীপতি হইয়া ও অজস্র যজ্ঞ দ্বারা সুরগণকে প্রীত করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহারা যজ্ঞ ভোজন করিয়া ও তাহার সুহৃৎ হন না। মহীপতি ধনধান্যাদি দান করিয়া, অধর্ম্মীদিগকে প্রীত করেন। কিন্তু তাহারা অধর্ম্মের সহিতই সমূলে অধোগামী হয়। দিবোদাস নৃপতি স্বীয় ঔরস জাত তনয়ের ন্যায় প্রজা বর্গকে পালন করতঃ সাধুগণের প্রচলিত ধর্ম্মে রত থাকিলেও দেববৃন্দ তাঁহার ধর্ম্মগ্রাহী নহেন। কিন্তু সেই উপায়জ্ঞ চতুর গুণসাগরস্বরূপ রাজার কোন রন্ধ্রই সুরগণ জানিতে পারেন নাই। অমরবর্গ বুদ্ধিমান্ হইয়াও সতত ভূপতির অনিষ্টচিন্তা করেন, কিন্তু কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন না। দিবোদাসের রাজ্যে পুরুষ মাত্রেরই এক দারপরিগ্রহ, সকল নারীই পতিব্রতা, বেদ পাঠবর্জ্জিত ব্রাহ্মণ নাই, বীরত্বহীন ক্ষত্রিয় নাই, কোন বৈশ্যই অধর্ম্মে অর্থোপার্জ্জন করে না,] এবং শূদ্রগণ ও স্বীয় বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক দ্বিজসেবায় নিযুক্ত আছে। বারাণসীতে

শূদ্র ব্রহ্মচারী, দ্বিজগণ বেদগ্রহণপূর্ব্বক গুরুকুলাধীন, গৃহস্থগণ সর্ব্বশাস্ত্রবিচক্ষণ অতিথিসৎকারে রত ও সদালাপ পর, বানপ্রস্থগণ বন্যবৃত্তিধারী, গ্রাম্য বার্ত্তায় নিস্পৃহ ও বেদানুবর্ত্তী যতিগণ নির্ম্মুক্ত (নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াবন্ধন মুক্ত) নিষ্পরিগ্রহ (পরিবারাদিহীন অর্থাৎ স্বাধীন) এবং বাক্য মনঃ কর্ম্মও দণ্ড আশ্রয় করিয়া আছেন। মহারাজ দিবোদাসের রাষ্ট্রে কেহই অপুত্রক বা ধনহীন নাই। ভূপতি নিজেই কেবল অনপত্য কিন্তু তাঁহার বয়ঃক্রম ও অধিক নহে। তথায় সকলেই বৃদ্ধের সেবায় নিরত। অকাল মৃত্যু, মিথ্যাকথন, প্রতারণা বা হিংসা নাই। সেই সুরাজ্যে পাষণ্ড, বৈতণ্ড (বিবাদশীল) রণ্ড (ধর্ম্মহীন) ও শৌণ্ডিক (সুরাবণিক্) দৃষ্ট হয় না। সর্ব্বত্র বেদপাঠধ্বনি, শাস্ত্রবিচার, শুভালাপ ও মঙ্গলনিস্বন হইতেছে, বীণা বেণু মুরজমৃদঙ্গাদির মধুর প্রণাদে শ্রোতাদিগের শ্রোত্র পরিতৃপ্ত হইতেছে। সোমরস পানব্যতীত তথায় অন্য পানের কথাই নাই। যজ্ঞোপলক্ষব্যতিরেকে বৃথামাংস ভোজন নাই। ঐ রাজ্যে কেহ অক্ষক্রীড়া করে না ও কুত্রাপি অধমর্ণ (ঋণী) দৃষ্ট হয় না। তথায় তস্করের নাম ও শ্রুত হওয়া যায় না। তত্রত্য জনগণ পিতৃমাতৃচরণ পূজাকেই দেবপূজা বোধ করেন। সেই পুণ্যক্ষেত্রে উপবাসই ব্রত, দেবারাধনাই তীর্থ, নারীগণের পতির আজ্ঞাপালনই তদীয় পূজা। অগ্রজে পিতৃবৎ ভক্তি, ভৃত্যবর্গের প্রভুভক্তা, হীনজাতিনিচয়ের উত্তম বর্ণের প্রতি প্রণতভাব, সর্ব্ববর্ণেরই ব্রাহ্মণ গণের পূজাসৎকার, তথায় স্বাভাবিক দৃষ্ট হয়। দিবোদাস ভূপালের রাজ্যে ব্রাহ্মণের মুখাগ্নিতেই ঘৃতহোম সম্পাদিত

হইয়া থাকে। সেই স্থানে সর্ব্বত্র সমস্ত বিদ্বান্ ব্যক্তি মনোরথ কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হন, আবার বিদ্বদ্গণ তপোনিষ্ঠের অর্চ্চনায় নিরত, তপোনিষ্ঠগণ জিতেন্দ্রিয়ের, জিতেন্দ্রিয়বর্গ জ্ঞাননিষ্ঠের, ও জ্ঞানিনিচয় সিদ্ধযোগীর পূজাসৎকার করেন। বাপী কূপ তড়াগ উপবন প্রভৃতি শুচি দ্রব্যসমূহ সেখানে অনেকেই করিয়া থাকেন। তত্রত্য সর্ব্বজাতিকেই হৃষ্ট পুষ্ট দেখা যায়। প্রভো! আমি এইরূপে তাঁহার কোন ছিদ্রই দর্শন করিলাম না। এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয়, বিচার পূর্ব্বক করুন। তচ্ছ্রবণে মহাদেব স্বীয় পার্ষদ নিকুম্ভকে কহিলেন,—হে রাক্ষসেশ্বর! তুমি ভূপতির এক অপুত্রকতারূপ ছিদ্র উদ্দেশ করিয়া, কোন লঘু উপায়ে সমস্ত বারাণসী পুরী শূন্য কর। সাবধানে কার্য্য করিবে, কারণ রাজা অতিশয় বীর্য্যবান্। অনন্তর নিকুম্ভ বারাণসী নগরীতে গমন করিয়া, কণ্টকনামক নাপিতকে স্বপ্নে দর্শন প্রদান করিয়া কহিলেন, তুই নগরপ্রান্তে আমার নিমিত্ত একটি স্থান নির্দ্ধারিত করিয়া, তথায় আমার এক প্রতিমূর্ত্তি রচনা কর, আমি তোর মঙ্গল করিব। নাপিত প্রভাতকালে রাজার নিকটে গিয়া সমস্ত স্বপ্নবৃত্তান্ত নিবেদন করিল। নরপতি তদনুসারে সেই নাপিতের দ্বারাই পুরদ্বারে একটি মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাতে সেই প্রতিরূপ স্থাপন করাইলেন। নিত্যই সেই মূর্ত্তির যথাবিধানে বিবিধ উপকরণে পূজা করিতে লাগিলেন। অন্নাদিদানযোগে তাহা একটি অদ্ভুত ব্যাপার হইয়া উঠিল। এইরূপে প্রতিদিন পূজিত হইয়া, সেই গণেশ্বর নগরবাসিগণকে পুত্র, হিরণ্য, আয়ুঃ, সর্ব্বকাম প্রভৃতি সহস্র বর প্রদান করিতে লাগিলেন। একদা রাজার আদেশক্রমে তদীয়

শ্রেষ্ঠা মহিষী সুযশা পুত্রকামনায় সেই মণ্ডপে উপনীত হইলেন এবং পূর্ণোপচারে গণদেবতার পূজা করিয়া রাজ্ঞী পুত্রপ্রার্থনা করিলেন। রাজমহিষী পুত্রপ্রার্থনায় বারম্বার আসিয়াও বর প্রাপ্ত হইলেন না। অনন্তর রাজ্ঞী মনে করিলেন, রাজা ক্রুদ্ধ হইলেই কার্য্যসিদ্ধি হইবে। এই নিমিত্ত তিনি আসিয়া, মহীপতিকে সমস্ত নিবেদন করিলেন। রাজা শুনিয়া সক্রোধে কহিলেন, কি! পুরবাসিগণকে শতশত বর প্রদান করিতেছে, অথচ আমার নগরীতে মদীয় পূজা উপভোগ করতঃ আমাকেই বর দিতেছে না কেন? রাজ্ঞী আমার অনুমতি লইয়া, পুত্রকামনায় গিয়াছিলেন; কিন্তু সেই কৃতঘ্ন দেবীকে বর প্রদান করে নাই। এই কারণেসেই দুরাত্মা আমার সমীপে বাসের যোগ্য নহে। আমি অদ্যই তাহার স্থান নষ্ট করিতেছি; ইহা স্থির করিয়া, প্রতাপবান্ রাজা দিবোদাস তৎক্ষণাৎ সেই গণপতির স্থান নষ্ট করিলেন। নিকুম্ভ স্বীয় আয়তন ভগ্ন হওয়াতে রাজার ছিদ্র প্রাপ্ত হইলেন এবং কুপিত হইয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন,—হে মহারাজ! আপনি বিনা অপরাধে আমার বাসস্থান ভগ্ন করিলেন, এই হেতু আপনারও পুরী অকস্মাৎ শূন্য হইবে। অনন্তর সেই শাপ উপলক্ষে ক্ষেমকনামে রাক্ষস ছিদ্রানুসন্ধানে প্রেরিত হইয়া সর্ব্বত্র পুরবাসিগণকে ভক্ষণ করিল। পরে অবশিষ্ট প্রজাগণ সেই পুরী পরিত্যাগ করতঃ রাজ্যের সীমাপ্রদেশে পলায়ন করিল। তথায় গিয়া সকলে একটি নগর স্থাপন করিল। রাজাও নিজ রাজধানী শূন্য হইয়াছে দেখিয়া, দুঃখিতচিত্তে নব উপনিবেশে গমন করতঃ প্রকৃতিবৃন্দের সহিত বাস করিলেন। অনন্তর

মহেশ্বর সেই পুরীতে নিজস্থান নির্ম্মাণ করতঃ গিরিসুতার রতিরসে নিমগ্ন হইয়া, তথায় বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহাদেবী উমার সে স্থানের প্রতি অনুরক্তি না থাকায় কহিলেন,—হে শঙ্কর! আমি বারাণসীতে কোন ক্রমেই বাস করিতেছি না। ইচ্ছাহয়, তুমি একাকী অবস্থিতি কর। ভগবান্ ত্র্যম্বক হাস্য করতঃ কহিলেন, হে দেবি! যদি এই পুরী তোমার অপ্রিয়ই হয়, তবে কলিযুগে ইহা না থাকিয়া অন্তর্হিতই হইবে। এই পুর অন্তর্হিত হইলে, পুনর্ব্বার অপর একটি হইবে। ভূতপতি এইরূপে বারাণসীকে অভিশাপ দিয়া, উমাদেবীর সহিত মন্দরপর্ব্বতে গিয়া বসতি করিলেন। দিবোদাস নৃপতিও সেই স্থানে তদ্রূপই নগর স্থাপন করিলেন। পরে তাঁহার যাগযজ্ঞে প্রীত হইয়া দেবগণ তাঁহাকে অক্ষয় স্বর্গবাস প্রদান করিলেন।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

শেষ বলিলেন,—হরিশ্চন্দ্র মহারাজ বহুদক্ষিণ রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেই পুণ্যেই তাঁহার স্বর্গেগমন ও মহেন্দ্রের সহিত মিত্রতা হইয়াছে। কার্ত্তবীর্য্য হৈহয় দত্তাত্রেয়-প্রসাদে পরশুধর রামের হস্তে নিহত হইয়া, স্বর্গবাস লাভ করতঃ কৃতার্থ হইয়াছেন। দিলীপ, প্রগাশ্ব ও জনক ইঁহারা

অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া ত্রিদিবস্থ হন। যযাতি ও নহুষের চরিত্র ইতিপূর্ব্বেই কীর্ত্তিত হইয়াছে। অরিষ্ট সিংহসেনপ্রভৃতি অন্যান্য যে সকল মহীপালগণের নাম পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে কেহ যাগদ্বারা, কেহ দানে, কেহ পুণ্যকর্ম্মে, কেহ পরিব্রাজকধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া ও কেহ অতিথিসৎকারে ভুবনবিশ্রুত হইয়া স্বর্গে বাস করিতেছেন। অনেকে আবার সম্মুখসংগ্রামে শত্রু কর্ত্তৃক নিহত হইয়া ত্রিদশালয়বাসী হইয়াছেন। মহারাজ মান্ধাতা দেবর্ষি নারদের দর্শনলাভ করতঃ তাঁহার নিকট বিবিধ লোকাচারধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি লোকহিতার্থে রাজধর্ম্ম, দানধর্ম্ম, বর্ণাশ্রমবিধি প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। তাঁহারই প্রবর্ত্তিত আচার অদ্যাপি ভূতলে প্রচলিত রহিয়াছে। যে নরাধমগণ সেই সকল ধর্ম্মাচার অতিক্রম করে, তাহাদের অনন্তকাল নরকে নিবাস হয়। যে সকল পুরুষপ্রবর শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সেই ধর্ম্মের অনুবর্ত্তন করেন, তাঁহাদের নিশ্চিতই স্বর্গে বাস হয়। সেই ধর্ম্মাত্মা নৃপবর ভুবনে বহুতর ধর্ম্মসেতুসঞ্চার ও বিবিধ যজ্ঞ করিয়া, দেবনিবাসে গমন করিয়াছেন। বাৎস্যায়ন কহিলেন,—হে ধরণীধর! আমি সেই রাজর্ষির চরিত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। তিনি কাহাঁর পুত্র, কিরূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন, মান্ধাতা নাম কেন হইল, নারদের নিকট তিনি কোন্ কোন্ ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াছিলেন, এবং কি নিমিত্ত বা লোকধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় কৃপা করিয়া সবিস্তরে বর্ণন করুন। শেষ কহিলেন,—ইক্ষ্বাকুবংশোদ্ভব যুবনাশ্বনামে মহীপতি ছিলেন। তিনি বহুতর ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞ ও সহস্র অশ্বমেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়

এই, যে সেই রাজর্ষি পুত্রলাভ করেন নাই। অবশেষে অমাত্যহস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া, সেই মহাত্মা বানপ্রস্থ হইলেন। ধর্ম্মপরায়ণ মুনিগণ বনবাসী ভূপতিকে নির্ব্বিণ্ণ (উদাসীনভাবাপন্ন) দেখিয়া পুত্রেষ্টি নামে যাগ করাইলেন। একদা মহর্ষি ভৃগুনন্দন মন্ত্রপূত জলে পূর্ণ একটি কলস বিধানানুসারে যজ্ঞবেদীতে স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই কলসস্থ বারি পান করিয়াই রাজপত্নী গর্ভধারণ করিবেন। এস্থলে মহর্ষিবর্গ বেদীতে ঘটস্থাপন করিয়া, নিদ্রা যাইতেছিলেন! তাঁহারা রাত্রিজাগরণে শ্রান্তহইয়া, কলসের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়াই শয়ন করিয়াছিলেন। যুবনাশ্ব নৃপতি উপবাসে কৃশীকৃত ও নিতান্ত পিপাসার্ত্ত হইয়া, নিশীথসময়ে জলান্বেষণে বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর শুষ্ককণ্ঠে সেই বেদীর সমীপে গিয়া, বিপ্রগণের নিকট সলিল প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু শুষ্ককণ্ঠে চিৎকার করাতে ও কেহ তাঁহার ক্ষীণ স্বর শুনিতে পাইলেন না। তৎপরে সেই জলপূর্ণ কলস দেখিয়া, পানার্থে বেগে ধাবিত হইলেন। এবং শীতল জল যথেচ্ছ পান করিয়া, পিপাসাশান্তি করতঃ নিতান্ত সুস্থ হইলেন। অনন্তর সেই তপোধনগণ প্রবুদ্ধ হইয়া, কলসটি জলশূন্য দর্শন করতঃ পরস্পর জিজ্ঞাসা করিলেন,—এই কার্য্য কে করিয়াছে? যুবনাশ্ব কহিলেন, আমিই ইহা করিয়াছি। ভার্গব বলিলেন, আপনি ভাল করেন নাই; ঐ জল তপঃসংভৃত ও পুত্রার্থ স্থাপিত হইয়াছিল। আমি দারুণ তপঃশ্রম দ্বারা উহাতে ব্রহ্মস্থাপন করিয়াছিলাম। মহারাজ! উক্ত মন্ত্রপূত জলে আপনারই এক মহাবলবীর্য্যসম্পন্ন তপোবলসমন্বিত পুত্র জন্মিত। সেই তনয় স্ববীর্য্যে

ইন্দ্রকে ও পরাভব করিতে পারিত। হে রাজন্! আমি এইরূপে উক্ত জল উপপাদিত করিয়াছি। অদ্য আপনার ঐ জলপান উচিত হয় নাই। আপনি এই কার্য্য দৈববশেই করিয়াছেন। অতএব ইহার ফলের অন্যথা করিতে আমাদের শক্তি নাই। আপনি যখন আমার তপোবীর্য্যসংভৃত ও বিধি-মন্ত্রপুরস্কৃত সেই সলিল পিপাসিত হইয়া পান করিয়াছেন, তখন আপনি নিজেই তাদৃশ পুত্র উৎপাদন করিবেন। যাহাতে আপনার ইন্দ্রতুল্য পুত্র জন্মে, আমরা এবিষয়ে সেই রূপ ইষ্টি (যাগ) করিব। আপনি গর্ভ-ধারণের নিমিত্ত কোন ক্লেশ ও পাইবেন না। অনন্তর শতবর্ষ পূর্ণ হইলে, সেই মহাত্মা মহীপতির বাম পার্শ্ব ভেদ করিয়া, সাক্ষাৎ সূর্য্যের ন্যায় এক তনয় ভূমিষ্ঠ হইল। মুনিগণের প্রভাবে রাজার ও মৃত্যু হইলনা। দেবরাজ স্বয়ং বালকটিকে দর্শন করিতে আসিলেন। তৎপরে অমরগণ মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ধারণ করিবে কি?" তাহাতে সুরপতি তর্জ্জনী অঙ্গুলি ইহার বদনের প্রতি সন্ধান করিয়া কহিলেন,—"ইনিই আমাকে ধারণ করিবেন।" এই বাক্য অবলম্বন করিয়াই ইন্দ্রাদি দেববৃন্দ ধাতুর অর্থানুসারে বালকের নাম মান্ধাতা রাখিলেন। ইন্দ্রদত্ত প্রদেশিনী (তর্জ্জনী অঙ্গুলি) প্রাপ্তহইয়া, সেই শিশু ত্রয়োদশ কিষ্কু (প্রাদেশ পরিমাণ) বর্দ্ধিত হইল। বালক স্মরণ করিবামাত্র বেদ, ধনুর্ব্বিদ্যা ও দিব্য অস্ত্রের প্রয়োগাদির বিষয়ে ব্যুৎপন্ন হইল। অনন্তর আজগরনামে ধনুঃ, শৃঙ্গোত্তর শরসমূহ ও অভেদ্য কবচও তৎক্ষণাৎ তাহার অধিকৃত হইল। স্বয়ং শচীপতি মান্ধাতাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। বিষ্ণু যেরূপ বামন

অবতারে বিক্রম (পাদবিক্ষেপ) দ্বারা ত্রিলোক জয় করিয়াছিলেন, মহারাজ মান্ধাতাও সেইরূপ কেবল ধর্ম্ম দ্বারা ত্রিভুবনবিজয়ী হইলেন। তাঁহার সাম্রাজ্যে বিঘ্নের নামও ছিলনা। রত্ননিচয় স্বয়ং আসিয়া তাঁহার উপাসনা করিত। এই পৃথ্বী তাঁহার বলেই বলবতী। তিনি ভূরিভূরি যজ্ঞ করিয়া অতুল ধর্ম্মোপার্জ্জন করতঃ কৃতকৃত্য হইয়া সুরেশ্বরের অর্দ্ধাসন লাভ করিয়াছেন। সেই মহাতেজার আজ্ঞামাত্রেই সমুদ্র নগরাদিসহিত সমস্ত পৃথিবী নির্জ্জিত হইয়াছিল। তাঁহার সদক্ষিণ যজ্ঞকলাপের চৈত্যসমূহ (যূপকাষ্ঠ বা কীর্ত্তিস্তম্ভ) মহীতলে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত, কোন স্থানই অনাবৃত ছিল না। সেই মহাত্মা ব্রাহ্মণগণকে দশপদ্মসহস্র পরিমিত গোদান করিয়াছেন। দ্বাদশ বর্ষ অনাবৃষ্টি হওয়াতে শস্যবৃদ্ধির নিমিত্ত তিনিই বর্ষণ করিয়াছিলেন। চন্দ্রবংশোদ্ভূত মহাবীর গান্ধারাধিপতি তাঁহার শরেই নিহত হইয়াছেন। রাক্ষসেশ্বর দশানন দিগ্বিজয়ে প্রস্থান করতঃ তাঁহার সহিত সংগ্রামে পরাস্ত ও জীবনমাত্রাবশেষ হইয়া, দন্তে তৃণধারণ করিয়াছিলেন। তিনি চতুর্ব্বিধ প্রজার পালন ও রক্ষণ করিয়াছেন এবং স্বীয় তপস্যা দ্বারা লোক সংস্থান করিয়াছেন।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

একদা মহারাজ মান্ধাতা ভূরিদক্ষিণ হয়মেধ যজ্ঞ সমাপন করিয়া, অবভৃথ (যজ্ঞান্তেকর্ত্তব্য) স্নানান্তে প্রসন্নচিত্ত মুনিগণের সহিত দিব্যাসনে আসীন হইয়া আছেন। বন্দী ও মাগধগণ তদীয় অকলুষ চরিত গান করিতেছে। তৎকালে রাজা দেবর্ষি নারদকে আকাশমার্গ হইতে অবতরণ করিতে দেখিয়া, মহর্ষিবর্গের সহিত আসন হইতে উত্থিত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলি ও প্রণত হইয়া, তাঁহাকে আসন পাদ্য অর্ঘ্যাদি দ্বারা যথাবিধি পূজা করিলেন। দেবর্ষিও আসন পরিগ্রহ করিয়া তথায় উপবিষ্ট হইলেন। নৃপবর মান্ধাতা তাঁহাকে বিশ্রান্ত ও সুখোপবিষ্ট দেখিয়া কহিলেন,—ভগবন্। আমার হৃদয়ে একটি সন্দেহ জাগরূক রহিয়াছে, আমি জিজ্ঞাসা করি, বলুন। কিঞ্চিৎ কাল এখানে অবস্থান করিয়া, আপনি আমার প্রশ্নগুলির উত্তর সমাধান করুন। হে দেবর্ষে! যদি কৃপাকরিয়া, সম্প্রতি বলিতে ইচ্ছা করেন, তবে অনুমতি করুন, আমি ক্রমশ: প্রশ্নগুলি বলি। নারদ কহিলেন,—মহারাজ! সূর্য্যবংশে আপনার জন্ম ও সাধুগণ আপনার সম্মান করেন। আপনার সংসর্গ সর্ব্বদাই আমাদিগের প্রার্থনীয়। কিয়ৎকাল আপনার সহবাস লাভার্থ সকল প্রশ্নেরই উত্তর করিতেছি, নিঃশঙ্কচিত্তে বলুন। মান্ধাতা কহিলেন,—মুনিবর! এই বিশ্ব জগৎ, স্থাবর, জঙ্গম কোথা হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। প্রলয়কালে সেই সকল

কাহাতে লীন হয়, এই সসাগর সগগণ সশৈল সজলধর সভূমি সপবন সবহ্নি লোক কে নির্ম্মাণ করিয়াছেন? কি নিমিত্ত ভূতসমূহ সৃষ্ট হইয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে বর্ণবিভাগই বা কেন? সেই ভূতগণের আবার শৌচ অশৌচ ও ধর্ম্মাধর্ম্মবিধিই বা কেন হইয়াছে? জীববর্গের জীবন কিরূপ এবং মরণান্তেই বা কোথায় যায়? আপনি ক্রমশঃ এই সকল প্রশ্নের উত্তর করুন। নারদ কহিলেন,—অনাদি নির্গুণ আত্মা পুরুষ প্রকৃতি অপেক্ষা প্রধান। একমাত্র তিনিই সৎস্বরূপে প্রথমে ছিলেন, আর কিছুই ছিল না। তিনি জ্যোতিঃস্বরূপ ও তাঁহাতেই বিশ্বের সমন্বয় হইয়াছে। মহারাজ! সেই প্রধান পুরুষ এই জগৎ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করতঃ যদৃচ্ছায় পৃথগ্‌ভূতা ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকে দর্শন করিয়াছিলেন। দর্শনমাত্রেই সেই দেবী প্রধান পুরুষের মহৎ বীর্য্য ধারণ করতঃ নিতান্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া মহৎ তত্ত্ব প্রসব করিলেন। সেই মহৎ জগদঙ্কুরস্বরূপ প্রভু এই বিশ্ব সুপ্রকাশিত করিবার নিমিত্ত পুরোবর্ত্তী তীব্র তমোরাশি পান করিলেন। নিরঞ্জন সত্ত্বগুণবিশিষ্ট সাক্ষাৎ ভগবানের শক্তিস্বরূপ যে বাসুদেবনামে চিত্ত তাহাই মহৎ তত্ত্ব। স্বচ্ছত্ব, নির্ব্বিকারত্ব ও শান্তত্বই চিত্তের এবং মহৎ তত্ত্বের লক্ষণ। মহতের বিকারে অহঙ্কার হইল। পরমেষ্ঠীর প্রসাদে সেই অহঙ্কারের ক্রিয়াশক্তি হইল। সাত্বিক রাজসিক ও তামসিক এই তিন প্রকার অহঙ্কার। মনঃস্থানে সত্ত্বের, ইন্দ্রিয়সমূহে রজের ও ভূতসকলে তমের বৃত্তি (স্থিতি) কল্পিত হইয়াছে। সেই বৃত্তিতে দেব সংকর্ষণ কর্ত্তৃত্ব, কারণত্ব ও কার্য্যত্ব এই লক্ষণত্রয়যুক্ত হইয়া অবস্থিত।

শান্তত্ব, ঘোরত্ব ও বিমূঢ়ত্ব এই তিনটি যথাক্রমে উক্ত লক্ষণ ত্রয়ের ক্রিয়া। হে রাজন্! ভগবদ্ভক্তিবৰ্জ্জিত তামস অহঙ্কার হইতে সর্ব্বভূতের আদিকারণ শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। সেই শব্দ অর্থের আশ্রয় ও দর্শনে নিয়োজক। আকাশের গুণই শব্দের লক্ষণ। সেই শব্দের বিকারেই নভঃ উদ্ভূত হইয়াছে। ছিদ্রসম্পাকদত্ব, বাহ্যাভ্যন্তরবর্ত্তিত্ব ও প্রাণেন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃত্ব, এই কএকটী নভোলক্ষণ। নভঃ ও কালক্রমে বিকৃত হইয়া, ঐশীশক্তিপ্রভাবে স্পর্শসৃষ্টি করিয়াছে। মৃদুতা, কাঠিন্য, শীতলতা ও উষ্ণতা এইগুলি স্পর্শের লক্ষণ। তাহা হইতে শব্দস্পার্শগুণাবহ বায়ুর উৎপত্তি হইয়াছে। চালন, সঙ্গম, দ্রব্য ও শব্দের প্রাপ্তি ও সকল ইন্দ্রিয়ের আত্মত্বই বায়ুর লক্ষণ। বায়ুর স্পর্শগুণ হইতেই সমুজ্জ্বল রূপ উৎপন্ন হইয়াছে। সর্ব্ব দ্রব্যের আকৃতি, ব্যক্তিভেদে সৌম্যতা ও তেজের তন্মাত্রতা এইগুলি রূপের লক্ষণ। হে মহীপতে! তৎপরে রূপের বিকার হইতে তেজঃ উদ্ভূত হয়। প্রদীপন, পচন, মদন, (মত্তকরণ) হিমমৰ্দ্দন, শোষণ, ক্ষুধা ও তৃষা এই সকল তেজের কর্ম্ম। রূপ, স্পর্শ ও শব্দ তেজের এই তিনটি গুণ। রূপ ও তেজঃ হইতে রস নামে গুণ উৎপন্ন হইয়াছে। কষায়, মধুর, তিক্ত, কটু, অম্ল ও লবণ এইগুলি রস। সেই রস হইতে আবার জলের উৎপত্তি হইয়াছে। ক্লেদন, চূর্ণীকৃত বস্তুনিচয়ের পিণ্ডন, (তালপাকান) তৃপ্তি, প্রাণগণের আপ্যায়ন ও তাপনোদন এই সকল জলের লক্ষণ। শব্দ স্পর্শ ও রূপ ইহাদিগের গুণ রসের সম্বন্ধ হইতে জাত, কিন্তু রস স্বগুণসম্বদ্ধ। সলিলের বিকার হইতেই গন্ধ উৎপন্ন হইয়াছে। গন্ধ কোন দ্রব্য

যোগে প্রতিযুক্ত, সুরভি, শান্ত, উগ্র ইত্যাদি বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করে। রাজন্! সেই গন্ধ হইতে ভূমির উদ্ভব হইয়াছে। ব্রহ্মভাবন, স্থান, ধারণ, সন্নিবেশন ও সমস্ত সত্বগুণের উদ্রেক এই পাঁচটি পৃথিবীর লক্ষণ কথিত হয়। তৎপরে স্বয়ম্ভূ একটি তেজোময় দিব্য পদ্ম সৃজন করিলেন। সেই পদ্ম হইতে বেদময় ব্রহ্মা জন্মিলেন। অনন্তর তিনি মনের দ্বারা বিবিধ প্রজা সৃষ্টি করিলেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রথমে সূর্য্যবৎ প্রভান্বিত ব্রাহ্মণের সৃষ্টি করিলেন। তৎপরে সত্য, ধর্ম্ম, তপঃ, শাশ্বত ব্রহ্ম, (বেদ) আচার ও শৌচ স্বর্গের নিমিত্ত সৃষ্ট হইল। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, দৈত্য, অসুর, মহোরগ, যক্ষ, রাক্ষস, নাগ, পিশাচ, মানব, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং অন্যান্য জীবগণের বর্ণ বিনির্ম্মাণ করিলেন। ব্রাহ্মণগণের শ্বেতবর্ণ, ক্ষত্রিয় সমূহের লোহিত, বৈশ্যবর্গের পীত ও শূদ্রনিচয়ের অসিত বর্ণ নির্দ্ধারিত হইল।

মান্ধাতা কহিলেন,—উক্ত জাতিচতুষ্টয়ের শরীরগত বর্ণ দ্বারাই যদি বর্ণনির্ণয় হয়, তবে সর্ব্ব জাতিরই বর্ণসঙ্কর দৃষ্ট হয় কেন? কাম, ক্রোধ, ভয়, লোভ, শোক, চিন্তা, ক্ষুধা, শ্রম, সকলেরই সমভাবে প্রবল হয়না, তবে বর্ণবিভাগ কি নিমিত্ত হইয়াছে? স্বেদ, মূত্র, পুরীষ, শ্লেষ্মা, পিত্ত, শোণিত, সকলের দেহ হইতেই নির্গত হয়, তথাপি বর্ণভেদ কেন? এইরূপ হইলে, স্থাবর ও জঙ্গমের মধ্যে অসংখ্য জাতি আছে, তাহাদিগের বিবিধ বর্ণের বিনিশ্চয় কিরূপে হইতে পারে? নারদ উত্তর করিলেন,—এই বিশ্ব জগৎ ব্রহ্মময়, সুতরাং বর্ণগণের মধ্যেও বিশেষ নাই। প্রথমে জীবগণ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়া, স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে বর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। যে দ্বিজগণ

কামভোগপ্রিয়, উগ্রস্বভাব, ক্রোধন, স্বধর্ম্মত্যাগী ও লোহিতাঙ্গ তাহারাই ক্ষত্রিয়তা প্রাপ্ত হইয়াছে। যে সকল পীতবর্ণ দ্বিজ গোসমূহের সাহায্যে কৃষি কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে ও স্বধর্ম্মানুষ্ঠানবর্জ্জিত, তাহারাই বৈশ্য হইয়াছে। যে বিপ্রবর্গ হিংসক, মিথ্যাপ্রিয়, লুব্ধ, সর্ব্বকর্ম্মোপজীবী, কৃষ্ণবর্ণ ও শৌচ—(বাহ্যশুদ্ধি)ভ্রষ্ট তাহারাই শূদ্রতা লাভ করিয়াছে। এইরূপে দ্বিজগণ স্বস্ব কার্য্যানুসারে বর্ণান্তরপ্রাপ্ত হইয়া বিভক্ত হইয়াছে। এই চতুর্বর্ণকেই ব্রহ্মা বেদাধিকারী করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা লোভবশতঃ অজ্ঞানতা প্রাপ্ত হইয়াছে। ধর্ম্মক্রিয়াতন্ত্রপরায়ণ ব্রাহ্মণগণের ব্রাহ্মী সরস্বতী বিনষ্ট হয়না। অন্যান্য ঋষিবৃন্দ ও তপস্যা দ্বারা অনেককে সৃষ্টি করিয়া থাকেন। তাহাকে ধর্ম্মতন্ত্রপরায়ণ মানসী সৃষ্টি কহে।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

—*—

মান্ধাতা কহিলেন,—হে দেবর্ষে! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র কিসে হয়, তাহা আপনি কৃপা করিয়া, আমাকে সবিস্তার বলুন। নারদ কহিলেন,—যে জাতকর্ম্মপ্রভৃতি সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত, শুচি, বেদাধ্যায়ী, ষট্‌কর্ম্মশালী, শৌচাচারপরায়ণ, বিঘসাশী, (দেবাতিথিপ্রভৃতির ভুক্তাবশেষভোজী), গুরু, প্রিয়, নিত্যব্রতী ও সত্যরত তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলা যায়। সত্য, দান, অদ্রোহ, অনৃ

শংসতা, কৃপা, ঘৃণা ও তপঃ এই সকল গুণ যাহাতে দৃষ্ট হয়, তিনিই ব্রাহ্মণ। যে ব্যক্তি ক্ষত্রজ কর্ম্ম করতঃ বেদ পাঠে নিরত ও দান করিয়া প্রকাশ করেন না, তাঁহাকেই ক্ষত্রিয় বলা যায়। যে কোন লোক দানরুচি, শুচি, বেদাধ্যয়নসম্পন্ন হইয়া, পশুপালন ও কৃষিকর্ম্ম দ্বারা প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, তিনি বৈশ্যনামে অভিহিত হন। যাহার সর্ব্বপ্রকার ভক্ষ্য বস্তুতেই অভিরুচি, যে ব্যক্তি যে কোন বৃত্তির আশ্রয় করিয়া জীবন যাপন করে, যে অশুচি, বেদত্যাগী ও অনাচার সেই শূদ্র। স্থলবিশেষে শূদ্রে যে রূপ সুলক্ষণ লক্ষিত হয়, দ্বিজেও সেরূপ হয় না। অতএব শূদ্রকুলে জন্মিলেই শূদ্র হয় না ও ব্রাহ্মণবংশে উৎপত্তি হওয়াতেও ব্রাহ্মণ হয় না। বিবিধ উপায় দ্বারা ক্রোধ ও লোভের নিগ্রহ করা কর্ত্তব্য। ঐ উভয় দোষ প্রবল হইয়া স্বীয় শ্রেয়ঃ বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইলে, সর্ব্বাত্মায় নিবারণ করিতে চেষ্টা করিবে। ক্রোধ হইতে প্রিয়জনকে নিত্য রক্ষা করিবে। অমর্ষ হইতে তপঃ, মানাপমান হইতে বিদ্যা ও প্রমাদ হইতে আত্মাকে রক্ষা করিবে। যাহার সর্ব্ব কার্য্যেই লোকে আশীর্ব্বাদ করে, দানই যাহার সর্ব্ব শুভকার্য্য, সেই জগতে বুদ্ধিমান্। মিত্রের ন্যায় সর্ব্বভূতে অহিংস্র হইবে। পরিজন পরিত্যাগ করিয়া, জিতেন্দ্রিয় হওয়া উচিত। সত্য ও ব্রহ্মতপঃ হইতেই প্রজাসৃষ্টি হয়। সত্য দ্বারাই লোক রক্ষিত হয় ও সত্যেই সমস্ত লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অনৃত (মিথ্যা) তমোরূপি, তমঃ সকলকে অধোগামী করে। তমোগ্রস্ত ব্যক্তিগণ প্রকাশ দর্শন করিতে অশক্ত হয়। পণ্ডিতবর্গ স্বর্গকে প্রকাশ ও নরককে তমঃ কহিয়া থাকেন। সত্য ও

অনৃত সেই উভয়ের প্রাপ্তির কারণ। মান্ধাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, সর্ব্ববর্ণের কি কি সাধারণ ধর্ম্ম ও বর্ণচতুষ্টয়ের প্রত্যেকের পৃথক্ ধর্ম্মই বা কি? চারি বর্ণাশ্রমের রাজধর্ম্মই বা কাহাকে বলে? নারদ কহিলেন,—ক্রোধশূন্যতা, সত্য-বচন, সম্বিভাগ, ক্ষমা, স্বীয়দারে প্রজন, (গর্ব্ভোৎপাদন) শৌচ, অদ্রোহ, সরলতাও ভৃত্যভরণ এই নয়টি সর্ব্ববর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম। এক্ষণে কেবল ব্রাহ্মণের যে ধর্ম্ম, তাহাই বর্ণন করিতেছি। দমই (ইন্দ্রিয়নিগ্রহ) পুরাতন ধর্ম্ম। বেদাভ্যাস সেই ধর্ম্মের কর্ম্ম। ব্রাহ্মণগণ অপকর্ম্ম না করিয়া, স্বধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া শ্রম দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিবে। অনন্তর সেই ধন বিভাগ করিয়া, পুত্রাদির সহিত ভোগ ও যজ্ঞদানাদি করিবে। যে ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়ন করতঃ শুদ্ধাচার-সম্পন্ন হন, তিনি অন্য কিছু করুন বা নাই করুন, তাঁহাকে মৈত্র ব্রাহ্মণ বলা যায়। হে রাজন্! অধুনা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম বলিতেছি, শ্রবণ করুন। রাজন্যগণ দান করিবে, যাচ্ঞা করিবে না, যজ্ঞ করিবে, যাজক হইবে না, অধ্যয়ন করিবে, অধ্যাপন করিবে না। প্রজাপালন, নিত্য দস্যুবধে উদ্যম ও রণে পরাক্রমপ্রকাশ ও রাজার কার্য্য। যে নরপতিগণ বেদজ্ঞ, যজ্ঞকারী ও যুদ্ধবিজয়ী তাঁহারা ত্রিলোকজিৎ। যে সকল ক্ষত্রিয় শত্রু কর্ত্তৃক বিক্ষতদেহ হইয়া, রণস্থল হইতে পলায়ন করেন, তাঁহারা ইহ পরত্র উভয় লোকে অযশো-ভাজন হন। মুনিগণ দস্যুদমনকেই ক্ষত্রিয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য বলিয়া নির্ণীত করিয়াছেন। দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞই নৃপগণের মঙ্গলের হেতুভূত। হে মহারাজ! ধর্ম্মশীল রাজার সহিতই যুদ্ধকরা কর্ত্তব্য। মহীপতি প্রজাগণকে স্ব স্ব ধর্ম্মে সংস্থা-

্যপিত করিয়া, সতত তাহাদিগকে ধর্ম্মকার্য্য করাইবেন। এইরূপে প্রজাপালন করিলে, ভূপালগণ পরম সিদ্ধিলাভ করেন। কোন রাজা এইরূপ করিলে, আর কিছু করুন বা নাই করুন, তাঁহাকে মৈত্র রাজন্য বলা যায়। অতঃপর বৈশ্যবর্গের ও বেদবিধিবিধেয় ধর্ম্ম বলিতেছি। বৈশ্য দান, অধ্যয়ন, শৌচ, যজ্ঞ, ধনসঞ্চয় ও পশুপালন এই সকল কর্ম্ম পিতার ন্যায় ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া, সম্পাদন করিবে। উক্ত স্বধর্ম্মনিচয় পরিপালন করিলে, বৈশ্য মহৎসুখ লাভ করে। প্রজাপতি বৈশ্যকে সৃষ্টি করিয়া প্রজা ও দিয়াছেন। ব্রাহ্মণ ও রাজন্যগণকেও প্রজাপ্রদান করিয়াছেন। এক্ষণে বৈশ্যের উপজীবিকা বলিতেছি। ছয়টি ধেনুর মধ্যে বৈশ্যের একটির দুগ্ধপানে অধিকার আছে। শতের মধ্যে দুইটি ধেনুলাভে বৈশ্যের অধিকার। লব্ধ ধেনুর শৃঙ্গক্ষুরাদির সপ্তম ভাগের একভাগে বৈশ্যের স্বত্ব আছে। শস্যের সমস্তবীজ ও বৈশ্যের প্রাপ্য। ইহাই বৈশ্যের বার্ষিক ভৃতি। বৈশ্যের অভিপ্রায় না হইলে, পশুপালন না করিতেও পারে। কিন্তু বৈশ্য পশুরক্ষা করিলে, অন্য বর্ণের কোনক্রমে তাহা করা বিধেয় নহে। হে ভূপতে! এক্ষণে শূদ্রের ধর্ম্মপ্রকাশ করিতেছি, শ্রবণ করুন। প্রজাপতি শূদ্রকে বর্ণনিচয়ের দাসরূপে সৃজন করিয়াছেন, সেই নিমিত্তই শূদ্র সর্ব্বজাতির পরিচর্য্যা করিয়া থাকে। পরশুশ্রূষণই তাহাদের মহৎ সুখের কারণ। শূদ্রগণ যথাক্রমে ঊর্দ্ধতন তিন বর্ণের সেবা করিবে। তাহারা কখনও ধনসঞ্চয় করিবে না। পাপী ব্যক্তি ধনলাভ করিয়া গুরুতর ব্যক্তিগণকে বশীকৃত করিতে পারে, এই নিমিত্ত রাজার ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইতে অনুমতি প্রদান করা কর্ত্তব্য।

এক্ষণে শূদ্রের উপজীবিকার বিষয় বর্ণন করিতেছি। সকল বর্ণেরই শূদ্রকে ভরণপোষণ করা উচিত। শূদ্রকে ছত্র, পাদুকাপ্রভৃতি বস্ত্র সকল ব্যবহারে পুরাতন হইলে দান করিবে; তাহাদিগের ঐ ধন ধর্ম্মতঃ প্রাপ্য। যে কোন শূদ্র দ্বিজাতির সেবায় নিযুক্ত হয়, তাহাদের বৃত্তির বিষয় ধার্ম্মিকগণ এইরূপ নিরূপণ করিয়াছেন।—অপুত্রক শূদ্রকে পিণ্ডদান, বৃদ্ধ ও দুর্ব্বলকে ভরণ করিবে। শূদ্র ভর্ত্তাকে আপৎকালে পরিত্যাগ করিবে না। সংসারে দ্রব্যাদির অভাব হইলেও ভর্ত্তা শূদ্রকে পর্য্যাপ্তরূপে আহারাদি দ্বারা ভরণ পোষণ করিবে; কারণ, শূদ্রের নিজের সঞ্চিত কোন অর্থ নাই; ভর্ত্তার ধনই তাহার ধন। তিন বর্ণের যজ্ঞের বিষয় পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। শূদ্রের স্বাহাকার ও বষট্কারে অধিকার নাই, এই নিমিত্ত পাকযজ্ঞ স্বয়ং করিবে না। পাকযজ্ঞের দক্ষিণাই পূর্ণপাত্র। সর্ব্বজাতির যজ্ঞকার্য্যেই শূদ্রের যজ্ঞফলপ্রাপ্তি হয়, এস্থানে শূদ্রের পক্ষে সর্ব্ব যজ্ঞের মধ্যে শ্রদ্ধাযজ্ঞই বিহিত হয়। দেবতায় শ্রদ্ধা ও ভক্তি তাহাদের পরম যজ্ঞ। তাহাদের পরম দেবতাই বিপ্র। সেই বিপ্রের পূজাতেই তাহাদের যজ্ঞের ফলপ্রাপ্তি হয়। ব্রাহ্মণগণই অপর তিনবর্ণের সৃষ্টি করিয়াছেন। ঋক্, যজুঃ ও সামবেত্তা ব্রাহ্মণগণই দেবতুল্য। ঐ তিনবেদবর্জ্জিত ব্রাহ্মণ কেবল প্রজাপতির উপদ্রব মাত্র। পণ্ডিতগণ সর্ব্বজাতির মধ্যেই যজ্ঞের প্রথা আছে বলিয়া প্রচার করেন। শূদ্রের যজ্ঞ দেবগণ বা অপর বর্ণের মধ্যে কেহই করেন না; সেই নিমিত্ত শূদ্রের সর্ব্ববর্ণের প্রতি শ্রদ্ধা-রূপ যজ্ঞই করা উচিত। ভূদেব ব্রাহ্মণগণ অন্যান্য বর্ণনিচয়ের যাজকতা করিতেন। ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় এই তিনবর্ণের

মধ্যেই যজ্ঞ সৃষ্ট হইয়াছে। সেই যজ্ঞ হইতে সংশিতাত্মা এক শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ উদ্ভূত হইলেন। তাঁহার বিকার হইতেই জাতিবর্গরূপ বর্ণ সমূহ সৃষ্ট হইল। একটি সাম, একটি যজুঃ, একটি ঋক্, এই তিন বেদ গ্রহণ করিয়া তিনটি দ্বিজজাতির সৃষ্টি হইল। অনন্তর পুরাবিদ্‌গণ যজ্ঞপতির গাথায় কীর্ত্তন করেন, যে যজ্ঞে প্রবৃত্ত বৈখানস নামে মুনিগণের উদিত, অনুদিত এই দুই বেদস্বরে বহ্নির হোমকালে শ্রদ্ধাই মহৎ কারণ বলিয়া অভিহিত হয়। শ্রদ্ধার সহিত যাগে প্রবৃত্ত দ্বিজ তস্কর হউক, নিষ্পাপ হউক বা মহাপাপী হউক, যজ্ঞের নিমিত্ত সকলেই তাহাকে সাধুবাদ দিয়া থাকে। ঋষিগণ তাহাকে প্রশংসা করেন, অতএব সকল বর্ণেরই সর্ব্বদা যজ্ঞ করা কর্ত্তব্য; ত্রিভুবনে যজ্ঞের সদৃশ কিছুই নাই।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—এক্ষণে আশ্রমধর্ম্ম বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। প্রথমে ব্রহ্মচর্য্যের আশ্রমই বলিতেছি। শিষ্য গুরুগৃহে গমন করতঃ গুরুর চরণে প্রণতিপূর্ব্বক বলিবে, যে আমি অধ্যয়ন করিতে উপস্থিত হইয়াছি এবং আমি আপনার শিষ্য হইলাম; অনন্তর উপাধ্যায়ের আদেশ অনুসারে অধ্যয়ন করিবে। গুরুগৃহে সর্ব্বদা শাস্ত্রবিচার, গুরুপাদাভিবন্দন, তদীয় আজ্ঞাপালন, দৈবচিন্তা, যৎকিঞ্চিৎ লাভে সন্তোষ ও

সাধুসমাগম কর্ত্তব্য। অনন্তর বিদ্যা সমাপ্ত হইলে গুরুদক্ষিণা প্রদান করতঃ তদীয় আজ্ঞা লইয়া গৃহাশ্রমে গমন করিবে। তৎপরে সুশীলা, ধর্ম্মচারিণী, নিরহঙ্কারা, সুচরিত্রা, প্রিয়ম্বদা, সুন্দরী ও সৎকুলোদ্ভবা একটী কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে। গৃহীর প্রথম ধর্ম্মই অতিথিসৎকার; অভ্যাগত ব্যক্তি পূজা প্রাপ্ত না হইয়া যাহার গৃহ হইতে নিবৃত্ত হয়, সে অতিথিকে স্বীয় পুণ্য প্রদান করিয়া ঘোর নরকে গমন করে। প্রথমে অতিথির স্বাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে; পরে প্রণতিপূর্ব্বক আসন প্রদান, তৎপরে পাদ্য ও তৎপরে মধুপর্ক প্রদান করিবে। অনন্তর অভ্যাগতের সহিত কিয়ৎক্ষণ প্রিয়ালাপ করা কর্ত্তব্য। অবশেষে যথাশক্তি অতিথির ভোজন সম্পাদন করিবে। এই অতিথিসৎকারে দেবতা ও পিতৃলোকগণ প্রীত হইয়া থাকেন। গৃহস্থগণের আতিথ্যসদৃশ সৎকর্ম্ম আর নাই; গৃহাশ্রম অপেক্ষা উত্তম আশ্রমও নাই; কারণ, তিন আশ্রমের লোকেই ভিক্ষার্থ গৃহাশ্রমে উপস্থিত হন। সুখাভিলাষী ব্যক্তি দেব ও পিতৃলোকের অর্চ্চনা করিবে। এক্ষণে বানপ্রস্থনামক তৃতীয় আশ্রমের বিষয় বর্ণন করিতেছি। গৃহাশ্রমে কৃতকৃত্য হইয়া প্রসিদ্ধ আরণ্যকশাস্ত্র সমূহ অধ্যয়ন করিয়া যে ব্যক্তি বানপ্রস্থ আশ্রমে গমন করেন, তিনিই ধর্ম্মবিৎ। ঊর্দ্ধরেতাগণ পরিব্রাজক ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া সেই শাশ্বত ঈশ্বরের সমতা প্রাপ্ত হন। পুত্রের প্রতি গৃহস্থাশ্রম ও স্বীয় ভার্য্যা সমর্পণ করিয়া অথবা সস্ত্রীক উক্ত আশ্রমে গমন করিবে এবং শান্ত, শুদ্ধাত্মা ও সর্ব্বভূতের হিতে রত হইবে। হে রাজেন্দ্র! মুনিগণ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমী ব্রাহ্মণের যে সকল কর্ত্তব্য নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা বর্ণন করিতেছি। ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ মোক্ষ

কাম হইলে, ভৈক্ষচর্য্যা অবলম্বন করাই বিধেয়। তাঁহার বাসার্থ গৃহনির্ম্মাণ ও যজ্ঞপাকাদির নিমিত্ত অগ্নিরক্ষা করা অকর্ত্তব্য। তাঁহারা ভূমিতে শয়ন ও ভিক্ষালব্ধ যৎসামান্য দ্রব্যেই জীবন ধারণ করতঃ দান্ত (বশী) ও জিতেন্দ্রিয় হইবেন। যোগ কালে তাঁহারা নিরাশীঃ, মৌনী, নির্ব্বিকার, বিবেকী, ধনপুত্রাদির প্রতি বিতৃষ্ণ, করুণ, সংসারকে স্বপ্নবৎ মনে করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত, সন্তুষ্টমানস, পত্রমূলফলাশী, জলাহারী, বায়ুমাত্রভোজী অথবা নিরাহার ও শুদ্ধ হইয়া অহর্নিশ তপশ্চরণ করিবেন। ব্রাহ্মণ এইরূপ আচরণ করিলে, সিদ্ধি লাভ করেন। এক্ষণে মুক্তির সোপানতুল্য চতুর্থ আশ্রমের বিষয় কহিতেছি, শ্রবণ করুন। সন্যাসধর্ম্মজ্ঞ ভিক্ষু ব্যক্তি গুরুর পুরোহিতকে সঙ্গে লইয়া ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ করতঃ সমস্ত পৃথ্বী ভ্রমণ করিবেন ও গোপনে যোগাভ্যাসে রত থাকিবেন। এই আশ্রমে ধর্ম্মসঞ্চয় বা ধর্ম্মাধর্ম্মহীনতা উভয়ই সিদ্ধির কারণ। মান্ধাতা কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনি কি বলিলেন, বুঝিতে পারিলাম না। ধর্ম্মাধর্ম্মপরিত্যাগ কিরূপে যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে, তাহা আপনি বিশদরূপে বলুন। নারদ উত্তর করিলেন,—হে নৃপ! জ্ঞান ও কর্ম্ম এই দ্বিবিধ যোগমার্গ। যম ও নিয়ম এই দুই জ্ঞানযোগের অঙ্গ। কর্ম্মযোগের ছয় অঙ্গ; যথা—আসন, প্রাণ, নিয়ম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি। হে রাজন্! প্রথমতঃ জ্ঞানযোগের দুই অঙ্গের বিষয় শ্রবণ করুন। ব্রহ্ম কিরূপ বা কি পদার্থ এই বিষয়ে গাঢ় চিন্তা ও কারণাবলোকনই যম। অহিংসা, সমতা, সন্তোষ, পারোপকার, সর্ব্বভূতে দয়া, অকপট ভক্তি ও সমস্তই ব্রহ্ম এইরূপ ভাব, এই সকলকে নিয়ম বলা যায়। সম্প্রতি আস-

নের লক্ষণ বলিতেছি, শ্রবণ করুন। বাম উরুর উপরি ভাগে দক্ষিণ চরণ ও দক্ষিণ উরুর উপরে বাম চরণ স্থাপন করিয়া, হৃদয়দেশে চিবুক বিন্যস্ত করতঃ হস্তদ্বয়ে পৃষ্ঠবেষ্টন করিয়া, বিপরীত ক্রমে দক্ষিণ পাদাঙ্গুষ্ঠ বাম করে ও বাম পাদাঙ্গুষ্ঠ দক্ষিণ করে ধারণ করিবে। তৎপরে নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া, বায়ুবর্দ্ধন করতঃ ন্যাস করিবে। এইরূপ আসনকে কমলাসন কহে। বামপাদের গুল্ফ গুহ্যদেশে ন্যস্ত করিয়া, পশ্চাৎ অঙ্গুলিসহিত করদ্বয় ঊর্দ্ধে ধারণ করিলেই তাহাকে স্বস্তিকাসন কহে। এই আসন করিলে, সর্ব্বব্যাধি বিনষ্ট হয়। অণ্ডকোষের অধোদেশে পার্ষ্ণি (পদের গোড়ালী) যুগল সংস্থাপন করতঃ ভূতলে জানু বিন্যস্ত করিয়া ধ্যান ও মন্ত্রজপে অবস্থিত হইলে, তাহাকে ভদ্রাসন বলা যায়। অধোভাগে মস্তক ও ঊর্দ্ধে চরণদ্বয় সংস্থাপন করাকেই ঊর্দ্ধাসন কহে। এই আসন করিলে, সিদ্ধি ও রোগনাশ হয়। জানুযুগল সমভাবে উভয় পার্শ্বপ্রদেশে বিন্যস্ত করিলে, গোমুখ আসন কথিত হয়। যোগিগণের কূর্ম্মপ্রভৃতি রোগনাশক মৃত্যুহারি অন্যান্য বহুতর আসন আছে। রাজন্ এক্ষণে সর্ব্বসিদ্ধিকর যৌবনবলবর্দ্ধন রোগনাশন প্রাণায়ামের বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান, উদান, নাগ, ক্রকর, দেবদত্ত, ধনঞ্জয় ও কূর্ম্ম দেহের অভ্যন্তরে এই দশটী বায়ু আছে। হৃদয়ে প্রাণ, গুহ্যদেশে অপান, নাভিতে সমান ও ব্যান বায়ু সমস্ত নাড়ীর মধ্যে পুষ্টি বর্দ্ধন করতঃ বিদ্যমান আছে। উদান বায়ু কণ্ঠমধ্যে অবস্থিত হইয়া তত্রত্য রস বহন করতঃ অভ্যন্তরে লইয়া যায়। নাগ বায়ু মস্তকে থাকিয়া শ্যেনপক্ষীর ন্যায় ঐসকল বায়ুকে

গ্রহণ করেন। অপানের অধঃস্থিত কূর্ম্মবায়ু স্বস্থানে থাকিয়াই উক্ত বায়ুগণকে উন্মীলিত করে। দেবদত্তনামক বায়ু হৃদিস্থিত হইয়া জৃম্ভণ (হাইফেলা) সম্পাদন করে। ধনঞ্জয় ও বক্ষঃস্থলে অবস্থিতি করতঃ দেবদত্তের সহায় হইয়া উভয়ে এক কার্য্যই করে। কৃকরনামে বায়ুর জঠরে অবস্থিতি, ইহা হইতে ক্ষবথু (হাঁচি) উৎপন্ন হয়। মুখ ও নাসিকার মধ্যে সর্ব্বদায় বায়ু গতায়াত করিতেছে, তাহারই নাম প্রাণ; উহাই সকল বায়ুর মধ্যে প্রধান। দেহের মধ্যে সুষুম্নানামে নাড়ী আছে, তন্মধ্যে আবার সূক্ষ্মা নামে অদ্ভুতরূপিণী নাড়ী। সেই নাড়ীতে নিত্যানন্দস্বরূপ আত্মা বহ্নিরূপে বিরাজমান আছেন। সেই আত্মাতে সপ্তলোকস্বরূপ সপ্ত পদ্ম আছে। গুহ্যদেশে পৃথিবীতুল্য হরিদ্বর্ণ চতুর্দ্দশ চক্র আছে। লিঙ্গে ষট্‌কুল চক্র, ইহাকেই স্বাধিষ্ঠান কহে। নাভিতে ত্রিলোকস্বরূপ বহ্নিনিলয় সপ্ত চামীকর (ধুস্তূরপুষ্প) সদৃশ কুণ্ডলিনীর সহিত দশদল চক্র বিরাজিত। হৃদয়ে নীলাঞ্জন সদৃশ ব্রহ্মস্থানও পূর্ব্বক (আদিপুরুষ)—মন্দির এবং মণিপূর নামক স্বচ্ছ জলস্থান কথিত হইয়া থাকে; তথায় উদয়োন্মুখ সূর্য্যবৎ তেজোময় চক্র। কণ্ঠে কুম্ভকনামক দ্বাদশার (অর— চাকার পাখি) বৈষ্ণব বায়ুমন্দির ও বিশুদ্ধের আশ্রয়ভূত শাম্ভবীবরচক্রনামক চন্দ্রবিন্দুবিভূষিত পুরোদয় উক্ত হইয়া থাকে। ষষ্ঠ ধারাচক্র, ইহা আজ্ঞাময়, দ্বিদল ও শ্বেতবর্ণ, ইহাকেই মনঃস্থান বলে। এতদতিরিক্ত একটী পরমাত্মার প্রকাশক নিত্য সত্য জ্ঞানময় সহস্রসূর্য্যসদৃশ সহস্রদল পদ্ম আছে। পূর্ব্বোক্ত ষট্ চক্রের ভেদ আছে, কিন্তু ইহা কোনরূপেই ভেদ্য নহে। আপূরণ, কুম্ভন ও রেচনযোগ করিলে জরাশূন্য হয়।

মূলবন্ধনামক যৌগিক প্রক্রিয়ায় জরানাশ হয়। উড্ডীয়ান বন্ধনামে যোগ করিলে, মৃত্যু হইতে অব্যাহতি ও জালন্ধর বন্ধ যোগে পুষ্টি হইয়া থাকে। খেচরী মুদ্রা করিলে সর্ব্বসিদ্ধি, জরামৃত্যুরোগক্ষুধানাশ, সর্ব্বানন্দসম্পাদন, বিশ্বসম্মোহন ও চিরযৌবন হয়। হে নৃপ! এক্ষণে প্রত্যাহারবিধি বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। প্রভাকর যেরূপস্বীয় করবিস্তার করিয়া, পুনর্ব্বার তাহা সংহরণ করেন, যোগিগণ সেইরূপ স্বীয়ইন্দ্রিয়নিচয়কে আত্মায় প্রত্যাহার করেন। কূর্ম্ম স্বীয় অঙ্গ প্রসারিত করিয়া, তাহা যেমন পুনঃসঙ্কুচিত করে, জ্ঞানী লোকসমূহ ও সেইরূপ নিজ ইন্দ্রিয় প্রত্যাহৃত করেন। যোগিগণ যাহা যাহা কর্ণযুগলে শ্রবণ করেন, তাহা প্রিয় বা অপ্রিয় শব্দ হউক, আত্মা দ্বারা ধ্যান করিয়াই প্রত্যাহার করেন। ইহার কারণ এই, যে তাঁহারা বিবেচনা করেন,—শব্দ কি পদার্থ ও কি করিতে পারে, প্রয়োগ করিলেই তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। শব্দের প্রিয়তা ও অপ্রিয়তা ভ্রমময় লোকাচার মাত্র। প্রিয় শব্দে কি সিদ্ধ হয় ও অপ্রিয় হইলেই বা হানি কি? স্বীয় আত্মাশব্দই অবিনশ্বর ও নিত্য, অতএব এই বিষয়ে অবহিত হইয়া ভ্রমত্যাগ করিবে। নশ্বর রূপাদিগ্রহণ ও পরিহার করা কর্ত্তব্য। নিত্যানন্দ, নিরঞ্জন, অদ্বৈত জ্ঞানের বিষয়িভূত, নির্গুণ অথচ গুণাশ্রয় ব্রহ্মকে সতত ধ্যান করিবে। দ্বৈতভ্রম কোনক্রমে বিধেয় নহে; কারণ, নানা বর্ণের বহু ধেনুর দুগ্ধ সকল যেমন এক বর্ণেরই হইয়া থাকে, সেইরূপ সত্য নিরঞ্জন ও একমাত্র সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন। আত্মাই পরমেশ্বর, জীবগণের এই একই ধ্যান কর্ত্তব্য। সূর্য্য একমাত্র দেহে দর্পণাদিতে যেমন বহু দৃষ্ট হন, তদ্রূপ পরমাত্মাকে ও লোকে

ভ্রমবশতঃ নানাত্ব দর্শন করিয়া থাকে। একমাত্র প্রদীপ হইতে যেমন সহস্র সহস্র দীপের উৎপত্তি হইয়া থাকে, অথচ আদিমটীর কোন অপচয় হয় না, এই অদ্ভুত বিশ্বও সেইরূপ। এই সমস্ত ভূতই বিশ্বদেহের অঙ্গস্বরূপ; ইহারা কাহার বিষয় চিন্তা করিবে? লোকে যখন আপনার ছিদ্রই উপলব্ধি করিতে অশক্ত, তখন অন্যে কে কি পাপ পুণ্য করে, তাহা কিরূপে নির্ণয় করিবে? এই নিমিত্তই পূর্ব্বে বলিয়াছি, যে চতুর্থআশ্রমস্থ ব্যক্তি পাপপুণ্যবিবর্জ্জিত হইবে। প্রিয় জনের প্রতি অহংকার (আত্মীয়বুদ্ধি) ক্ষয় হইলে, বিশ্বাত্মা (বিশ্বকে আত্মীয় বোধকরে যে) ব্যক্তি যোগী হইয়া থাকেন। অহংকারত্যাগী যোগীর ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই। অহংকার (আমি আমার ইত্যাদিজ্ঞান) পরম শত্রু; এইজন্য সাধ্যানুসারে তাহাকে বিসর্জ্জন করিবে। অনহংকারিতা, ধৈর্য্য এবং যে কোন প্রকারে সন্তোষ এই গুলি সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা জ্ঞানের ধারণা। সর্ব্বভূতের সহিত সম্প্রীতি কর্ম্মযোগের ধারণা। আমিই পরব্রহ্ম এইরূপ জ্ঞানই কৈবল্যপদদায়ক। যখন যোগী সুখ দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া সুস্থ হন ও মান অপমান তুল্য জ্ঞান করিয়া কেবল প্রকাশের চিন্তায় গাঢ় নিমগ্ন হন, তখন তাঁহার সেই অবস্থাকেই সমাধি কহে। সমাধিকালের ভাবনায় পূর্ণ পরমানন্দ লব্ধ হয়।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

মান্ধাতা কহিলেন,—হে মুনে! আপনার নিকট বর্ণাশ্রম বিধি সবিশেষ শ্রুত হইলাম; কিন্তু যোগজ্ঞানের বিষয় যাহা বলিলেন, তাহা নিতান্ত দুষ্কর বলিয়া অনুভূত হইতেছে। মাদৃশ ব্যক্তিগণের পক্ষে যে ধর্ম্ম মঙ্গলকর, সুখসাধ্য, মহোদর্ক, (ভবিষ্যতে শুভদ) অহিংস্র আপনি তাহাই বলুন। সম্প্রতি যাহাদিগের পক্ষে যে সকল বিষয় নিষিদ্ধ আছে, তাহাই প্রথমে বর্ণন করুন। নারদ বলিলেন,—ধনুর জ্যা-(ছিলা) কর্ষণ, শত্রুবিনাশ, কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালন ও পরশুশ্রূষা অর্থো-পার্জ্জনের নিমিত্ত ব্রাহ্মণের এই সকল কার্য্য করা নিতান্ত অবিধেয়। বুদ্ধিমান্ বিপ্র গৃহস্থাশ্রমে বেদবিহিত ষট্‌কর্ম্মই করিবেন। উক্ত আশ্রমের কার্য্য সমাধা করিয়া অরণ্যবাসই কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণের রাজভৃত্যতা, কৃষি, বাণিজ্য, কুলটার ন্যায় কুটিলতা ও কুশীদব্যবহার (ঋণাদিয়া সুদ গ্রহণ করা) উচিত নহে। হে রাজন্! বিপ্র এই সকল কার্য্য করিলে শূদ্রত্ব লাভ করে। যে দুরাচার ব্রাহ্মণ শূদ্রাণীর সহবাসে রত, ক্রূর, নৃত্যব্যবসায়ী, গ্রামভৃত্য, অপকর্ম্মকারী ও চরিত্রভ্রষ্ট, সে বেদ জপ করিলেও শূদ্রের মধ্যে গণনীয়। হে নরেন্দ্র! মর্য্যাদাহীন, অশুচি, ক্রূরবৃত্ত, হিংস্র, ত্যক্তধর্ম্ম ও কুক্কুরবৃত্তি-ধারী ব্রাহ্মণের প্রতি তান্ত্রিক ও বৈদিক কর্ম্মের ভারার্পণ করা উচিত নহে; ঐরূপ বিপ্রকে হব্য (দেবোদ্দেশে দত্ত খাদ্যবস্তু) কব্য (পিতৃ. লোকের উদ্দেশে দত্ত খাদ্য, বা অন্য কোন

দান প্রদত্ত হইলে তাহার কোন ফল হয় না। দম ঋজুতাও সত্যই ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম। তাঁহাদের যোগ্য আশ্রমসকল ইতিপূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। যিনি দান্ত, (বশী) সোমপায়ী, আর্য্যশীল, সানুক্রোশ, (সদয়) নিত্য নিরাশীঃ; সরল, মৃদু, অনৃশংস ও ক্ষমাবান্ তিনিই বিপ্র, অন্য কোন পাপিষ্ঠ উক্ত পদের বাচ্য নহে। রাজন্যগণ প্রচলিত করের অতিরিক্ত কোন কর গ্রহণ করিলে, তাহা প্রতিগ্রহস্বরূপ গণ্য হইয়া থাকে; ঐ প্রতিগ্রহে ইহকালে নিন্দা ও পরত্র অসুখভোগ হয়। যুদ্ধে পলায়ন, যাচকবর্গের প্রতি কাতরতা, প্রজার অপালন, দানে ও ধর্ম্মে বিরক্ততা, স্বরাজ্যের অপর্য্যবেক্ষণ, ব্রাহ্মণের অনাদর, অমাত্যগণের অসম্মান ও তাহাদের কর্ম্মে দৃষ্টিশূন্যতা এবং ভৃত্যসমূহের সহিত পরিহাস এই সকল ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে নিতান্ত নিষিদ্ধ। বৈশ্য নিচয়ের ধনলোভে মিথ্যামূল্যপ্রকাশ ও বাণিজ্যে বিভব হইলে পশুর অপালন নিতান্ত অবিধেয়। হে রাজন্! সেবক শূদ্রের সন্তান উৎপন্ন হইলে, গৃহস্থাশ্রমের কার্য্য সমাপনান্তে রাজার আজ্ঞা লইয়া, কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবে, কিন্তু তাহার ধনসঞ্চয় বৃথা। দশধর্ম্মগত সমস্ত আশ্রমই সংক্ষেপে কথিত হইল। তৎপরে উক্ত আশ্রমীর ভৈক্ষ্যচর্য্যার বিধান আছে। বৈশ্য ও রাজকর্ম্ম করিয়া বৃদ্ধ দশায় মহীপতির অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক আশ্রমের আশ্রয় লইবে। ধর্ম্মসংগ্রহতৎপর রাজন্যের আশ্রমের বিষয় ব্যাখ্যা করিতেছি, শ্রবণ করুন। ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে বেদ ও রাজধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া, সন্তানোৎপাদন ও সোমরস পান করিবে। অনন্তর যথাধর্ম্ম প্রজাপালন করতঃ রাজসূয়

অশ্বমেধপ্রভৃতি যজ্ঞ সম্পাদন করিবে। অল্প বা বহু যেরূপ হউক, সংগ্রামে জয়লাভ করিবে। তৎপরে উপযুক্ত পুত্রের হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া ঋষি, দেবতা ও পিতৃ-লোকের যথাক্রমে বেদ, যজ্ঞ ও শ্রাদ্ধক্রিয়া দ্বারা পূজা করতঃ অন্তকাল অন্তিকস্থ হইলে, আশ্রমান্তরাভিলাষী নৃপতি আনুপূর্ব্বীক্রমে আশ্রমের আশ্রয় করিলে, সিদ্ধিলাভ হয়। হে মহারাজ! বেদে রাজধর্ম্মই সর্ব্বপ্রধানরূপে বর্ণিত হইয়াছে। অন্য কোন ধর্ম্মই এরূপ বহুকল্যাণকর নহে। সর্ব্বত্যাগই রাজধর্ম্মের মর্ম্ম; ত্যাগকেই মুনিগণ সর্ব্বোত্তম ও পুরাণ ধর্ম্ম বলিয়া থাকেন। দণ্ডনীতির বৈপরীত্য ঘটিলে, ত্রয়ী (বেদ) বিপন্ন হয়। বেদ বিকৃত হইলে, সর্ব্বধর্ম্মই বিনষ্ট হয়। ক্ষাত্র রাজধর্ম্ম পরিত্যক্ত হইলে, সকল আশ্রমধর্ম্ম নিহত হয়। রাজধর্ম্মে সমস্ত দান ও বিদ্যা কথিত হইয়াছে। সর্ব্বলোকই রাজধর্ম্মে নিবিষ্ট। রাজধর্ম্মবিহীন অন্যধর্ম্ম সঞ্চয়কালে লোকের তাদৃশ স্বধর্ম্মে সমাদর থাকে না। হে নৃপ! চতুরাশ্রমধর্ম্ম, যতিধর্ম্ম ও লোকবেদোত্তর ধর্ম্ম এই সমস্তই ক্ষাত্র ধর্ম্মের অন্তর্গত। আশ্রমবাসিগণের ধর্ম্ম সকল অপ্রত্যক্ষ (অস্পষ্ট) ও বহুদ্বার, কিন্তু এক ক্ষাত্র ধর্ম্মেই তাহা প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

—x—

মান্ধাতা কহিলেন,—হে দেবর্ষে! আচারই ধর্ম্মের প্রধান কারণ; অতএব বর্ণগণের সদাচার বর্ণন করুন। নারদ বলিলেন, আমি শূলপাণির নিকটে যে আহ্নিকের বিধি শ্রবণ করিয়াছি, তাহারই বিবরণ প্রকাশ করিতেছি। ইহা শ্রবণ করিলে, মনুষ্য ধর্ম্মমার্গে প্রবর্ত্তিত হয়। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া, রাত্রিবাসঃ পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্ম্মল শুভ্র গ্লানিরহিত ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ সহস্রদল পঙ্কজে ব্যাখ্যা-মুদ্রাকর প্রীত সহাস্য শিষ্যবৎসল প্রসন্নবদন শান্ত নিরন্তর-পরিতুষ্ট গুরুকে ধ্যান করিবে। অনন্তর তদীয় আজ্ঞা লইয়া নির্ম্মল শ্বেতবর্ণ বিস্তীর্ণ সহস্রদল কমলে স্বস্ব ইষ্ট দেবতার ধ্যানানুসারে রূপ কল্পনা করতঃ তাঁহাকে চিন্তা করিবে। পরে তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিয়া, বেদনিরূপিত স্থানে যথাসময়ে বিষ্ঠামূত্র বিসর্জ্জন করিবে। জলে, জলসমীপে, জীবযুক্ত গহ্বরে, দেবালয় সন্নিকটে, বৃক্ষমূলে, পথে, হলকর্ষণ স্থলে, শস্যক্ষেত্রে, গোষ্ঠে, নদীগহ্বরে বা তদ্‌গর্ভে, পঙ্কিল পুষ্পোদ্যানে, গ্রামাদির অভ্যন্তরে, মনুষ্যের গৃহসমীপে, শূলেরনিকট, সেতুতে, শরবনে, শ্মশানে, অগ্নির নিকটে, ক্রীড়াস্থলে, মহারণ্যে, মঞ্চের (মাচা) অধঃস্থলে, বৃক্ষচ্ছায়াবৃত স্থানে, দূর্ব্বাস্থানে, কুশস্থানে, বল্মীকে ও বৃক্ষরোপণার্থে পরি-

সংস্কৃত ভূমিতে পুরীষ পরিত্যাগ করিবেনা। একটী গর্ত্ত খনন করিয়া, বিষ্ঠামূত্র ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। দিবাভাগে উত্তরাভিমুখ, রাত্রিতে পশ্চিমাভিমুখ ও সন্ধ্যাকালে দক্ষিণাভিমুখ হইয়া, গন্ধসঞ্চারাশঙ্কায় নিশ্বাস স্তব্ধ করিয়া, বিষ্ঠামূত্রোৎসর্গ বিধেয়। অতঃপর মৃত্তিকা গ্রহণ করতঃ শৌচ করিবে। মৃত্তিকালোষ্ট্রে শৌচ সমাহিত হইলে, জলশৌচ করিবে; কিন্তু সেইজলে মৃত্তিকা মিশ্রিত থাকিবে। উক্ত শৌচের বিধি এইরূপ।—বামহস্ত দ্বারা লিঙ্গে একবার মৃত্তিকালেপ দিবে; তৎপরে উভয় হস্তে দুইটী লেপ দেওয়া কর্ত্তব্য। ঐরূপ বারদ্বয় করিলেই মূত্রশৌচ হয়। কিন্তু মৈথুনের পরে চতুর্গুণের বিধান আছে। গৃহী বিপ্র লিঙ্গে একবার, গুহ্যদেশে বারত্রয়, বাম করে দশবার, উভয়হস্তে সাতবার ও পদদ্বয়ে ঐ সমস্তপরিমাণ মৃত্তিকার লেপ দিবে। ইহাই পুরীষশৌচ কথিত হয়। বিধবা রমণী, যতি, বৈষ্ণব ও ব্রহ্মচারীদিগের পক্ষে ঐরূপ দ্বিগুণ শৌচের বিধান আছে। গৃহিগণের সম্বন্ধে চতুর্গুণ কীর্ত্তিত হয়। দ্বিজ শূদ্র ও অঙ্গনাগণ যাবৎ পূতিগন্ধ বিনষ্ট না হয়, তাবৎ মৃত্তিকালেপ দ্বারা শৌচ করিবে। গৃহস্থ দ্বিজ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিনজাতিরই শৌচক্রিয়া একরূপ। মুনি ও বৈষ্ণববর্গের তাহার দ্বিগুণ। শুদ্ধিকাম ব্যক্তি শৌচের ন্যূনাধিক্য করিবে না। বিধির অতিক্রম করিলে, প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। হে রাজন্! শৌচ ও মৃত্তিকার নিয়ম বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ব্রাহ্মণ মৃত্তিকার শৌচে শুচি হয় এবং তাহার ব্যতিক্রমে ও অশুচি হইয়া থাকে। বল্মীক ও মূষিক কর্ত্তৃক উৎখাত, জলান্তরগত, শৌচাবশিষ্ট, গৃহলেপসম্ভব, মধ্যে বহুপ্রাণিযুক্ত, হলকৃষ্ট, কুশের মূলো-

খিত, দুর্ব্বামূলস্থ, অশ্বত্থ মূলগত, কিঞ্চুলুক (কেঁচো) কর্ত্তৃক উত্থিত, চতুষ্পথের গোষ্ঠের ও গোসমূহের গমন পথের, শস্য-যুক্ত ক্ষেত্রের ও উদ্যাননিচয়ের মৃত্তিকা শৌচের নিমিত্ত গ্রহণ করিবে না। ব্রাহ্মণ স্নান করুন বা নাই করুন, শৌচ করি-লেই শুদ্ধদেহ হইয়া থাকেন। হে রাজন্! শৌচহীন ব্যক্তি সর্ব্ব কার্য্যে অযোগ্য। বিপ্রগণ শৌচসমাপন করিয়া, মুখ প্রক্ষালন করিবেন। প্রথমতঃ ষোলটি গণ্ডুষ দ্বারা মুখশুদ্ধি করিয়া, দন্তকাষ্ঠে দশন পরিমার্জ্জন করতঃ পুনর্ব্বার ষোলটী জলগণ্ডূষে মুখশুদ্ধি করিবে। হে নৃপ! এক্ষণে দন্তমার্জ্জন কাষ্ঠের নিয়ম শ্রবণ করুন। শ্রীহরি সামবেদে আহ্নিকক্রমে অপামার্গ, সিন্ধুবার, আম্র, করবীর, খদির, শিরীষ, জাতি, পুন্নাগ, শাল, অশোক, অর্জ্জুন, ক্ষীরী, কদম্ব, জম্বু, বকুল, ওড্র, পলাশ, বদরী, পারিভদ্র, মন্দার ও শাল্মলী এই সকল বৃক্ষে দন্তকাষ্ঠ প্রস্তুত করিবার বিধান করিয়াছেন। লতাদি ও কণ্টক-যুক্ত বৃক্ষ এবং পিপ্পল, পিয়াল, তিন্তিড়ী, তাল, খর্জ্জুর, নারিকেল ও তালীবৃক্ষের কাষ্ঠে দশনধাবন নিষিদ্ধ। দন্তশুদ্ধি-বিহীন ব্যক্তি অশুচি, সুতরাং সর্ব্বকর্ম্মে অযোগ্য। শৌচ-কার্য্য সম্পাদন করিয়া, ব্রাহ্মণ ধৌত বস্ত্রদ্বয় পরিধানপূর্ব্বক শুদ্ধ হইলে, পাদপ্রক্ষালন ও আচমন করিয়া প্রাতঃসন্ধ্যার উপাসনা করিবেন। সৎকুলোদ্ভব দ্বিজ এইরূপে ত্রিসন্ধ্যায় ত্রিসন্ধ্যা করিয়া থাকেন। যে বিপ্র ত্রিসন্ধ্যা করেন, তাঁহার সর্ব্বতীর্থে স্নানের ফলহয়। ত্রিসন্ধ্যাহীন হইলে, অশুচি ও সর্ব্বকৃত্যের অযোগ্য হয় এবং দিবসে যে ক্রিয়াকলাপ করে, তাহার ও কোন ফল হয় না। যে দ্বিজ পূর্ব্ব ও পশ্চিম সন্ধ্যার উপাসনা না করে, তাহাকে শূদ্রবৎ দ্বিজের কর্ত্তব্যকর্ম্ম-

নিচয় হইতে বহিষ্কৃত করা উচিত। যে পূর্ব্ব মধ্যম ও পশ্চিম এই ত্রিসন্ধ্যাই পরিত্যাগ করে, তাহার প্রত্যহ ব্রহ্মহত্যা ও আত্মহত্যার পাতক জন্মে। যে দ্বিজগণ একাদশীবিহীন তাহারা ও সন্ধ্যাবর্জ্জিতের তুল্যই পাতকী হয়। সে এক কল্পকাল শূদ্রাণীসহবাসে রত দ্বিজের ন্যায় কালসূত্র নরকে গমন করে। সাধক ব্যক্তিগণ প্রাতঃসন্ধ্যা সমাপনপূর্ব্বক ইষ্ট দেবতা, গুরু, সূর্য্যদেব, ব্রহ্মা, মহেশ্বর, বিষ্ণু, মায়া, পদ্মা ও সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া, গব্য, আজ্য, দর্পণ, মধু ও কাঞ্চন দর্শন করতঃ যথাকালে মুষল স্নানকরিবে। এইরূপ স্নানের অন্তে পুনরায় সংকল্পপূর্ব্বক স্নান করিবে। বৈষ্ণবগণের বিষ্ণুপ্রীতিকামনায় ও গৃহিনিচয়ের পাতক-নাশকামনায় সংকল্প করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ সংকল্প করিয়া গাত্রে মৃত্তিকা লেপন করিবেন। অনন্তর দেহ শুদ্ধিকর বেদোক্ত মন্ত্র গান করিয়া, মৃত্তিকার নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিবে।—হে বসুন্ধরে মৃত্তিকে! আমি অশ্ব-ক্রান্ত, রথক্রান্ত ও বিষ্ণুক্রান্ত এই সকল দ্বীপে যে দুষ্কৃত করিয়াছি, আপনি তাহা হরণ করুন। আমার গাত্রে আরূঢ় হইয়া, মদীয় সমস্ত পাপ মোচন করুন। আমাকে পুণ্য দান করতঃ স্নানের অনুমতি করুন। অতঃপর নাভিপ্রমাণ জলে দণ্ডায়মান হইয়া, মন্ত্রপূর্ব্বক চতুর্হস্তপ্রমাণ একটী মণ্ডল করিয়া, তাহাতে হস্ত স্থাপন করতঃ তীর্থসকলকে আহ্বান করিবে। সেই সকল তীর্থের নাম এইস্থলে উল্লিখিত হইতেছে। হে গঙ্গে! হে যমুনে! হে গোদাবরি! হে সরস্বতি! হে নর্ম্মদে! হে সিন্ধো! হে কাবেরি! আপনারা এই জলে প্রত্যাসন্ন হউন। তৎপরে নলিনী, নন্দিনী সীতা,

মালিনী, মহাপথা, বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসম্ভূতা ত্রিপথগামিনী গঙ্গা, পদ্মাবতী, ভোগবতী, স্বর্ণরেখা, কৌশিকী, পথা, পৃথ্বী, বিহগা, বিশ্বকায়া, শিবা, অমৃতা, বিদ্যাধরী, সুপ্রসন্না লোকপ্রসাদনী ক্ষমা, বৈষ্ণবী, শান্তা, শান্তিদা গোমতী, সতী সাবিত্রী, তুলসী, দুর্গা, মহালক্ষ্মী, সরস্বতী, কৃষ্ণপ্রাণাধিকা রাধা, লোপামুদ্রা, দিতি, অহল্যা, অদিতি, সন্ধ্যা, সংজ্ঞা, স্বাহা, অরুন্ধতী, শতরূপা ও দেবহূতী এই সমস্ত দেবীকে স্মরণ করিবে। এইরূপে স্নান সম্পন্ন করিয়া, তিলক করিবে। বাহুদ্বয়ের মূলে, ললাটে, কণ্ঠদেশে ও বক্ষঃস্থলে তিলক অঙ্কিত করা কর্ত্তব্য। কিন্তু ললাটে তিলক না করিলে, স্নান, দান, তপঃ, হোম, দৈব ও পৈত্র কর্ম্ম সমস্তই নিষ্ফল হয়। তিলক অঙ্কিত হইলে, ব্রাহ্মণের সন্ধ্যা ও তর্পণ বিধেয়। অনন্তর দেবগণকে প্রণাম করিয়া, সানন্দে গৃহে গমন করিবে। গৃহাগত হইয়া পাদপ্রক্ষালন ও ধৌত বসনযুগল পরিধানপূর্ব্বক দেবমন্দিরে প্রবেশ করা কর্ত্তব্য। স্বয়ং শ্রীহরি বলিয়াছেন, স্নানান্তে পাদপ্রক্ষালন না করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলে, স্নানাদি জপ ও হোম প্রভৃতি কৃত সৎকার্য্যকলাপ ব্যর্থ হয়। যে গৃহস্থ ব্যক্তি স্নিগ্ধ (ভিজা) বস্ত্র পরিধান করিয়াই গৃহে প্রবেশ করেন, লক্ষ্মী রুষ্ট হইয়া সুদারুণ অভিশাপ প্রদানপূর্ব্বক তাহার গৃহ হইতে চলিয়া যান।

যে ব্রাহ্মণ জংঘা উন্নত করিয়া পাদপ্রক্ষালন করেন, তিনি যাবৎ গঙ্গা দর্শন না করেন, তাবৎ চণ্ডাল হইয়া থাকেন। হে রাজন্! সাধক ব্যক্তির শুচি হইয়া আসনে উপবেশন ও আচমনপূর্ব্বক ভক্তি ও যত্নের সহিত পূজা করা বিধেয়। শালগ্রাম, মণিরত্ন, যন্ত্র, প্রতিমা, জল, গোপৃষ্ঠ, গুরু বা বিপ্র এই

সকলই দেবার্চ্চনে প্রশস্ত। সর্ব্বাপেক্ষা শালগ্রামের উপর পূজাই উত্তম; কারণ, সমস্ত দেবগণেরই উক্ত শিলায় অধিষ্ঠান হইয়া থাকে। শালগ্রামশিলা সর্ব্বতীর্থে স্নাত ও সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষিত। যে ব্যক্তি শালগ্রামের জলে অভিষেক করেন ও উক্ত শিলার জল ভক্তিপূর্ব্বক নিত্য পান করেন, তিনি জীবিত অবস্থায় মুক্ত এবং অন্তে বিষ্ণুলোকে গমন করেন। হে মহারাজ! যেস্থলে শালগ্রামশিলাচক্র অবস্থান করেন, তথায় সুদর্শনচক্রের সহিত ভগবান্ বিষ্ণু ও সর্ব্বতীর্থ বিরাজমান। সেইস্থলে যে দেহীর জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ মৃত্যু হয়, তিনি রত্ননির্ম্মিত যানে আরোহণ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করেন। সাধুলোক শালগ্রাম ব্যতিরেকে অন্য আধারে পূজা করিবেন না। উক্ত শিলায় শ্রীহরির পূজা করিলে সম্পূর্ণ ফলপ্রাপ্তি হয়। পূজার আধার এইরূপে কথিত হইল, সম্প্রতি পূজার ক্রম শ্রবণ করুন। বিষ্ণুর পূজা সকলেই শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া থাকেন। কেহ সুন্দর পবিত্র উপকরণসকল শ্রীহরিকে ভক্তিপূর্ব্বক সমর্পণ করিয়া থাকেন। কোন বৈষ্ণব দ্বাদশ উপচারে ও কেহ পঞ্চ দ্রব্যে যাঁহার যে রূপ শক্তি, তিনি সেইরূপ পূজা করিয়া থাকেন। ফলতঃ ভক্তিই পূজার মূল। আসন, বসন, পাদ্য অর্ঘ্য, আচমনীয়, পুষ্প, চন্দন, ধূপ, নৈবেদ্য, দীপ, গন্ধ, মাল্য, সুন্দর শয্যা, জল, অন্ন, তাম্বূল ও তদীয় আধার, এই সকল দ্রব্যই ষোড়শ উপচার কথিত হয়। পঞ্চ উপচারে গন্ধ, অন্ন, শয্যা, তাম্বূল এই কএকটী দ্রব্যব্যতিরেকে সমস্তই ষোড়শ উপচারের অনুসারে পরিগণিত হইয়া থাকে। পাদ্য, অর্ঘ্য, জল, নৈবেদ্য, পুষ্প, এই সকলকেই পঞ্চ উপচার বলা যায়।

এই সমস্ত উপকরণই মূল মন্ত্রে উৎসর্গ করিবে। গুরূপদিষ্ট মূল মন্ত্রই সর্ব্বকর্ম্মে প্রশস্ত। প্রথমতঃ ভূতশুদ্ধি, তৎপরে প্রাণায়াম, অতঃপর অঙ্গপ্রত্যঙ্গন্যাস, অনন্তর মন্ত্রন্যাস, তৎ-পরে বর্ণন্যাস করিয়া অর্ঘ্যপাত্র উৎসর্গ করিবে। পরে একটী ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া তথায় কূর্ম্মের পূজা করিবে। অনন্তর শঙ্খ জলে পরিপূর্ণ করিয়া সেই মণ্ডলে তাহা স্থাপন করিবে। তৎপরে জলের পূজা করিয়া তীর্থগণকে আবাহন করিবে। অনন্তর পূজার উপকরণ সকল জলে প্রক্ষালন করা কর্ত্তব্য। অতঃপর পুষ্প গ্রহণ করিয়া যোগাসনে উপবিষ্ট ও শুচি হইয়া গুরুদত্ত ধ্যান দ্বারা একান্তঃকরণে শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিবে। ধ্যানের পরে সাধক ব্যক্তি মূলমন্ত্রে পাদ্যাদি সমস্ত দ্রব্য নিবেদন করিবে। অনন্তর বেদোক্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-রূপ দেবগণের অর্চ্চনা বিধেয়। মূলমন্ত্র যথাশক্তি জপ করিয়া দেব শ্রীবিষ্ণুতে সমর্পণ করিবে। বিবিধ উপহারদ্রব্য উৎসর্গ করিয়া স্তবপাঠের পর কবচ পাঠ করিবে। অবশেষে পরিহার করিয়া অবনতমস্তকে ভূমিতে প্রণাম করিবে। দেবপূজানন্তর যজ্ঞ করা কর্ত্তব্য। হে নৃপ! তৎপরে বেদ ও শ্রুতি ও স্মৃতিবিহিত অগ্নিযুক্ত বলি প্রদান করিবে এবং যথাশক্তি দান বৃত্তানুরূপ শ্রাদ্ধ নিত্যই করিবে। এই সকল কার্য্য করতঃ কৃতার্থ হইয়া বিহার করিবে, ইহাই শ্রুতিসম্মত ক্রম। আহ্নিকের নিয়ম কথিত হইল; মহারাজ! এক্ষণে আর কি শুনিতে ইচ্ছা করেন?

ত্রিংশ অধ্যায়।

মান্ধাতা কহিলেন,—যে কর্ম্মে যে গতি লব্ধ হয় ও তদভাবে যাহা ঘটিয়া থাকে, এক্ষণে তাহাই বর্ণন করুন। নারদ বলিলেন, তপস্যাদ্বারা স্বর্গ, যশঃ, আয়ুর্বৃদ্ধি, ভোগ, জ্ঞান, বিজ্ঞান, ব্রহ্ম, সম্পত্তি, সৌভাগ্য ও ধন লব্ধ হয়। মানে আজ্ঞা, দানে উপভোগ, ব্রহ্মচর্য্যে জীবন (আয়ুঃ) প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অহিংসার রূপ, দীক্ষার সৎকুলে জন্ম, ফলমূলভোজনের রাজ্য, পর্ণভোজনের এবং জলমাত্র-ভোজনের ও স্বর্গই ফল হইয়া থাকে। দানে ধনাধিক্য, গুরুশুশ্রূষায় বিদ্যা, নিত্য শ্রাদ্ধে সন্ততি, শাকদীক্ষায় গোধনলাভ, তৃণাশনে স্বর্গপ্রাপ্তি ও বায়ুপানে স্ত্রীলাভ হয়। তপস্যাকালে জলে বাস করিলে নরপতি হয়; নিত্যস্নায়ী দ্বিজ উভয় সন্ধ্যা জপ করিলে দক্ষ, মরুদেশে তপস্যাসাধনে অক্ষয় স্বর্গবাস, স্থণ্ডিলে শয়ন করিলে, শয্যা ও গৃহ লাভ, চীর ও বল্কলপরিধানে বসনভূষণপ্রাপ্তি, যোগসাধনে শয্যা আসনাদি লাভ, অগ্নির মধ্যে তপস্যায় ব্রহ্মলোকে বাস, রসের প্রতিসংহারে সৌভাগ্যোদয়, আমিষত্যাগে সন্তানের আয়ুর্বৃদ্ধি, সত্যবাক্যে স্বর্গলাভ, দানে কীর্ত্তিলাভ, অহিংসায় আরোগ্য, দ্বিজসেবায় রাজ্য ও দ্বিজত্বপ্রাপ্তি, জলদানে সনাতন কীর্ত্তি, অন্নপানপ্রদানে কামভোগতৃপ্তি, সর্ব্বলোকের প্রীতিকর বাক্যে সর্ব্বশোকমোচন, দেবসেবায় রাজত্ব, দীপা-

লোকপ্রদানে সুদৃষ্টিলাভ, গন্ধমাল্যাদিপরিত্যাগে কীর্ত্তি, কেশশ্মশ্রুধারণে উত্তম সন্তান উৎপত্তি, উপবাস দীক্ষা-অভিষেকপ্রভৃতি দ্বাদশ বর্ষ করিলে বীরস্থান অপেক্ষা উত্তম স্থান প্রাপ্তি, ব্রাহ্মণকে দাসী ও কন্যা দানে ক্ষেত্র ও অলঙ্কারগৃহাদিলাভ, যজ্ঞ ও উপবাসে ত্রিদশালয়ে গমন, পত্রপুষ্পপ্রদানে শিবস্থানলাভ ও সুবর্ণশৃঙ্গে পরিশোভিত সহস্র গোদান করিলে, দেবগণের সহিত স্বর্গে নিবাস হইয়া থাকে। সুবর্ণশৃঙ্গবতী সবৎসা কপিলা গাভী দান করিলে, পরকালে সেই গাভী কামদুঘা (সর্ব্বাভিলাষ-প্রদা) হইয়া দাতার নিকট উপস্থিত হয়; উক্ত ধেনুর যত রোম থাকে, তত বৎসর ফল প্রদান করে এবং পুত্র পৌত্রাদি সপ্তম পুরুষপর্য্যন্ত পরিত্রাণ করিয়া থাকে। কাঞ্চনশৃঙ্গবতী সদুগ্ধা তিলধেনু ধনের সহিত দ্বিজকে দান করিলে, অষ্ট বসুর তুল্য লোকপ্রাপ্তি হয়। গোদান স্বীয়-কর্ম্মবদ্ধ অধঃপতনশাল মহাপাপীর দুষ্কৃতমহার্ণবে দৃঢ় পোতের ন্যায় সেই মনুষ্যকে পরকালে পরিত্রাণ করে। নরগণ ব্রাহ্মণকে ভূমি দান ও অতিথিকে অন্ন দান করিলে, ইন্দ্রলোকে গমনকরে। হে রাজন্! যে ব্যক্তি বেদবিৎ ব্রাহ্মণকে শ্রদ্ধার সহিত সর্ব্বগুণযুক্ত গৃহ দান করেন, তাঁহার উত্তর কুরুতে বসতি হয়। বহনযোগ্য বলীবর্দ্দ (বলদ) প্রদান করিলে, বসুলোকে বাস হয়। হিরণ্যদানে স্বর্গলাভ ও কনকদানে তদপেক্ষা বিশিষ্ট ফলপ্রাপ্তি হয়। ছত্র প্রদান করিলে, উত্তম গৃহলাভ, চর্ম্মপাদুকাদানে যানপ্রাপ্তি, বস্ত্রপ্রদানে সুরূপ বপুঃ, গন্ধপ্রদানে দেহে সৌগন্ধ এবং যে ব্যক্তি ফল-পুষ্পযুক্ত পাদপ ব্রাহ্মণকে দান করে, তাহার রমণীয়গুল-

শোভিত বহুরত্নপূর্ণ গৃহলাভ হয়। অন্ন, পানীয়, রস ও বস্ত্র প্রদান করিলে, সর্ব্বরস পর্য্যাপ্তরূপে প্রাপ্ত হয়। মাল্য পুষ্পচন্দনাদিদানে আরোগ্যলাভ হয়। যিনি শয্যাদি-যুক্ত শস্যপরিপূর্ণ নিবাসালয় ব্রাহ্মণকে ধনের সহিত দান করেন, তিনি মনোরম বহুরত্নপূর্ণ পবিত্র অধিষ্ঠান লাভ করেন। যে পুণ্যাত্মা ব্রাহ্মণকে সুগন্ধি সুচিত্র আস্তরণ ও উপাধানযুক্ত শয্যা দান করেন, তিনি রূপান্বিতা মনোজ্ঞা অপ্সরা ভার্য্যা বিনাযত্নে লাভ করেন। ঋষিগণ বলেন, সেই সৌভাগ্যবান্ মানব বীরের ন্যায় মৃত্যু লাভ করিয়া, পরকালে পিতামহ ব্রহ্মার অনুচর হইয়া স্বর্গে সর্ব্বপ্রধান-রূপে বাস করেন।

একত্রিংশ অধ্যায়

মান্ধাতা কহিলেন,—হে দেবর্ষে! আহার দ্বারাই মানব-গণ জীবন ধারণ করিয়া থাকে; অতএব এক্ষণে ভক্ষ্যা-ভক্ষ্যের বিনির্ণয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। আপনি আহার সংস্কারের বিষয় বর্ণন করুন। নারদ কহিলেন,—কোন মুনি তপস্যাকালে নিরাহারে থাকেন, কেহ বায়ু আহার করেন, কেহ ফলভোজী ও কেহ গৃহস্থাশ্রমে গৃহিণীর সহিত সুখে যথাকালে আহার সম্পাদন করিয়া থাকেন। মনুষ্যগণের রুচি প্রত্যেকেরই বিভিন্ন প্রকার। গৃহী ব্রাহ্মণ-

গণের সর্ব্বদা হবিষ্যান্নভোজনই প্রশস্ত। অন্ন নারায়ণকে উৎসর্গ না করিলে, ভক্ষণীয় নহে। বিষ্ণুকে অনিবেদিত অন্ন বিষ্ঠাসদৃশ ও জল মূত্রতুল্য হয়। হরিবাসরে (একাদশী) অন্নভোজন ও পুরীষভোজনে বিশেষ নাই। যে বিপ্র স্বেচ্ছাপূর্ব্বক একাদশীতে অন্ন ভোজন করেন, তাঁহার ত্রৈলোক্যের সমস্ত পাপই সঞ্চিত হয়। হে রাজন্! গৃহী ব্রাহ্মণের কখনই হরিবাসরে অন্নভোজন কর্ত্তব্য নহে। শৈব ও শাক্ত গৃহস্থ ব্রাহ্মণ হরিবাসরে অজ্ঞানতাবশতঃ ভোজন করিলে, কালসূত্র (কুলালচক্রসূত্রচ্ছেদনরূপ নরকবিশেষ) নরকে গমন করতঃ শালবৃক্ষের ন্যায় বৃহৎ কৃমিগণ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া বাস করে। যত দিন চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের স্বর্গে অধিকার থাকে, ততকাল সেই মহাপাপী বিপ্র উক্ত নরকে বিষ্ঠা মূত্র ভক্ষণকরতঃ বাস করে। উপবাসে অসমর্থ হইলে,ফল মূল ও জল আহার করিবে। কারণ, আহারাভাবে মৃত্যু হইলে, আত্মহত্যার পাতক হইবে। একবার বিষ্ণুর নিবেদিত হবিষ্যান্ন ভোজন করিলে, প্রত্যবায় নাই ও উপবাসের ফল ও লব্ধ হইয়া থাকে। একাদশীতে অনাহারী গৃহস্থ বিপ্র ব্রহ্মার আয়ুঃশেষপর্য্যন্ত বৈকুণ্ঠে অবস্থান করেন। শৈব ও শাক্ত গৃহস্থের পক্ষেই এই বিধান কথিত হইল। বৈষ্ণব যতি ও ব্রহ্মচারিগণেরও ঐরূপ নিয়ম। যে বৈষ্ণব শ্রীকৃষ্ণের নৈবেদ্য নিত্য ভোজন করেন, তিনি প্রতিদিন শতোপবাসের ফল লাভ করতঃ জীবন্মুক্ত হইয়া থাকেন। দেবগণ ও তীর্থসকল সেই পুণ্যবানের পবিত্র স্পর্শ, তাঁহার সহিত আলাপ ও তদীয় দর্শন লাভ করিয়া, স্ব স্ব পাপক্ষালন করিতে উৎসুক হইয়া থাকেন।

দ্বিস্বিন্ন অন্ন (সিদ্ধ তণ্ডুল) দেশবিশেষে শুদ্ধ বলিয়া ব্যবহৃত হয় ; কিন্তু ব্রাহ্মণগণের তাহা ভক্ষণ ও নিবেদন করা অতিশয় প্রশস্ত নহে ; যতি ব্রহ্মচারী ও বিধবা নারীগণের পক্ষে উক্ত অন্ন অভক্ষ্য। তাম্বূলও বিধবা স্ত্রী, যতি, ব্রহ্মচারী ও তপস্বি-বর্গের গোমাংসসদৃশ অভোজনীয়। হে মহীপতে ! এক্ষণে সমস্ত ব্রাহ্মণের অভক্ষ্য বস্তুনিচয় প্রকাশ করিতেছি, শ্রবণ করুন। শ্রীহরি সামবেদে আহ্নিকক্রমে কহিয়াছেন, যে তাম্রপাত্রে পয়ঃপান, উচ্ছিষ্ট পাত্রে ঘৃতভোজন ও লবণ-যুক্ত দুগ্ধপান সদ্যঃ গোমাংসভক্ষণের তুল্য। কাংস্য পাত্রে নারিকেলোদক, তাম্রপাত্রস্থিত মধু ও ইক্ষু গুড়াদি সুরা-সদৃশ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণগণ বামহস্তে পাত্র উত্থাপন করিয়া জলপান করিলে, সুরাপানতুল্য হয় ও জলপায়ী দ্বিজ ধর্ম্মবহিষ্কৃত হন। ব্রাহ্মণের পক্ষে বিষ্ণুর অনিবেদিত অন্ন, ভুক্তাবশেষ ও পীতাবশেষ বস্তু গোমাংসসমান। কার্ত্তিক মাসে বাতিঙ্গণ (বেগুণ) ফল গোমাংস তুল্য হইয়া থাকে। মাঘ মাসে মূলক ও শয়নে (বিষ্ণুর শয়নকালে) কলম্বীভোজন নিষিদ্ধ। সর্ব্বদেশে সকল ব্রাহ্মণেরই তেশ্বরবর্ণ তাল, মসূর ও মৎস্য ভোজন অবিধেয়। ব্রাহ্মণ অনিচ্ছাপূর্ব্বক মৎস্য ভোজন করিলে দিনত্রয় উপবাস ও প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইবেন। প্রতিপত্তিথিতে কুষ্মাণ্ড অভক্ষ্য ; কারণ, উহা ভোজন করিলে, অর্থনাশ হয়। দ্বিতীয়ায় বৃহতীভক্ষক শ্রীহরির নামোচ্চারণ করিবার ও যোগ্য নহে। তৃতীয়ায়পটোল অভক্ষ্য ; কারণ, উহা ভোজনে শত্রুবৃদ্ধি হয়। চতুর্থীতে মূলক ভোজনে ধননাশ হয়। পঞ্চমীতে শ্রীফল ভোজন করিলে, কলঙ্ক জন্মে। ষষ্ঠীতে নিম্ব ভোজন করিলে, তির্য্যগ্‌যোনি

(পক্ষি জন্ম) প্রাপ্তি হয়। সপ্তমীতে তালভক্ষণে রোগবৃদ্ধি ও অষ্টমীতে নারিকেলভোজনে বুদ্ধিনাশ হয়। নবমীতে তুম্বী (লাউ) ও দশমীতে কলম্বী ভক্ষণ গোমাংসতুল্য। একাদশীতে শিম্বী, দ্বাদশীতে পূতিকা ও ত্রয়োদশীতে বার্ত্তাকী ভোজন করিলে, পুত্রনাশ হয়। চতুর্দ্দশীতে মাসকলায় ভোজন করিলে, মহাপাপ জন্মে। পঞ্চদশীতে গৃহীগণের মাংস অভক্ষ্য। অন্য দিবসে পশুহত্যা করিয়া তাহার মাংস খাইলে দোষ নাই। হে রাজেন্দ্র! প্রাতঃস্নানে, শ্রাদ্ধে, পারণে, ব্রতবাসরে সার্ষপ তৈল ও পকতৈল প্রশস্ত। অমাবস্যা সংক্রান্তি ও চতুর্দ্দশীতে, রবিবারে, শ্রাদ্ধে, ব্রতের দিবসে তিলতৈলের ব্যবহার নিষিদ্ধ। শয়নে মাসকলায় রক্তশাক ভোজন, কাংসপাত্রে আহার ও প্রক্ষিত কূর্ম্মমাংসভোজন অকর্ত্তব্য। দিবাভাগে সর্ব্বজাতিরই স্ত্রীসহবাস নিষিদ্ধ। রাত্রিকালে দধিভোজন, উভয় সন্ধ্যায় শয়ন ও রজস্বলা-সঙ্গম নরকের কারণ। রজস্বলা ও পুংশ্চলী (ভ্রষ্টা স্ত্রী) রমণীর পক্ক অন্ন অভক্ষ্য। মূলা, মৃগশিরাঃ, ভাদ্রপদ, ইহাদের সংক্রমণকালে মাংসভক্ষণ গোমাংসের তুল্য হয়। যে ব্যক্তি মঘা, কৃত্তিকা, উত্তরা (উত্তর ফাল্গুনী, উত্তর ভাদ্রপদ, উত্তরাদিষাঢ়া) এই সকল নক্ষত্রের সংক্রমণসময়ে মৈথুনে রত হয়, সেই পাপাত্মা কুম্ভীপাকনরকে গমন করে। রোহিণী, বিশাখা, মৈত্র, (অনুরাধা) চিত্রা, উত্তরা, মঘা ও কৃত্তিকানক্ষত্রের ভোগকালে দ্বিজগণ ক্ষৌর পরিত্যাগ করিবেন। যে ব্যক্তি মৈথুন ও ক্ষৌরকার্য্য করিয়া দেব ও পিতৃ লোকের তর্পণ করে, তাহার প্রদত্ত সলিল রুধির-তুল্য হয় ও সে নরকে গমন করে। হে নৃপ! ভক্ষ্যাদি-

বিষয়ে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সমস্ত কথিত হইল; সম্প্রতি অন্যান্য বিষয়ে দোষাদোষ শ্রবণ করুন। দুরাচারে পুরুষের আয়ুঃ-ক্ষয় হয়। স্বীয় শ্রেয়ঃ ইচ্ছা করিলে, আচার অবলম্বন করিবে। নিতান্ত পাপিষ্ঠেরও আচারই অলক্ষণ বিনষ্ট করে। আচারই ধর্ম্মের লক্ষণ ও সাধুগণের চরিত্রই লক্ষণ। সাধুগণের আচরিত কার্য্যই আচারের লক্ষণ। যে দুরাচারগণ নিষ্ক্রিয় নাস্তিক ও যাহারা শাস্ত্রের অনু-শাসন লঙ্ঘন করে, সেই অধর্ম্মীরা গতায়ুঃ হয়। যাহারা শীলাদিবর্জ্জিত, মর্য্যাদারহিত ও নিতান্ত মৈথুনে রত তাহারা অল্পায়ুঃ ও নরকগামী হয়। সর্ব্বলক্ষণহীন ব্যক্তি সম্যক্রূপে আচারবান্ ও অসূয়ারহিত হইলে, শত বর্ষ জীবিত থাকে। ক্রোধরহিত সত্যবাদী অহিংস্র অসূয়া-হীন সরল ব্যক্তি শতবর্ষ জীবিত থাকে। লোষ্ট্রমর্দ্দী, তৃণ-চ্ছেদী, নখখাদী ও পরের উচ্ছিষ্টভোজী ব্যক্তি অল্পায়ুঃ হয়। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে জাগরিত হইয়া ধর্ম্মার্থ চিন্তা করিবে। সর্ব্ব বর্ণের মধ্যে পরদারগমন সকলেরই অবিধেয়। এইরূপ আয়ুঃক্ষয়কর কার্য্য আর কিছুই নাই। কেশপ্রসাধন (পরি-ষ্করণ) অঞ্জন, দন্তধাবন ও দেবার্চ্চন পূর্ব্বাহ্ণেই কর্ত্তব্য। অ-তিপ্রত্যূষে, অতিসায়ংকালে ও মধ্যাহ্নকালে বিষ্ঠামূত্র পরিত্যাগ করিবে না। মূত্রপুরীষের বেগ হইলেও বদ্ধ করি-বেনা। অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিগণ বা শূদ্রগণের সহিত অথবা একাকী পথে গমন করিবে না। ব্রাহ্মণ, গো, নৃপতি, বৃদ্ধ, ভারাক্রান্ত ব্যক্তি, গর্ভিণী ও দুর্ব্বল ব্যক্তিকে পথ প্রদান করিবে। পরিজ্ঞাত বৃক্ষসকলকে প্রদক্ষিণ করিবে। মধ্যাহ্ন-কালে নিশাকালে ও অর্দ্ধরাত্রে চতুষ্পথসকলকে প্রদক্ষিণ

করিবে। সন্ধ্যাদ্বয়ে চতুষ্পথ সেবা করিবে না। অন্যের ব্যবহৃত চর্ম্মপাদুকাযুগল ধারণ করা অকর্ত্তব্য। নিত্য ব্রহ্মচারী হইয়া স্বীয় পদে অন্যের পদ অতিক্রম করিবে না। অমাবস্যা পৌর্ণমাসী চতুর্দ্দশী ও অষ্টমীতে শুক্ল কৃষ্ণ উভয় পক্ষেই ব্রহ্মচারী হইবে। বৃথা মাংস ভক্ষণ করিবে না। আক্রোশ, পরিবাদ ও ক্রুরতা বিসর্জ্জন করিবে। যাহাতে লোকের মনে বেদনা জন্মে, এরূপ বাক্য কখনও প্রয়োগ করিবে না। কারণ, বনসকলও কুঠারাহত হইলে প্ররোহিত হয়, কিন্তু বীভৎস দুর্ব্বাক্যশরের আঘাতে হৃদয় হত হইলে তাহা কখনই প্রতিশমিত হয় না। অঙ্গহীন, অতিরিক্তাঙ্গ, মূর্খ, বিগর্হিত, ধনহীন ও দুর্ব্বল ব্যক্তিগণকে উপহাস বা তিরস্কার করিবে না। নাস্তিকতা, দেবনিন্দা, দ্বেষ, অভিমান ও ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগ করিবে। অপরের দণ্ডবিধান বা ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে নিহত করা উচিত নহে। কিন্তু পুত্র ও শিষ্যের শাসনার্থ তাড়ন করিলে দোষ হয় না। বিপ্রগণের নিন্দা করা কর্ত্তব্য নহে। নক্ষত্র অঙ্গুলীদ্বারা নির্দ্দেশ করিবে না; পক্ষের তিথি বা ভুক্তিকাল বলিবে না; পথে মূত্র পুরীষ পরিত্যাগ করিয়া বেদপাঠপূর্ব্বক পাদপ্রক্ষালন করিবে। দেবগণ ব্রাহ্মণের নিমিত্ত তিন প্রকার পবিত্রতার কল্পনা করিয়াছেন। প্রথমতঃ অদৃষ্ট, দ্বিতীয়তঃ জলনির্ণিক্ত, (ধৌত) তৃতীয়তঃ সাধু লোকের বাক্যে প্রশংসিত। সংযাব,(ঘৃতপক্ক গোধুমচূর্ণনির্ম্মিত পিষ্টকবিশেষ) কৃশর, (তিলান্ন) মাংস, শষ্কুলী (মৎস্য বিশেষ) ও পায়স এই সকল দ্রব্য নিজের নিমিত্ত কখন ও প্রস্তুত করিবে না; উহা সর্ব্বদা দেবগণের নিমিত্তই পাক করা বিধেয়। নিত্য অগ্নির পরিচর্য্যা, ভিক্ষাদান ও

মৌনভাবে দন্তধাবন করিবে। সূর্য্যোদয়কালে শয্যায় শয়ান থাকিলে, প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। গাত্রোত্থান করিয়া, প্রথমে মাতা পিতার চরণ বন্দনপূর্ব্বক অন্যান্য সকলকে অভিবাদন করিবে। শয্যোত্থিত হইয়া আচার্য্যকে প্রণাম করিলে আয়ুর্বৃদ্ধি হয়। অজ্ঞানবশতঃ গর্ভিণী স্ত্রীর সহিত সহবাস করিবে না। উত্তর ও পশ্চিম দিগে মস্তক স্থাপন করিয়া শয়ন করিবে না, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকে শিরঃ স্থাপন করতঃ নিদ্রা যাওয়া কর্ত্তব্য। ভগ্ন ও বিদীর্ণ শয্যায় নিদ্রা যাওয়া উচিত নহে। কোন মনুষ্য আসন পদের দ্বারা আকর্ষণ করিয়া উপবেশন করিবে না। নগ্ন হইয়া অথবা নিশাকালে স্নান করিবে না, স্নানান্তে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বলাধানের নিমিত্ত গাত্রমার্জ্জন করিবে। স্নান না করিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন ও স্নান করিয়া বসন ধূনন করিবে না। নিত্য আর্দ্র বাসঃ পরিধান করিবেনা। মাল্য আকর্ষণ ও বহির্ভাগে ধারণ করিবে না। রজস্বলা রমণীর সহিত বাক্যালাপ করিবেনা। অন্নভক্ষণকালে বারত্রয় মুখে জলস্পর্শ ও ভোজনান্তে তিন বার জলস্পর্শ করিয়া, পুনরায় দুইবার পরিমার্জ্জন করিবে। হে নৃপ! পূর্ব্ব মুখে উপবেশন করতঃ মৌন হইয়া ভোজন করিবে; ভোজনকালে ভক্ষ্য বস্তুর কুৎসা করিবে না; ভোজনান্তে অগ্নিকে স্পর্শ করিবে। পূর্ব্বাস্য হইয়া আহার করিলে আয়ুর্বর্দ্ধন, দক্ষিণাস্যে যশোলাভ, পশ্চিমাস্যে ধন ও উত্তরাস্যে মোক্ষলাভ হয়। জলদ্বারা অগ্নিকে স্পর্শ করিয়া সর্ব্ব প্রাণকে স্পর্শ করিবে, সর্ব্ব গাত্র নাভি ও করতলযুগলও স্পর্শ করা কর্ত্তব্য। অন্নের মধ্যে তুষ, কেশ, ভস্ম, অস্থি ও অন্যান্য হেয় দ্রব্য থাকিলে, তাহা পরিবর্জ্জন করিবে। শান্তিহোম

করতঃ ভালে হুতভস্ম ধারণ করিবে। আসীন হইয়া ভক্ষণ করাই কর্ত্তব্য ; গমন করিতে করিতে ভোজন করিবে না। দণ্ডায়মান হইয়া ভস্মে ও গোব্রজে মূত্রত্যাগ করিবে না। আর্দ্রপদে ভোজন করিবে, কিন্তু নিদ্রা যাইবে না। আর্দ্র পদে ভোজন করিলে, শত বর্ষ জীবিত থাকে। অগ্নি, গো ও ব্রাহ্মণ এই তিন তেজকে উচ্ছিষ্ট হস্তে স্পর্শ করিবে না ; কারণ, তাহাতে আয়ুঃক্ষয় হয়। উচ্ছিষ্ট হইয়া সূর্য্য চন্দ্রমা ও নক্ষত্র এই তিন তেজকে দর্শন করিবে না। বৃদ্ধগণকে অভিবাদন করতঃ স্বয়ং আসন প্রদান করিবে ও কৃতাঞ্জলি হইয়া অভ্যর্থনা করতঃ তদীয় পশ্চাদ্বর্ত্তী হইবে। ভোজনকালে আসন পূর্ব্ব ব্যবহৃত হইলেও দোষ নাই, কিন্তু পূর্ব্বভুক্ত কাংস্য পাত্র পরিত্যাগ করিবে। এক বস্ত্রে ভোজন বা নগ্ন হইয়া স্নানকরা অনুচিত। নগ্ন হইয়া অথবা উচ্ছিষ্ট গাত্রে নিদ্রা যাওয়াও অবিধেয়। উচ্ছিষ্টহস্তে মস্তক স্পর্শ করিবে না ; কারণ, শীর্ষদেশই সর্ব্ব প্রাণের আশ্রয় স্থল। মস্তকে প্রহার ও কেশাকর্ষণ করিবে না। উভয় হস্ত সংহত করিয়া স্বীয় মস্তক কণ্ডূয়ন করিবে না। সর্ব্বদা মস্তক জলে আর্দ্র রাখিলে আয়ুঃক্ষয় হয়। তৈল দ্বারা স্নান করিয়া মস্তক স্পর্শ করিবে না। ভৃষ্ট (ভাজা) তিল ভোজন করিলে, আয়ুর্বৃদ্ধি হয় না। উচ্ছিষ্টগাত্রে অধ্যয়ন বা অধ্যাপন করাও নিষিদ্ধ। পূতিগন্ধযুক্ত বায়ুতে চিন্তাশক্তির ক্রিয়া ও রহিত করিবে। এ বিষয়ে ধর্ম্মরাজ যম কর্ত্তৃক প্রণীত এইরূপ গাথা কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।—যে ব্যক্তি উচ্ছিষ্ট হইয়া বেদপাঠ ও অধ্বগমন করে, তাহার নিজ আয়ুঃ ও সন্তান সন্ততি আমি গ্রহণ করি। অনধ্যায়-

কালে যে দ্বিজ বেদাভ্যাস করে, তাহার বেদজ্ঞান ও আয়ুঃ বিনষ্ট হয়। এই নিমিত্ত অনধ্যায়কালে কদাচ পাঠ করিবে না। আদিত্য, অনল, গো ও ব্রাহ্মণ ইহাদিগের নিকট অধ্যয়ন করিবে না। যে ব্যক্তি আমার বিহিত পন্থা অতিক্রম করে, সে গতায়ুঃ হয়। যাঁহারা দীর্ঘায়ুঃ কামনা করেন, তাঁহাদের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও সর্প এই তিন ক্ষুদ্র পদার্থকে অবজ্ঞা করা অকর্ত্তব্য। কারণ, ইহাঁরা সকলেই আশীবিষ (যাহার দন্তে বিষ আছে)। আশীবিষ ক্রুদ্ধ হইলে যতদূর নেত্রগোচর হয়, ততদূর দগ্ধ করেন; ক্ষত্রিয় ও কুপিত হইলে স্বীয় তেজে নেত্রপথস্থ সমস্ত পদার্থ দগ্ধ করেন। ব্রাহ্মণ দর্শনে বা ধ্যানে বংশনাশ করিয়া থাকেন। এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা উক্ত তিনেরই যত্নপূর্ব্বক সেবা করেন। গুরুর সহিত নির্ব্বন্ধ করা কর্ত্তব্য নহে। গুরু ক্রুদ্ধ হইলে, তাঁহাকে সাধ্যানুসারে প্রশান্ত করিবে; গুরু কোন মিথ্যাপ্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হইলে ও তাঁহার সম্মানরক্ষার্থ তদীয় মতের অনুবর্ত্তী হইবে। গুরুনিন্দায় মনুষ্যগণের আয়ুঃ বিনষ্ট হয়। পিতা, মাতা, পিতৃব্য, শ্বশুর, মাতুল, আচার্য্য ও পতি এই সাত জনকেই গুরু বলা যায়। মাতৃস্বসা, মাতুলানী, পিতৃব্যস্ত্রী পিতৃস্বসা, শ্বশ্রূ ও অগ্রজের পত্নী ইহাঁরা মাতৃতুল্য। দেবদেব সদাশিব ও স্বীয় শ্বশুর দক্ষের অভিবাদন না করিয়া, অভিশপ্ত ও যজ্ঞভাগ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন। দূরে মূত্রত্যাগ, দূরে পদপ্রক্ষালন ও দূরে উচ্ছিষ্ট বিসর্জ্জন করিলে নিজেরই মঙ্গল হয়। পণ্ডিতগণ রক্তপুষ্পের মালা ধারণ করিবে না, কিন্তু কমলবীজের মালা ধারণ করিতে পারে। শীর্ষদেশে রক্তপুষ্পমাল্য ধারণ করিলে

দোষ নাই। কাঞ্চনের মালা সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। বুদ্ধিমান্ মনুষ্য পূজার বিধির বিপর্য্যয় করিবেন না। অনন্তর পূজার অন্তে স্বীয়ধর্ম্মস্থ ভক্তগণকে ভোজন করাইয়া, পশ্চাৎ স্বয়ং ভক্ষণ করিবে। পিপ্পল, বট, শলশাক ও উডুম্বর নিজহিতৈষী ব্যক্তির পক্ষে এই সকল বস্তু অখাদ্য। আজ্য, গব্য ও ময়ূরের মাংস পরিত্যাগ করিবে। শুষ্ক ও পর্য্যুষিত মাংস ভোজনকরাও অবিধেয়। রাত্রিতে হস্তে লবণ ভক্ষণ করিবে না। দধি ও শক্তু ভোজন করিবে। কিন্তু বৃথা মাংস ভোজন নিষিদ্ধ। সায়ং ও প্রাতঃকালে অন্তরালে ভোজন করিবে না। বালকগণের পরশ্রাদ্ধীয়ান্ন ভোজন অবিধেয়। মৌন হইয়া একবস্ত্রেও শয়ন না করিয়া এবং বিবিধ কার্য্যবর্জ্জিত হইয়া নিঃশব্দে ভোজন করিবে। অতিথিগণকে জল ও অন্ন প্রদান করিয়া পশ্চাৎ স্বয়ং একমনে আহার করিবে। অতিথির সহিত সমান একপংক্তিতে বসিয়া ভোজনই শাস্ত্রসম্মত। যে ব্যক্তি সুহৃদ্জনকে পানীয়, পায়স, শক্তু, দধি, শর্করা ও অন্য মধুর দ্রব্য প্রদান না করিয়া ভোজন করে, সে হলাহল বিষ ভোজন করিয়া থাকে। ইহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া, কোন দ্রব্যই অন্য কাহাকেও প্রদান করা উচিত নহে। ভোজনকালে শঙ্কা পরিত্যাগ করিবে। নিজমঙ্গলার্থী ব্যক্তি দধি ভোজনের পরে অন্য কোন পেয় বস্তু পান করিবে না। অনন্তর আচমন করিয়া, মস্তকে হস্ত ন্যস্ত করিয়া অগ্নিকে স্পর্শ করতঃ প্রয়োগকুশলি ব্যক্তি জ্ঞাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন। অঙ্গুষ্ঠের অন্তর্গত রেখাকে ব্রাহ্মতীর্থ বলে। কনিষ্ঠা অঙ্গুলির পশ্চাদ্ভাগের রেখাকে দৈবতীর্থ বলা যায়। অঙ্গুষ্ঠ এবং প্রদে-

শিনীর (তর্জ্জনী) মধ্যস্থল দ্বারা জলস্পর্শপূর্ব্বক পিতৃলোকের কার্য্য করিবে। স্বীয় মঙ্গলার্থী পুরুষ পরের অপবাদ করেন না ও কদাচ কাহার প্রতি অপ্রিয়বাক্য কহেন না বা কাহারও প্রতি ক্রোধ করেন না। পতিত ব্যক্তিগণের সহিত বাক্যালাপ ও তদীয় দর্শন ও সংসর্গ বিসর্জ্জন করিবে। দিবাভাগে মৈথুন, কন্যা ও বন্ধকীর (হস্তিনী) সহিত সহবাস করিবে না। অস্নাত স্ত্রীর সহিত সঙ্গম পরিত্যাগ করিলে আয়ুর্বৃদ্ধি হয়। নরগণ স্বীয়স্বীয় জলাশয়ের তীর্থে আচমনপূর্ব্বক শুচি হইবে। বারত্রয় জলবিন্দুপান, ওষ্ঠ দ্বয়কে তুইবার মার্জ্জন এবং ইন্দ্রিয়সকল একবার স্পর্শ করিয়া, বারত্রয় অভ্যুক্ষণপূর্ব্বক দৈব এবং পৈত্র কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। হে রাজন্! ব্রাহ্মণ যে যে কর্ম্মে আচমন করিবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ব্রাহ্মণগণ ভোজনের আদ্যন্তে নিষ্ঠীবন (থু থু) এবং ক্ষুৎ (হাঁচি) পরিত্যাগ করিয়া, ব্রাহ্মতীর্থদ্বারা আচমন করিলে শুচি হইবে। হে নরপতে। বৃদ্ধ, জ্ঞাতি, মিত্র এবং দরিদ্রদিগকে গৃহে বাস প্রদান করিলে ধর্ম্মলাভ হয়। গৃহে শুকপক্ষী এবং পারাবত বাস করিলে, কোন বিপদ থাকে না। উদ্দীপক পক্ষী এবং গৃধ্র গৃহে বাস করিলে অমঙ্গল হয়। হে রাজন্! অগম্যা স্ত্রীতে গমন, রাজপত্নী, সখী, বৈদ্যস্ত্রী, ভৃত্য রমণী, বন্ধুপত্নী এবং ব্রাহ্মণপত্নীতে গমন করিবে না। আত্মীয়সম্বন্ধিস্ত্রীতেও গমন করিবে না। বুদ্ধিমান ব্যক্তি বাসার্থী হইয়া সর্ব্বদা স্থপতিগণের নির্ম্মিত গৃহে স্থিতি করিবে। হে নৃপতে! সন্ধ্যাকালে নিদ্রা পাঠাভ্যাস এবং ভোজন ত্যাগ করিলে, লোকে পরমায়ুঃ লাভ করে। হে রাজন্! যাঁহার

ভূমি লাভ অভিলাষ করেন; তাঁহারা রাত্রিকালে পৈত্র-কার্য্য ও ভোজন করিয়া, অলঙ্কার পরিধান বা পানীয় পান করিবেন না। রজনীতে শক্তু (ছাতু) ও ভোজন করিবে না। কন্যা উৎপাদন করিয়া, কুলীন, সুলক্ষণযুক্ত এবং বয়স্থ পাত্রে প্রদান করিবে এবং পুত্র উৎপাদন করিয়া কুলধর্ম্মে এবং বিদ্যাশিক্ষায় নিযুক্ত করিবে। হে মহারাজ! সর্ব্বদা পূর্ব্বমুখ অথবা উত্তরমুখ হইয়া, ক্ষৌরকর্ম্ম করিবে এবং জন্মনক্ষত্রে, উত্তর ভাদ্রপদ ও পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে, কৃত্তিকানক্ষত্রে এবং প্রত্য রিনক্ষত্রে বর্জন করিবে; তাহা হইলে লোকে পরমায়ুঃ লাভ করে। পরের এবং নিজের নিন্দাবাদ প্রকাশ করিবে না। বৃদ্ধা স্ত্রী, প্রব্রজিতা, পতিব্রতা নিকৃষ্টা বা উৎকৃষ্টা স্ত্রীতে, অযোনি এবং বিযোনিতেও গমন করিবে না। পিঙ্গলবর্ণা, কুষ্ঠরোগিণী, অপস্মাররোগযুক্তা, শ্বিত্ররোগিণী এবং হীনবর্ণা বন্ধ্যাকে বিবাহ করিবে না। হে নৃপতে! লক্ষণযুক্তা, সুন্দরী এবং স্বসদৃশী কন্যাকে বিবাহ করিবে। হে রাজন্! নারীগণের প্রতি, ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, হিংসা এবং কটূক্তি ইত্যাদি বর্জ্জন করিবে। দিবানিদ্রা, নিশামুখে নিদ্রা এবং উচ্ছিষ্টহস্তে নিদ্রা আয়ুঃক্ষয়কর। পরদার এবং নাপিতের উচ্ছিষ্ট সাধ্যানুসারে পরিত্যাগ করিবে। সন্ধ্যা-কালে ভোজন, পাক কার্য্য এবং স্নান বর্জ্জন করিবে। হে নরাধিপ স্নান করিয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইবে। সন্ধ্যা অনাগত সময়ে পশ্চিম গৃহে বাস করিবে। হিতাহিত বিবেচনা না করিয়াই পিতা মাতার আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে। হে রাজন্! ধনুর্ব্বেদ এবং সামাদি বেদ যত্নপূর্ব্বক অধ্যয়ন করিবে। সুসমাহিত হইয়া হস্তিপৃষ্ঠে, অশ্বপৃষ্ঠে এবং রথে গমন

করিবে। শত্রু, ভৃত্য, প্রজা এবং স্বজনবর্গের প্রতি যে ব্যক্তি অবজ্ঞা প্রকাশ করে, সে ক্ষিতিলাভ করিতে সমর্থ হয় না। হে মহারাজ! মুক্তিশাস্ত্র, শব্দশাস্ত্র, (ব্যাকরণাদি) গন্ধর্ব্বশাস্ত্র এবং নৃত্যগীতাদি চতুঃষষ্টিকলা বিদ্যা সযত্নে শিক্ষা করিবে। ইতিহাস, পুরাণ, মহাত্মাদিগের চরিত্র প্রতিদিন শ্রবণ করা উচিত। হে মহারাজ! রজস্বলা পত্নীতে গমন করিবে না। চতুর্থ দিবসে স্নানান্তে স্ত্রীসহবাস করা উচিত। অযুগ্মদিবসে গমন করিলে, কন্যা এবং যুগ্মদিবসে গমন করিলে, পুত্রলাভ হয়। সর্ব্বপ্রকারে জ্ঞাতি, সম্বন্ধী এবং মিত্রগণকে সম্মান করিবে। যথাশক্তি যাগানুষ্ঠান করিবে। অনন্তর প্রাপ্তকাল জানিয়া অরণ্যে গমন করিবে। হে মহারাজ! আচার দ্বারা বুদ্ধি, জ্ঞান, সম্পত্তি, যশঃ এবং আয়ুঃ লাভ হয়। এই আমি আপনার নিকট আচারলক্ষণ কীর্ত্তন করিলাম।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

---*---

মান্ধাতা কহিলেন,—হে তপোধন! মৃত পুরুষ পুনর্ব্বার জীবিত হইয়াছে কি না—ইহা যদি আপনি জ্ঞাত থাকেন অথবা দেখিয়া থাকেন, তাহা কীর্ত্তন করুন, আমি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। নারদ বলিলেন,—হে মহারাজ! দ্রাবিড়-দেশে সত্যধর্ম্মনিরত, বেদবেদান্তজ্ঞ, কুলীন, শান্ত, দান্ত

এবং মহাযশাঃ বিশ্বকেতুনামধেয় এক নরপতি ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম ব্রহ্মকেতু; একদা মহাতেজাঃ অঙ্গিরা ঋষি ক্ষিতিতলে পর্য্যটন করিতে করিতে তাঁহার নগরে উপস্থিত হইলেন। রাজা বিশ্বকেতু তাঁহাকে আগত দর্শন করিয়া, পরিচারক দ্বারা স্বীয় সদনে আনয়নপূর্ব্বক যথাশক্তি অতিথিসৎকারপুরঃসর তাঁহার সেবার নিমিত্ত নিজতনয়কে নিযুক্ত করিলেন। নৃপতনয় ব্রহ্মকেতু ও যথাক্রমে ভক্ষ্য, ভোজ্য, মাল্য এবং ধূপাদি দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিয়া, তাঁহাকে দুগ্ধফেণনিভ শয্যায় শয়ন করাইলেন। পরে মুনি শয়ন করিলে, রাজকুমার তাঁহার পদসেবা করিতে লাগিলেন। মুনি তাঁহার পরিচর্য্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, বৎস! তোমাকে শুচি এবং নিখিলবেদবেদান্তজ্ঞ বলিয়া বোধ হইতেছে। তোমার সেবায় আমি বিশেষ সন্তোষলাভ করিয়া, তোমায় একটী হিতকর বাক্য বলিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। আমি জ্ঞানচক্ষু দ্বারা জানিতে পরিয়াছি, যে ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমে তোমার মৃত্যু হইবে। রাজতনয় ব্রহ্মকেতু বলিলেন, হে মুনে! এক্ষণে কর্ত্তব্য কি? আপনি ইহার উপায় বলুন। পরশ্বদিবস আমার ষোড়শবর্ষ পরিপূর্ণ হইবে। আমার যদ্যপি নিশ্চিতই মৃত্যু হয়, তবে রাজ্য, ধন, গৃহ এবং প্রজায় কি হইবে? অঙ্গিরা বলিলেন, হে রাজতনয়! আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি, অতএব ইহার উপায় বলি, শ্রবণ কর। তুমি এস্থান হইতে বারাণসী গমন কর। সেস্থানে অমিতপরাক্রম মহেশ্বর উমার সহিত বাস করেন। মুনিগণ প্রতিদিন তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত নানাবিধ পূজার্হ দ্রব্য হস্তে লইয়া, সেই

স্থানে গমন করেন। রবিতনয় যম ও তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত গমন করিয়া থাকেন। অতএব তুমি তাঁহার দ্বারদেশে পথ অবরোধ করিয়া শয়ন করিয়া থাকিবে, তিনি তোমাকে উত্থাপনের নিমিত্ত বহুবিধ যত্ন করিলে ও তুমি কদাপি পথ প্রদান করিও না। পরে মনুষ্যবেশধারণপূর্ব্বক তোমাকে বহুবিধ ভর্ৎসন ও তর্জ্জন করিলে, তুমি কোন মতে ভীত হইও না। অনন্তর তিনি তোমার দৃঢ়ভক্তি দর্শন করিয়া, তোমাকে বরপ্রদান করিবেন। রাজপুত্র বলিলেন, হে মহাভাগ! আমি কিরূপ চিহ্নের দ্বারা তাঁহাকে অবগত হইব? অঙ্গিরা বলিলেন, হে নৃপতনয়! তুমি দ্বারদেশে শয়ন করিলে, কোন ব্যক্তি তোমাকে মৃতবোধে লঙ্ঘন করিয়া গমন করিবে, কেহ বা সেপথ পরিত্যাগ করিবে; কিন্তু মহাত্মা ধর্ম্মরাজ সেই পথ পরিত্যাগ অথবা তোমাকে লঙ্ঘন করিবেন না। এইরূপে তাঁহাকে জ্ঞাত হইলেই তোমার জীবনলাভ হইবে। নৃপাত্মজ এইরূপে ঋষিবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া, পরিজনগণের অজ্ঞাতসারে রজনীযোগে বারাণসী যাত্রা করিয়া, বিংশতি ক্রোশ অতিক্রম করিলেগ। অনন্তর সেই স্থানে রজনীযাপন পূর্ব্বক রাত্রিপ্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া গমন করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন, যে কেকয়াধিপতি সুচন্দ্র রাজতনয় রথারোহণপূর্ব্বক কাম্পিল্যরাজতনয়ার পাণিগ্রহণাভিলাষে গমন করিতেছেন। কিন্তু কেকয়রাজতনয় কুব্জ কোটরাক্ষ পিঙ্গকেশ কুরূপ এবং বকস্কন্ধ। পূর্ব্বেই কেকয়রাজ পাত্র দর্শনসময়ে কাম্পিল্যরাজকে নিজপুত্রের পরিবর্ত্তে সুরূপ মন্ত্রিপুত্রকে দর্শন করাইয়াছিলেন। অতঃপর রাজকুমার কাম্পিল্যদেশে উপস্থিত হইলে, কোন খল কর্ত্তৃক রাজ-

পুত্রের রূপের বিষয় কাম্পিল্যরাজের কর্ণগোচর হইলে, তিনি অত্যন্ত বিমনা হইলেন। অনন্তর কেকয়রাজ সুচন্দ্র তাহা অবগত হইয়া, মন্ত্রীকে বলিলেন, হে মন্ত্রিবর! ইহার উপায় কি? কাম্পিল্যরাজ মহাদুর্দ্ধর্ষ, অতএব যাহাতে আমার যশোলোপ না হয়, তাহা নির্দ্দেশ কর। মন্ত্রী বলিলেন, হে মহারাজ! এখন কোন যুবা সুন্দর পুরুষের অন্বেষণ করুন; রাজপুত্রের পরিবর্ত্তে তাহা দ্বারা উদ্বাহকার্য্য সম্পন্ন করিয়া, বাসরগৃহ হইতেই তাহাকে অপসারণপূর্ব্বক কৌশলে আপনার পুত্র সেইস্থানে গমন করিলে, সকল বিষয়েই সুপ্রতুল হইবেক। নচেৎ কোন উপায় নাই। মন্ত্রী রাজাকে এইরূপ বলিতেছেন—এমন সময়ে দ্রাবিড়-রাজতনয় ব্রহ্মকেতু তাঁহার নয়নপথে উদিত হইলেন। মন্ত্রী তাঁহাকে দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পুরুষোত্তম। তুমি কে এবং কোথাই বা গমন করিতেছ? তোমার আকৃতি দেখিয়া রাজতনয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে; সত্য বল তুমি কে এবং তোমার মুখ মলিন কেন? বান্ধব, ভৃত্য অথবা স্বজনগণ কি তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে? তুমি যানার্হ হইয়া কিহেতু পদব্রজে গমন করিতেছ? রাজপুত্র বলিলেন, হে ধীর! মহামুনি অঙ্গিরা বলিয়াছেন, পরদিন আমার মৃত্যু হইবে; আমি দ্রাবিড়াধিপতি বিশ্ব-কেতু নৃপতির তনয়। তাহা শ্রবণ করিয়া, মন্ত্রী হৃষ্ট হইয়া রাজাকে সমস্ত বিজ্ঞাপন করিলে, নৃপতি রাজপুত্রকে বলিলেন, হে বৎস! তুমি মহাত্মা বিশ্বকেতুর তনয়; অধিক কি বলিব, তুমি সর্ব্বধর্ম্মপারগ। দেখ, পরোপকার অপেক্ষা আর ধর্ম্ম নাই; কিন্তু হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমার নিকট

তোমাকে একটি সত্য করিতে হইবে। আমার পুত্র কুব্জ, অতএব তাহার প্রতিনিধি বর হইয়া, কাম্পিল্যসুতাকে বিবাহ করিয়া আমার তনয়কে প্রদান কর। ইহাতে তোমার যশঃ এবং ধর্ম্ম বর্দ্ধিত হইবে। ইহাতে তুমি স্বর্গলাভও করিবে। হে মহারাজ! ব্রহ্মকেতু রাজার বাক্য শ্রবণ করিয়া, চিন্তা করিতে লাগিলেন, যে পিতা আমার অন্ত্য-সংস্কার করান নাই; অসংস্কৃত ব্যক্তির মরণে স্বর্গলাভ হয় না। এইরূপে চরমসংস্কার প্রাপ্ত হইয়াও ত্যাগকরা উচিত নহে। কিন্তু যদি ধর্ম্মরাজের কৃপায় জীবিত হই, তাহা হইলে আমার বিবাহ ধর্ম্মসম্মত হইল; আর যদি মৃত হই, তাহা হইলে নৃপতির উপকার করা হয়। অতএব এবিষয়ে সম্মত হওয়া উচিত; ইহা স্থির করিয়া, স্বীকার করিলেন। নৃপতি তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া, পরম সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর তাঁহাকে রথে আরোহণ করাইয়া, কাম্পি-ল্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কাম্পিল্যাধিপতি পূর্ব্বে পিশু-নের মুখে সুচন্দ্রনৃপতনয়ের কুরূপবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, অমর্ষপূর্ণহৃদয়ে সুচন্দ্রের নিকট যুদ্ধার্থে দূত প্রেরণ করিলেন। দূত রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া বলিল, মহারাজ! নৃপতিবর কাম্পিল্যাধিপতি বলিলেন, আপ-নার কুরূপ পুত্রের পরিবর্ত্তে মন্ত্রিপুত্রকে দেখাইয়া বিবাহের পাত্রাদিনির্ণয়পূর্ব্বক আমাকে প্রতারিত করি-য়াছেন। অতএব যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হউন; অবিলম্বেই সমর-সাগরে নিমগ্ন হইবেন। সত্বরেই আমার শরজাল পর-বঞ্চকের কলেবর খণ্ডিত করিবে। সুচন্দ্র বলিলেন. হে দূতবর! আমার তনয়কে অবলোকন কর। সাক্ষাৎ

দেবপুত্রের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন। কোন দুর্ব্বুদ্ধি আমার তনয়কে কুরূপ বলিয়া মহারাজের কর্ণগোচর করিল। এই বলিয়া, নৃপতি বিবাহলক্ষণযুক্ত ব্রহ্মকেতুকে দর্শন করাইলেন। দূত কন্দর্পসদৃশ রাজপুত্রকে দর্শন করিয়া, কাম্পিল্যরাজকে সবিস্তরে নিবেদন করিলেন। নৃপতি তাহা শ্রবণ করিয়া, হৃষ্টচিত্ত হইয়া খলের উচিত শাস্তি প্রদান করিলেন। অনন্তর রাজপুত্র ব্রহ্মকেতু এবং পুরোহিতের সহিত সুচন্দ্রকে সভায় আনয়ন করিলেন। কাম্পিল্যাধিপতি অমরোপম বরকে দর্শন করিয়া, আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া উদ্বাহকার্য্য সম্পন্ন করাইলেন। বিবাহ সম্পন্ন হইলে, রাজা সুচন্দ্র কুব্জপুত্রকে ভৃত্যের সহিত বাসগৃহে প্রেরণ করিলেন। ব্রহ্মকেতু ও বিবাহানন্তর সখীগণের সহিত কৌতুকাগারে (বাসরগৃহে) প্রবেশ করিয়া, সখীগণকে বলিলেন, আপনারা এ গৃহে থাকিবেন না, আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে। সখীগণ তৎক্ষণাৎ গৃহ হইতে বহির্গত হইলে, ব্রহ্মকেতু ভাবী মৃত্যু চিন্তা করিতে করিতে মৃতবৎ হইয়া শয়ন করিলেন। পতিব্রতা যুবতী রাজপুত্রী নববিবাহিতা হইলেও লজ্জাপরিত্যাগপূর্ব্বক রাজপুত্রকে মৃদুস্বরে বলিলেন, হে প্রিয়তম! আপনি কি জন্য মৃতবৎ শয়ন করিলেন, কি জন্যই বা আপনার বদনপঙ্কজ ম্লান হইল, বিস্তারিতরূপে সমস্ত আমাকে বলুন। আমার নিকট বলিতে কোন শঙ্কা নাই; আমি আপনার ধর্ম্মপত্নী। ব্রহ্মকেতু বলিলেন, হে ক্ষীণাঙ্গি! আমি তোমার পতির প্রতিনিধি, সুচন্দ্র নৃপতনয় তোমার যথার্থ পতি। আমি মহারাজ বিশ্বকেতুর পুত্র ব্রহ্মকেতু। কল্য আমার মৃত্যু হইবে; এই নিমিত্ত বারা-

ণসী গমন করিতেছি। আমি গৃহ হইতে নির্গত হইলেই তোমার কান্ত আসিয়া উপস্থিত হইবেন। তিনি কুরূপ অথবা সুরূপ হইলেও তুমি তাঁহার সহধর্ম্মিণী হইয়া সুখে কালযাপন কর। নৃপসুতা ব্রহ্মকেতুর অশনিসমান বাক্য শ্রবণ করিয়া, রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর কম্পিত-হৃদয়ে তাঁহাকে বলিলেন, হে নৃপসুত! আমি তাহাকে জানিনা, আপনিই আমার বিধিনির্দ্দিষ্ট পতি; আপনি বৈশ্বানর সাক্ষী করিয়া, আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। ব্রহ্মকেতু বলিলেন, হে রাজপুত্রি! মহর্ষি অঙ্গিরা আমাকে বলিয়াছেন, যে পরদিন তোমার মৃত্যু হইবে; মুনি বাক্য কখনই মিথ্যা হইবে না। অতএব গতায়ুঃ পতিতে তোমার প্রয়োজন কি? তুমি সেই চিরায়ুঃ রাজপুত্রের পত্নী হইয়া, সুখলাভ কর। রাজপুত্রী বলিলেন, হে মহাত্মন্! আপনার মৃত্যু হইলে, আমিও আপনার সহগামিনী হইব; আর যদি জীবিত হন, তাহা হইলে আমিও জীবন ধারণ করিব। ব্রহ্মকেতু বলিলেন, হে কৃশাঙ্গি! সেই মহর্ষিই পুনরায় আমার জীবনের উপায় বলিয়াছেন, যে বারাণসীধামে গমন করিলে, যমের প্রসাদে তোমার জীবনলাভ হইবে। এই-নিমিত্ত আমি বারাণসীধামে গমন করিব; কিন্তু আমি মহীপতি সুচন্দ্রের নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহার উপায় কি—তাহা আমাকে বল। নৃপতনয়া বলিলেন, হে স্বামিন্! আপনি গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া সুচন্দ্রতনয়কে বাসগৃহে প্রেরণ করুন। আমি তাহাকে বহির্দ্দেশ হইতেই দাসীদ্বারা দূরীভূত করিব—তাহার সংশয় নাই। আপনি বারাণসী গমন করিলে, আমার পিতা দূতদ্বারা প্রতিক্ষণেই

আপনার সংবাদ আনয়ন করিবেন। আপনার মৃতসংবাদ আসিলে, আমি চিতা প্রস্তুত করিয়া নিশ্চয়ই তাহাতে আরোহণ করিব। ব্রহ্মকেতু বলিলেন, হে রাজপুত্রি! মুনি-বাক্যে বারাণসী গমন করিলে, অবশ্যই আমার জীবনলাভ হইবে। অতএব তুমি নিশ্চিন্ত হও। বিলম্ব হইলে, আমার কাশীগমন দুর্ঘট হইবে। এই বলিয়া গৃহ হইতে নির্গত হইয়াই বহির্দ্দেশে কুব্জ নৃপসুতকে দর্শন করিয়া বলিলেন, হে রাজসুত! তোমার কান্তাকে গ্রহণ কর, আমি বারাণসী গমন করিব। এই বলিয়া মুনিবাক্যে কাশীযাত্রা করিলেন। হে রাজন্! সুচন্দ্রতনয় বাসগৃহে গমনকরিবামাত্রই তাহার ভৃত্য আসিয়া দীপনির্ব্বাণ করিয়া দিল। রাজপুত্রী কুব্জের এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া, উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিতে লাগিলেন। পার্শ্বস্থ সখীগণ দ্রুতপদে আগমনপূর্ব্বক কারণ-জিজ্ঞাসু হইয়া দেখিল, যে গৃহের দীপ নির্ব্বাপিত হইয়াছে। অনন্তর দীপপ্রজ্বালনপূর্ব্বক সম্মুখে কুব্জ রাজপুত্রকে উপস্থিত দেখিয়া, আশ্চর্য্যান্বিত হইল। রাজপুত্রী গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া মাতাকে সমস্ত নিবেদন করিল; রাজ্ঞীও কন্যার বাক্য শ্রবণ করিয়া, কাম্পিল্যরাজকে সবিস্তর অবগত করিলেন। রাজা সুচন্দ্র অন্তঃপুরমধ্যে এইরূপ কোলাহল শ্রবণ করিয়া, লজ্জিত হইয়া পুত্রের সহিত স্বকীয় নগরাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। হে নৃপতে! ব্রহ্মকেতুও বারাণসীগমন করিয়া শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হইয়া ম্লান বদনে অনাদিনাথ বিশ্বেশ্বরের দ্বারদেশে শয়ন করিলেন। ইতিমধ্যে দেবতা এবং ঋষিগণ বিশ্বেশ্বরদর্শনার্থ আগমন করিয়া, কেহ কেহ তাঁহাকে লঙ্ঘনপূর্ব্বক গমন করিলেন।

কেহ কেহ বা কুৎসিত পথ দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। কেহই ব্রহ্মকেতুকে উত্থাপন করিতে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর যম আগমনপূর্ব্বক রাজপুত্রকে বলিলেন, কে তুমি পথাবরোধ করিয়া শয়ন করিয়াছ? আমাকে পথ প্রদান কর। আমি শঙ্করদর্শনে গমন করিব। রাজপুত্র বলিলেন, আমার উত্থানের শক্তি নাই; অল্পক্ষণের মধ্যেই আমার মৃত্যু হইবে; আমার ইন্দ্রিয়গণ অসমর্থ হইয়াছে; আপনি আমাকে লঙ্ঘন করিয়া অথবা অন্যপথ দিয়া গমন করুন। যম বলিলেন, তুমি মৃতপ্রায় হইয়াছ; তোমাকে স্পর্শ করিব না এবং প্রাণীকে লঙ্ঘন করিলে, বিশেষ দোষ হয়। অতএব পথ প্রদান কর। আমি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শঙ্করকে দর্শন করিব। তুমি উত্থিত না হইলে, আমি তোমাকে নেত্রবহ্নি দ্বারা দহন করিব। ব্রহ্মকেতু বলিলেন, হে মহাভাগ! আপনি নেত্রবহ্নি দ্বারা আমাকে দহন করিলে, আমার দেহ সংস্কৃত হইবে। রাজপুত্র এই বলিয়া নিরস্ত হইলে, তাঁহার প্রাণবায়ু ঊর্দ্ধগমনপূর্ব্বক রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল। যম ইহা অবলোকন করিয়া, তাঁহাকে বলিলেন, তুমি গতায়ুঃ হইলেও আমার বরে শতবর্ষ পরমায়ুঃ লাভ কর। যম এইরূপ বলিলে, তাহার প্রাণ বহির্গত হইয়াও পুনরায় তাঁহার দেহে প্রবেশ করিল; ইন্দ্রিয়গণ ও পূর্ব্বের ন্যায় সবল হইল। ব্রহ্মকেতু যমপ্রসাদে পুনর্জীবিত হইয়া উঠিয়া বসিলেন। যম ও পথপ্রাপ্ত হইয়া, সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। কাম্পিল্যরাজদূত ও রাজপুত্রের পুনর্জীবন অবলোকন করিয়া, ভূপতিসমক্ষে সমস্ত নিবেদন করিলেন। রাজা কনকমণ্ডিত যানে আরোহণ করাইয়া জামাতাকে স্বকীয়

নিলয়ে আনয়ন করিলেন। হে রাজন্! নৃপসুত ব্রহ্মকেতু ও শ্বশুর এবং তাঁহার পরিজন কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া ভার্য্যার সহিত স্বীয়ভবনে উপস্থিত হইলেন। পরে আদ্যন্ত বৃত্তান্ত পিতৃমাতৃসমীপে নিবেদন করিলেন। হে নরপতে! এই আমি আপনার নিকটে বিশ্বকেতুনন্দন ব্রহ্মকেতুর মৃত হইয়া পুনর্জীবন লাভের বিষয় বিবৃত করিলাম।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

মান্ধাতা বলিলেন,—হে মহর্ষে! ব্রহ্মসুত দক্ষপ্রজাপতি যেরূপে ভগবান্ মহেশ্বর কর্তৃক অভিশপ্ত এবং দক্ষকর্তৃক মহেশ্বর পরস্পর অভিশপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন। নারদ বলিলেন, হে মহারাজ! ব্রহ্মার মানস পুত্র দক্ষপ্রজাপতি স্বায়ম্ভুব মনুর প্রসূতি নামে তনয়াকে বিবাহ করিয়াছিলেন। প্রজাপতি দক্ষ প্রসূতিগর্ভে পদ্ম-লোচনা ষোড়শ কন্যা উৎপাদন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ধর্ম্মকে দশ, কশ্যপকে দুই এবং শম্ভুকে এককন্যা প্রদান করেন। হে মহারাজ! একদা বিশ্বদেবগণ ব্রহ্মা কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া সুমেরুপর্ব্বতের কাঞ্চনশিখরে গমনপূর্ব্বক এক যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞে ইন্দ্রাদি দেবতা, মহর্ষি, সিদ্ধ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব এবং রাক্ষসগণ গমন করি-য়াছিলেন। বিষ্ণু এবং রুদ্রেও তথায় গমনপূর্ব্বক কমলাসনে উপবেশন করিলেন। অনন্তর প্রজাপতি দক্ষ যজ্ঞস্থানে

উপস্থিত হইলে, বিষ্ণু এবং রুদ্র ব্যতিরেকে ইন্দ্রাদি দেবতা, মহর্ষি, সিদ্ধ ও যক্ষাদি সকলেই তাঁহাকে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রত্যুত্থান করিলেন। প্রজাপতি দক্ষ জামাতা মহেশ্বরকে অভিবাদনহীন দেখিয়া, সক্রোধে হস্তে জলগ্রহণপূর্ব্বক অভিশাপের নিমিত্ত উপক্রম করিয়া বলিলেন, যে তোমরা এই দুর্ব্বৃত্তকে এখনও অবলোকন করিতেছ! এই অহঙ্কারীকে সভা হইতে বহির্গত করিয়া দাও। এই ধৃষ্ট আমাকে দর্শন করিয়া ও অহঙ্কারবশতঃ প্রত্যুত্থানপূর্ব্বক অভিবাদন করিল না; ইহাকে দণ্ড দেওয়া উচিত। ইহার প্রেতের সহিত বাস, সর্প ইহার যজ্ঞোপবীত, দিক্‌ই অম্বর, ভস্ম ভূষণ, অতএব ইহাকে কেহই যজ্ঞভাগ প্রদান করিবে না। দক্ষপ্রজাপতি এইরূপে শঙ্করকে অভিশাপ প্রদান করিয়া, সভাহইতে প্রস্থান করিলেন। নন্দী সেই শাপবাক্য শ্রবণ করিয়া, সকোপে হরনিন্দক দক্ষকে শাপপ্রদান করিলেন, যে দক্ষ সগর্ব্বে যে মুখদিয়া হরকে নিন্দা করিল, অচিরাৎ তাহার সেই মুখ ছাগমুখ হইবে এবং যে দ্বিজ শিবনিন্দায় অনুমোদন করিবেন, তাঁহারা দুরাচার হইবেন। মহাত্মা ভৃগু তাহা শ্রবণ করিয়া, ব্রহ্মকুলের প্রতি শাপপ্রদান করিলেন, যে যাঁহারা অন্যকে শিবদীক্ষা প্রদান করিবেন, তাঁহারা সুরাপায়ী পাষণ্ড হইবেন। এইরূপে পরস্পর পরস্পরকে অভিশাপ প্রদান করিলে, মহাদেব নির্ব্বাক্ হইয়া বৃষারোহণে স্বীয় আবাসে প্রস্থান করিলেন। মহর্ষি এবং দেবগণ যজ্ঞসম্পাদনপূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় আবাসে প্রয়াণ করিলেন। কিয়ৎকালপরে দক্ষ-প্রজাপতি অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন; কিন্তু সেই যজ্ঞে মহাদেবকে নিমন্ত্রণ করিলেন না। ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু

দক্ষের শিবরহিত যজ্ঞ শ্রবণ করিয়া, তথায় যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতে গমন করিলেন না। ভবপত্নী সতী পিতা শিবরহিত যজ্ঞ করিয়াছেন—শ্রবণ করিয়া, দুঃখিতচিত্তে শিব কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া ও তাঁহার অসাক্ষাতে যজ্ঞদর্শনার্থে গমন করিলেন। যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হইয়া, সকোপে পিতাকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন, পিতঃ! তুমি শিবহীন যজ্ঞ করিতেছ এবং ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া দেখিতেছে না, যে ইহার চরমে কি বিষময় ফল উৎপন্ন হইবে। আমি ও পাপাশয়ের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া অত্যন্ত পাপভাগিনী হইয়াছি। এই বলিয়া, সতী সেই স্থানে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। শিবানুচরগণ ইহা দর্শন করিয়া,যজ্ঞ নষ্ট করিতে উদ্যত হইলে, ভৃগু কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া তাহারা শিবসমীপে উপস্থিত হইল। ব্যোমকেশ তাহাদিগকে বিমর্ষিত দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎসগণ! তোমরা এরূপ বিষণ্ণ কেন? শিববাক্য শ্রবণ করিয়া তাহারা বলিল, পিতঃ! আমাদের জননী দাক্ষায়ণী দক্ষালয়ে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। রুদ্র এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া, স্বীয় দেহ হইতে বীরভদ্রনামক মহাবল পুরুষকে সৃজন করিয়া, দক্ষযজ্ঞ সংহারার্থে আদেশ করিলেন। রুদ্রানুচর বীরভদ্র রুদ্রের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া, যজ্ঞস্থানে গমনপূর্ব্বক মহাযজ্ঞ ধ্বংস করিতে আরম্ভ করিল। মহামুনি ভৃগুর শ্মশ্রু, ভগের নেত্রদ্বয় এবং পূষার দন্তসকল উৎপাটন করিল; অনন্তর বীরভদ্র দক্ষের মুণ্ডচ্ছেদপূর্ব্বক অন্যান্য সকলের গাত্রে আঘাত করিয়া রুদ্রসমীপে প্রস্থান করিল। এইরূপে যজ্ঞ বিনষ্ট হইলে, দেবগণ পদ্মযোনির নিকটে গমনপূর্ব্বক সবিস্তরে তাহা নিবেদন করিলেন।

ব্রহ্মা শ্রবণ করিয়া, যজ্ঞসিদ্ধির নিমিত্ত মহেশ্বরকে প্রসন্ন করিলেন। আশুতোষ সসন্তোষ হইয়া সকলকে বর প্রদান করিলেন, যে যজ্ঞ সিদ্ধ হউক, ভৃগুর শ্মশ্রু উৎপন্ন হউক, ভগের নেত্রদ্বয়লাভ হউক, পূষা পিষ্টচরু (পিঠালির চরু) ভক্ষণ করুন এবং অন্যান্য দেবগণ প্রকৃতিস্থ হউন। কিন্তু দক্ষ জীবিত হইয়া ক্ষত্রিয়যোনিতে জন্মগ্রহণ করিবেন। এই বলিয়া ভগবান্ ভবানীপতি দক্ষের যজ্ঞস্থানে গমন-পূর্ব্বক দক্ষের নির্ম্মস্তক দেহ অবলোকন করিয়া তাহাতে ছাগ-মুণ্ড সংযোজিত করিলেন। দক্ষও শিবের আজ্ঞায় জীবিত হইয়া, তাঁহাকে যজ্ঞভাগ প্রদান করতঃ মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করি-লেন। এই আমি আপনার নিকট দক্ষ কর্ত্তৃক মহাদেবের শাপের বিষয় সবিস্তর কীর্ত্তন করিলাম।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

মান্ধাতা বলিলেন,—হে মুনে! নরগণ কি কর্ম্ম করিয়া স্বর্গে গমন করে এবং কি কর্ম্ম করিয়াই বা নরকে গমন করে, তাহা কীর্ত্তন করুন। নারদ বলিলেন, হে মহাভাগ! যে নর দান, তপস্যা এবং সত্যের দ্বারা ধর্ম্মোপার্জ্জন করে, যে গুরুশুশ্রূষা ও তপস্যাদ্বারা বিদ্যোপার্জ্জন করে, যে প্রতিগ্রহ করে না ও যে নর ভয়, পাপ, পীড়া এবং দারিদ্র্য হইতে লোকগণকে মোচন করে, তাহারা স্বর্গগামী হয়। যে নর ক্ষমাযুক্ত, মঙ্গলকার্য্যরত, যে নর

মাংসভক্ষণ, পরস্ত্রীহরণ এবং মদ্যপান না করে, যে নর বস্ত্রালঙ্কারঅন্নজলদান এবং কুটুম্বপোষণ করে, যে নর অপরাধীর প্রতি স্নেহবান্, মৃদু এবং দেবপূজারত হয়, যে নর গৃহপ্রতিষ্ঠা, দেশপ্রতিষ্ঠা এবং নগরপ্রতিষ্ঠা করে, যে নর কাহারও প্রতি হিংসা না করে, যে সকল বিষয় সহ্য করিতে সমর্থ এবং সকলের আশ্রয়স্বরূপ, যে নর মাতা ও পিতার শুশ্রূষা করে, যে নর বলবান্ যুবা হইয়াও জিতেন্দ্রিয় হয়, যে নর অর্থীদিগকে অর্থ দান ও ধান্য দান করে এবং যে কোন কুলে জাত হইয়া বহু পুত্র এবং শতবর্ষ পরমায়ু লাভ করিয়াও জিতেন্দ্রিয় হয়, তাহারাই স্বর্গে গমন করে। হে মহাত্মন্! এই তোমার নিকট মুনিকথিত ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে যে কর্ম্ম করিয়া লোক নিরয়গামী হয়, তাহাও কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। যে নর মিথ্যাকথা কহে, যে নর সভাগৃহ এবং পানগৃহ ভগ্ন করে, সে নরকে গমন করে। যে নর পরদ্রব্য অপহরণ এবং পরদ্রব্য নষ্ট করে, যে নর লোকের ধননাশ, গৃহনাশ এবং দানদ্রব্যনাশ করে, যে নর বিরুদ্ধ ব্যবহার করে, যে নর লোকের সম্মান করেনা, যে প্রাণিহিংসা করে, যে নর বেদ বিক্রয় করে, বেদের দোষপ্রকাশ এবং বেদের লেখক হয়, যে নর কেশবিক্রেতা বিষবিক্রেতা এবং দুগ্ধবিক্রেতা হয়, যে নর দুষ্কর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে এবং বৃথা চতুর হয়, যে নর গো ব্রাহ্মণ এবং স্ত্রীগণকে ভিন্ন জ্ঞান করে, যে নর শাস্ত্রবিক্রয় এবং ধনুর্ব্বাণ প্রস্তুত করে, যে নর প্রস্তর ও শঙ্কু (খোঁটা) দ্বারা পথরোধ করে, তাহারা নরকগামী হয়।

যে রাজা প্রজাপালনরহিত হয়, করের ষষ্ঠাংশ অপহরণ করে এবং সমর্থ হইয়াও ধনদান না করে, সেই রাজা নরকগামী হয়। যে নর শান্ত, দান্ত ও প্রাজ্ঞ সহবাসী ব্যক্তিগণকে কার্য্য-সাধনের পরে পরিত্যাগ করে, যে নর বালক, বৃদ্ধ এবং ভৃত্য-গণকে না দিয়া ভক্ষণ করে, তাহারা নরকগামী হয়। হে রাজন্! তোমার নিকট আমি নরকগমনের বিষয় ও কীর্ত্তন করিলাম।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

মান্ধাতা বলিলেন,—হে তপোধন! কিরূপ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য দান করিবে, তাহা কীর্ত্তন করুন। নারদ বলিলেন, হে রাজন্! দৈব এবং পৈত্র কর্ম্মে ব্রাহ্মণগণকে পরীক্ষা করিয়া বরণ করিবে। তন্মধ্যে শ্রাদ্ধে কিরূপে ব্রাহ্ম-ণকে পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ করিবে, তাহা শ্রবণ করুন। পংক্তি-পাবন, পংক্তি-দূষক এবং পংক্তিচ্ছেদ এই তিন প্রকার ব্রাহ্মণ। তন্মধ্যে ধূর্ত্ত, ভ্রূণঘাতক, যক্ষ্মারোগগ্রস্ত পশুপালক, গ্রামপ্রেষ্য, গায়ক, সর্ব্বদ্রব্যবিক্রয়ী, গৃহদাহক, বিষদাতা, কুণ্ডভোজী, (কোটনা) মদ্যবিক্রয়ী, সামুদ্রিক, রাজদূত, স্ত্রৈণ, কূটবুদ্ধি, পিতার সহিত বিবাদী, অভিশপ্ত, (কলঙ্কী) শিল্পী, মিত্রদ্রোহী, পরস্ত্রীহারী, কাণ্ডপৃষ্ঠ, (শস্ত্রাজীব) কুক্কুরারোহী, কুক্কুরদষ্ট, চর্ম্মরোগী, গুরুদারাপহারী, বেদবর্জ্জিত এবং গ্রহগণক ইহারাই পংক্তিচ্ছেদও শ্রাদ্ধে বর্জ্জনীয়। ইহাদিগকে

শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য প্রদান করিলে, তাহা বিষ্ঠাদিরূপে পরিণত হইয়া জন্মান্তরস্থ পিতৃলোকের অপ্রাপ্য হয়। হে রাজন্! শ্রাদ্ধে তিল প্রদান করা উচিত; তিলরহিত শ্রাদ্ধ রাক্ষসগণের ভোজ্য হয়। হে নৃপতে! অতঃপর পংক্তিপাবনের লক্ষণ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। যে বিপ্র বিদ্যাবান্, বেদজ্ঞ, স্নাতক, সদাচারী, পিতৃমাতৃসেবক, যাহার দশ পুরুষ শ্রোত্রিয়, (বেদপারগ) যে ঋতুকালে ধর্ম্মপত্নীতে গমন করে ও যে দ্বিজ ব্রহ্মচারী, যতি, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, নিজকর্ম্মরত, অবভৃথ স্নায়ী নিষ্কোপ, অচপল, ক্ষমাশীল, দান্ত, সকল প্রাণীর হিতকারী তিনিই পংক্তিপাবন। যাঁহারা ঈদৃশ বিপ্রকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করেন, তাঁহাদের পিতৃলোকগণ অক্ষয় তৃপ্তিলাভ করেন। মোক্ষধর্ম্মজ্ঞ, ব্রতী, গুরুকুলবাসী ও পুরাণজ্ঞ পবিত্র বিপ্রকে যাঁহারা দর্শন করেন, তাঁহারাও পংক্তিপাবন হন। হে নরপতে! বেদপাঠরহিত পংক্তিহেয় ব্রাহ্মণ যদি উচ্চাসনে আরোহণ করে, আর পংক্তিপাবন ব্রাহ্মণ যদি অগ্রাহ্য হন, এই শঙ্কায় পরীক্ষা করিয়া অবশ্য গ্রহণ করা উচিত। হে মহারাজ! যাহার দত্ত দ্রব্য স্বকর্ম্মনিরত কুলীন ব্রাহ্মণ, পিতৃলোক এবং দেবতাদিগকে তৃপ্ত করিতে না পারে, অগ্নি যেমন তৃণরাশিকে ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ তাহাকেও দুষ্কৃতানলে দগ্ধ করিয়া থাকে। হে মহারাজ! যাঁহারা যথার্থ ধর্ম্মজ্ঞ তাঁহারাই ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হন। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণগণকে নিন্দা করে, তাহাকে শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য দান করা কর্ত্তব্য নয়,—ইহা বৈখানস ঋষিগণ বলিয়াছেন।

ষট্ত্রিংশ অধ্যায়

মান্ধাতা বলিলেন,—হে তপোধন! আপনি চতুর্ব্বর্গ এবং চতুরাশ্রম বর্ণন করিলেন; এক্ষণে রাজধর্ম্মের বিষয় আমার নিকট বর্ণন করুন। নারদ কহিলেন, হে নরপতে! রাজার যাহা কর্ত্তব্য, তাহা শ্রবণ করুন। রাজবিহীন রাজ্যের ধর্ম্ম থাকেনা এবং সকলেই পরস্পরকে পীড়ন ও অভক্ষ্যাদিভক্ষণ করে। হে মহারাজ! পৃথ্বী অরাজক হইলে,বুদ্ধিমান্ প্রজাগণ ইন্দ্রকে নৃপতিত্বে বরণ করেন। তাঁহারা বলেন, যে ইন্দ্র সেই রাজা; কারণ, অরাজক রাজ্যে বহ্নি হব্যবহন করেন না। যদ্যপি কোন বলবান্ প্রতিপক্ষ রাজ্যার্থী হইয়া আগমন করে, রাজ্য অরাজক হইলে, সে অনায়াসেই গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। অরাজক রাজ্যে বহু পাপ উপস্থিত হয়; তাহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে? রাজা বর্ত্তমানে রাজ্যের সর্ব্বথা মঙ্গল হয়। কিন্তু অরাজক রাজ্যে যদ্যপি প্রবল শত্রু উপস্থিত হয়, তাহাহইলে প্রজাগণ নতভাবে অবস্থান করিবে। কারণ, যে কাষ্ঠ স্বয়ং নত হয়, তাহাকে নত করিতে হয়না; এই উপমা দ্বারা বলীয়ানের নিকট নত হওয়াই শ্রেয়ঃ। বলবানকে প্রণাম করিলে, ইন্দ্রকে প্রণাম করা হয়। সেইহেতু উন্নতিশালী ব্যক্তিগণের ধন এবং দারার প্রতি উপেক্ষা করিয়াও রাজা নির্দ্ধারণ করা উচিত। ভূপালব্যতিরেকে ভর্ত্তার অযোগ্য ব্যক্তিকে ও ভৃত্য হইতে হয় এবং

স্ত্রীগণের লজ্জাদিগুণরূপ ভূষণ দূরীভূত হয়। হে মহারাজ! বিধাতা এই নিমিত্তে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করিয়া, রাজা নিরূপণ করিয়াছেন। হে নরপতে। পূর্ব্বকালে প্রজাগণ অরাজক রাজ্যে জালবদ্ধ মৎস্যের ন্যায় কৃশ হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। অনন্তর প্রজাগণ একত্রিত হইয়া সকলে প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক দুঃখিতচিত্তে পিতামহ ব্রহ্মার নিকট গমন করিল। তথায় উপস্থিত হইয়া কহিল, হে ভগবন্! আমরা নৃপতিব্যতিরেকে বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছি; আপনি ইহার উপায় বলিয়া দিন। বিধাতা স্বীয়পুত্র মনুকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন, হে মনো! তুমি নৃপতি হইয়া প্রজাগণকে ধর্ম্মতঃ পালন কর। যাহাতে প্রজাগণ নষ্ট না হয় এবং ধর্ম্মতৎপর হয়, সেইরূপ বিধান কর। মনু বলিয়াছিলেন, হে পিতঃ! অতি দুর্ব্বহ রাজ্যভার বহন করিতে আমি ভয় করি। বিশেষতঃ আমি মিথ্যাবাদী মনুষ্যগণের ভারবহনে ইচ্ছুক নহি। প্রজাসকল একবাক্যে বলিল, আপনি আমাদের স্বামী হইতে ভয় করিবেন না। আমরা পশু, হিরণ্য এবং ধান্যের ষষ্ঠভাগ কর আপনাকে প্রদান করিব। দেবতারা যেমন ইন্দ্রের অনুগমন করেন, আমরাও সেইরূপ ভবদীয় আজ্ঞানুবর্ত্তী হইব। হে মহাভাগ! আপনি রাজ্য গ্রহণ করিলে, প্রজারা যে ধর্ম্ম আচরণ করিবে, আপনি তাহার চতুর্থাংশের অধিকারী হইবেন। সেই ধর্ম্ম দ্বারা শত্রুগণকে পরাজয় করিয়া ইন্দ্রের ন্যায় রাজ্য প্রতিপালন করুন। হে নরপতে! মনু তাহাদের এইরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া, মহাবল প্রজাগণের সহিত তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হই-

লেন। সকলে তাঁহাকে দর্শন করিয়া, অহ্লাদিতচিত্তে নিজ নিজ ধর্ম্মে আস্থাসহকারে অবস্থান করিতে লাগিল। পাপ ও রাজ্য হইতে তিরোহিত হইল। হে নৃপতে! যাঁহারা সুখলিপ্সু হন, তাঁহারা প্রজারঞ্জনের নিমিত্ত বিচার করিয়া রাজ্যে রাজাকে সংস্থাপন করিবেন। কারণ, নৃপতিশূন্য রাজ্যে সর্ব্বদা অমঙ্গল উপস্থিত হয়। রাজাকে সংস্থাপন-পূর্ব্বক বসনআভরণঅন্নপানাদি দ্বারা সৎকার করিলে, প্রজাগণের সাতিশয় সুখলাভ হয়। হে নৃপনন্দন! এই আমি আপনার নিকট রাজধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

মান্ধাতা বলিলেন,—হে দেবর্ষে! লোকে কি করিয়া বর্দ্ধিত হয় এবং কোনকর্ম্ম করিয়াই বা নাশ প্রাপ্ত হয়, তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন। নারদ বলিলেন, হে মহারাজ! রাজাই লোকের ধর্ম্ম স্বরূপ; প্রজাগণ রাজভয়ে পরস্পর পরস্পরকে পীড়ন করেনা। রাজা ধর্ম্মপথে থাকিয়া প্রজারঞ্জন করিলেই সকলে সুখী হয়। হে রাজন্! যেরূপ চন্দ্র-সূর্য্যের অনুদয়ে লোকগণ অন্ধকারে পতিত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে দেখিতে পায়না, অরাজক রাজ্যে প্রজাগণ সেইরূপ ধর্ম্মান্ধ হইয়া পরস্পর পরস্পরের অনিষ্ট করে। হে রাজন্! রক্ষকব্যতিরেকে পশুগণ যেমন বিনষ্ট হয়, অরাজক রাজ্যে প্রজাগণও সেইরূপ বিনষ্ট হয়। রাজা

যদি প্রজাপালক না হন, তবে বলবান্ দুর্ব্বলের স্ত্রীকে হরণ করে। প্রজাগণের স্ত্রী, পুত্র, ধন এবং পশু ইত্যাদি নষ্ট হয়। রাজা যদি প্রজাপালক না হন, তাহা হইলে লোকগণ মাতা, পিতা, গুরু ও অতিথিগণকে ক্লেশ প্রদান করে এবং সাধুব্যক্তিরা অস্ত্রাঘাত প্রাপ্ত হন, অধর্ম্মও বর্দ্ধিত হয়। সেইরূপ আবার ধনিগণের বহু ক্লেশ হয়, কাহার ও প্রতি স্নেহ থাকে না, প্রজাগণের অকালে মৃত্যু হয়, লোকগণ নরকে গমন করে, যোনিবিচার থাকেনা, বেদ লুপ্ত হয়, যজ্ঞ ও বিধিপূর্ব্বক বিবাহ-কর্ম্মাদির লোপ হয়, পুণ্যের নামমাত্র ও থাকেনা, গোসকল দুগ্ধ প্রদান করে না এবং সকলেই হাহাকার করে। হে রাজন্! যে রাজা প্রজাপালনবিমুখ হন, তাহার রাজ্যের সমস্তই বিধ্বস্ত হয়, ভয়কাতর ব্যক্তিকে কেহই রক্ষা করে না, সাম্বৎসরিক যজ্ঞ লুপ্ত হয়, ব্রাহ্মণগণ বেদপাঠে বিরত হন, স্নানাদির নিয়ম থাকেনা, প্রায়ই সর্ব্ব লোক পাপে পরিপূর্ণ হয়, বর্ণসঙ্কর উদ্ভূত হয়, দুর্ভিক্ষ জন্মে এবং স্ত্রীজাতি যথেচ্ছচারিণী হয়। হে ভূপাল! রাজা যদি প্রজাগণকে সম্যক্‌রূপে পালন করেন, তাহা হইলে প্রজাবর্গ নির্ভয়ে বাস করে, ধর্ম্ম ও আসিয়া সহকারী হন। ত্রয়ী (বেদ) সর্ব্বদা এই বার্ত্তামূল লোককে পরিত্রাণ করেন। যদি ভূপতি সম্যক্‌রূপে সেই সমস্ত রক্ষা করেন ও যদি শ্রেষ্ঠ ভার গ্রহণ করতঃ প্রজাপালন করেন, তবে এই লোক মহৎ বলযোগে প্রসন্ন হয়। যাহার অভাবে সর্ব্ব ভূতের অভাব হয় ও যাহার স্থিতিতে সর্ব্ব লোক

জীবিত থাকে, তাহাকে কে না পূজা করে? যে ব্যক্তি সর্ব্ব লোকের সুখাবহ রাজার কার্য্যভার বহন করতঃ তদীয় হিতে রত হন, তিনি উভয় লোক জয় করেন। যে ব্যক্তি মনেও নরপতির অনিষ্টচিন্তা করে, সে নিঃসন্দেহ মরণান্তে নরকে ক্লেশ ভোগ করে। রাজা পৃথিবীতে নররূপী দেবপ্রধান, তাঁহাকে মনুষ্যবিবেচনায় কখনই অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য নহে। রাজা কালযোগে অগ্নি, সূর্য্য, মনু, কুবের ও যম এই পঞ্চ দেবতারূপে উগ্রতেজে পাপ দগ্ধ করেন। রাজা মিথ্যাবাদীর পক্ষে অগ্নিস্বরূপ হইয়া থাকেন। তিনি ভাস্কররূপে চারচক্ষুতে সমস্ত দর্শন করেন। নৃপতি যখন ক্রুদ্ধ হইয়া পাপকারী পুত্রপৌত্রঅমাত্যপ্রভৃতিকে নিগ্রহ ও ধার্ম্মিকগণের প্রতি অনুগ্রহ করেন, সেই সময়ে তাঁহাকে যমরূপী ভগবান্ বলা যায়। মহীপতি যখন উপকারীকে ধনদান ও অপকারীর ধন আদান করেন, তখন তাঁহাকে কুবের কহে। ধর্ম্মার্থী ব্যক্তির কখনই রাজার নিকটে অপরাধী হওয়া উচিত নহে। রাজার বিপক্ষতাচরণ করিলে, কোন ক্রমেই সুখলাভ হয় না। মনুষ্য রাজাকে যমতুল্য মনে করিয়া রাজস্ব হরণ করিবে না; রাজধন আত্মধনের ন্যায় জ্ঞান করিবে। রাজার বিত্তাংশ হরণ করিলে, ঘোর নরকে গমন করিতে হয়। মেধাবী জিতাত্মা মানজ্ঞ সংযতেন্দ্রিয় ব্যক্তি রাজার নিকট অবস্থানের যোগ্য। নৃপতি ও কৃতজ্ঞ প্রাজ্ঞ উন্নতমনা দৃঢ়ভক্তি জিতেন্দ্রিয় ধর্ম্মনিষ্ঠ মন্ত্রী নিযুক্ত করিবেন। অন্যান্য কর্ম্মচারীও পূর্ব্বোক্ত সমস্ত গুণেই ভূষিত হওয়া ও আবশ্যক।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

মান্ধাতা কহিলেন,—সম্প্রতি মহীপতিগণের আর কি কি কর্ত্তব্য কার্য্য অবশিষ্ট আছে, তাহা বর্ণন করুন। কিরূপে জনপদ রক্ষা করিতে হয়, কিপ্রকারে শত্রুর মনোভাব অবগত হইতে পারা যায়, কিরূপে চার নিযুক্ত করা বিধেয় এবং কিরূপেই বা জ্ঞাতিনিচয় ভৃত্যবর্গ পুত্রদারপ্রভৃতিকে বিশ্বস্ত করা যাইতে পারে, এই সকল বিষয় সবিস্তরে প্রকাশ করুন। নারদ বলিলেন,—প্রথমতঃ রাজবৃত্তই অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। জিতেন্দ্রিয় নরপতিরাই শত্রুদমন করিতে সক্ষম হন। হে রাজন্! নগর উপবন রাজপ্রাসাদ সর্ব্বত্রই রাজার প্রণিধি (চর) নিযুক্ত করা উচিত। প্রণিধিগণ প্রাজ্ঞ ক্ষুধাপিপাসাশ্রমসহিষ্ণু হইবে ও বাহ্যে তাহারা নির্ব্বোধ বধির ও জড়ের ন্যায় ভাব প্রদর্শন করিবে। রাজা বিশেষ পরীক্ষা করিয়া, নিতান্ত বিশ্বস্ত ব্যক্তিগণকেই চরের কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। সমস্ত অমাত্যমিত্রপুত্রপ্রভৃতির নিকটেও নিতান্ত গোপনে চর নিযুক্ত করিবে। শত্রুপ্রেরিত চরগণ পুরের মধ্যে আপণে ভিক্ষুগণের সহিত, উদ্যানাদিতে পণ্ডিতগণের সমাগমে রাজ্যের গূঢ় তত্ত্ব অবগত হইবার নিমিত্ত নিরন্তর পরিভ্রমণ করে। রাজা স্বীয় বিচক্ষণ প্রণিধি দ্বারা তাহাদিগের গতি নিরূপণ করিবেন। পূর্ব্বে পরপ্রেরিত চারের ক্রিয়া নির্দ্ধারণ করিতে পারিলে, রাজ্যের মঙ্গল

হয়। নৃপতি শত্রু অপেক্ষা আপনাকে দুর্ব্বল মনে করিলে, মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শপূর্ব্বক বলবান্ রাজার সহিত সন্ধি করিবেন। দুর্ব্বলত্ব জানিতে না পারিলেও শত্রুর সহিত সন্ধি করা বিধেয়। প্রয়োজনবশতঃ ধর্ম্মজ্ঞ সাধু-শীল গুণবান্ শত্রু নৃপতিগণের সহিত সন্ধি করিয়াও তাঁহাদিগের সহায়তায় পূর্ব্বাপকারী নৃপতিকে নিহত করিবেন। বীর নরপতির সৈন্যগণকে পূর্ব্বে বিধান প্রদান করিয়াও নগরে শাসনবিধি সুব্যবস্থাপিত করতঃ আরোগ শরীরে যুদ্ধে যাত্রা করা কর্ত্তব্য। যে বীর্য্যবান্ শত্রু নৃপতি বশীভূত না হন, হীনবল রাজা তদীয় রাজ্যমধ্যে প্রজাগণের প্রতি উৎপীড়ন ও বিষপ্রয়োগাদি করিয়া হানি করিবেন। রাজ্যলাভ করিতে ইচ্ছা করিলে, শত্রু রাজার অমাত্য ও প্রিয়জনের সহিত বিবাদ উৎপাদন করিবে। যুদ্ধকার্য্য সাধ্যানুসারে পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করিবে। বৃহস্পতি কহিয়াছেন, সাম, দান ও ভেদ এই তিন উপায়েই প্রয়োজনসাধন শ্রেয়ঃ। বুদ্ধিমান্ রাজা এতন্মধ্যে যে কোন উপায়ে কার্য্য সিদ্ধ হয়, তাহারই আশ্রয় করিবেন। প্রজার নিকট তাহাদিগের উপার্জ্জনের ছয় অংশের এক অংশ করগ্রহণ করাই ভূপতির কর্ত্তব্য। উক্ত ধনে তাহা-দিগেরই রক্ষা করা উচিত; প্রজাগণকে পুত্রের ন্যায় দর্শন করিয়া পালন করিবে। ব্যবহার (আইন) সম্বন্ধে রাজা কাহাকেই প্রিয় বা অপ্রিয় মনে করিয়া, শাসনকার্য্যে দ্বৈধ করিবেন না। রাজা ব্যবহারদর্শনকার্য্যে সর্ব্বার্থ-দর্শী প্রাজ্ঞ লোক নিযুক্ত করিবেন। কারণ, ব্যবহারেই রাজ্য প্রতিষ্ঠিত থাকে। লবণাদি শুল্কে ও হিতৈষী পুরুষগণকে

অভিষিক্ত করিবেন। রাজা দণ্ডকার্য্যে স্থিরদৃষ্টি ও সত্য-পর হইলেই ধর্ম্মলাভ করেন। সত্য, বেদাধ্যয়ন, জ্ঞান, তপঃ, দান ও যজ্ঞ এইগুলি নৃপতির ধর্ম্ম। ব্যবহার-লোপ হইলে, রাজার স্বর্গনাশ ও অযশঃ হয়। যে রাজা কোন বলবান্ নৃপতি কর্ত্তৃক পীড়িত হন, তাঁহার দুর্গে আশ্রয় লওয়া কর্ত্তব্য। পথে ঘোষণকারী নিযুক্ত করতঃ গ্রাম সকল উৎসন্ন করিবে। শাখানগরসকলে ও তাহাদিগকে প্রবিষ্ট করিবে। যে সকল গুপ্ত দুর্গ ও দেশ অধীনে আছে, তাহাতেও ঘোষণকারিবর্গকে প্রবিষ্ট করিবে। দেশস্থ বলবান্ ক্ষমতাপন্ন ধনিগণকে পুনঃ পুনঃ সান্ত্বনা করিয়া স্বয়ং রাজাই শস্য সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন। শত্রু-ভয়ে প্রবেশ করিতে না পারিলে, দাবাগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিবে। শস্যসকল ক্ষেত্রে থাকিলে, শত্রু রাজার অনুচরগণকে তথায় দেখিয়া বিচ্ছিন্ন বা বিনষ্ট করিবে এবং সেই সকল নিজেই গ্রহণ করিবে। নদীমার্গে সেতু বা তরণীসকল অপসারিত করিবে। অনন্তর রাজা সৈন্য সমভিব্যাহারে ভূমির অভ্যন্তরে দুর্গে নিবাস করিবেন। আক্রমণকারী রাজা কোন মিত্রের সহায়তা পাইলে, সাধ্যানুসারে আক্রান্ত নৃপতি তাহাতে ব্যাঘাত জন্মাইবেন এবং দুর্গসমূহের মূলোচ্ছেদ করাইবেন। সমস্ত ক্ষুদ্র বৃক্ষের মূলচ্ছেদ ও প্রবৃদ্ধ বৃক্ষের শাখাচ্ছেদ কর্ত্তব্য; কিন্তু চৈত্য (যূপার্থ রোপিত বৃক্ষ) বৃক্ষের পত্রব্যতীত আর কিছুই ছেদন করা অবিধেয়। পরিখা সকল পূর্ণ করিবে। স্ফাটিকদ্বারের মধ্যে যে সকল গুপ্তি থাকে, সাবধানে তাহাতে আত্মগোপন করিবে ও দ্বারদেশে গুরুতর যন্ত্র-

সকল সর্ব্বদা স্থাপন করিবে। শতঘ্নী (কামান) নিচয় স্থাপিত করিবে। অভিহার্য্য (গুপ্ত) কূপসকল খনন করাইবে। মৃত্তিকায় প্রলেপিত তৃণাচ্ছাদিত আলয়সমূহ প্রস্তুত করাইবে। যদি রাজা অগ্নিহোত্রী ব্যতিরেকে বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করেন, তবে রাত্রিতেই তাহাতে অন্ন পাক করাইবেন। দিবাকালে অবিধিপূর্ব্বক গৃহে অগ্নি প্রবিষ্ট করিলে, নিতান্ত পাপ জন্মে। মহীপতি সর্ব্বত্র বিশাল রাজমার্গ জলচ্ছত্র বিপণি প্রভৃতি নির্ম্মাণ করাইবেন। ভাণ্ডাগার, অস্ত্রাগার, যোধাগার, অশ্বাগার, গজাগার, সৈন্যনিলয়, পরিখা, রথ্যা ও নিষ্কুট এরূপ গুপ্তভাবে প্রস্তুত করাইবেন, যে কেহ দর্শন করিতে না পারে। শত্রুসৈন্যপীড়িত নৃপতি তৈল, মধু, ঘৃত, ঔষধ, অঙ্গার, যব, ইন্ধন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু এবং ধন সঞ্চিত রাখিবেন। বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র ও সর্ব্বদা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রস্তুত রাখিবেন। চিকিৎসক নট নর্ত্তক ঐন্দ্রজালিকপ্রভৃতিকেও স্বীয় সৈন্যের সন্তোষসাধনার্থ নিযুক্ত করিবেন। ভৃত্য, বন্দী, পৌরজন, স্বাধীন নৃপতি ও অন্য যাহা হইতে ভয়ের কারণ উদ্ভূত হয়, তাহাকে ধৃত ও বদ্ধ করিবে। হে রাজেন্দ্র! কর্ম্ম সিদ্ধ হইলে, ধনদান করিয়া সম্বর্দ্ধন করিবে। অনন্তর যথাযোগ্য দান, সন্ধি বা নম্রতাও কোন উপায় অসিদ্ধ হইলে, বধ করিয়া কৃতকৃত্য হইবে। রাজার ঋণ করা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। আত্মা, অমাত্য, কোষ, দণ্ড, মিত্র, জনপদও পুর এই সাতটী লইয়া রাজত্ব এবং ইহাই নৃপতির অবশ্য রক্ষণীয়। ষড়্‌গুণ ও ত্রিবর্গই জগতে পরম পদার্থ। যে ব্যক্তি উহার মর্ম্ম অবগত আছেন, তিনিই এই পৃথিবী ভোগের যোগ্য পাত্র। শয়নাসন,

যাত্রাসন্ধান, প্রগৃহ্যাসন, যাত্রা, অন্যের সম্বন্ধে দ্বৈধভাব ও পরের সংশ্রয় এই ছয়টীর নাম ষাড়্গুণ্য। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনটীকে ত্রিবর্গ কহে; ইহা হইতে মনুষ্যের ক্ষয় ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যে মহীপাল ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী পালন করেন, তিনি চিরকাল মঙ্গল ভোগ করিয়া থাকেন। হে রাজন্! আপনি যে রাজধর্ম্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহা সমস্তই কথিত হইল।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়

—oo—

নারদ কহিলেন,—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিটী যুগ কথিত হয়। তাহার একসপ্ততিটী হইলেই দিব্য যুগ বলা যায়। চতুর্দ্দশ দিব্য যুগে এক মন্বন্তর ও তাহাকেই কল্প কহে। সেই কল্পের অন্তে প্রলয় হইয়া থাকে। এই প্রলয়কালে ব্রহ্মা শয়ন করেন ও সেই নিমিত্ত ত্রিলোক লয় প্রাপ্ত হয়। ঐ কালকে ব্রহ্মরাত্রি ও তৎকালের ঘটনাকে দৈনন্দিন নৈমিত্তিক প্রলয় বলা যায়। এইরূপ দিনপরিমাণে পূর্ব্বপরার্দ্ধে ব্রহ্মার এক শত বর্ষ আয়ুঃ কথিত হয়। পরার্দ্ধ দুইটী কথিত হয়; ব্রহ্মার এইরূপ দুই পরার্দ্ধ অতীত হইলে, সপ্ত প্রকৃতির লয় হয়। এইরূপ প্রলয়কে প্রাকৃতিক প্রলয় কহে। হে রাজন্! ব্রহ্মা লীন হইলে, তদীয় অণ্ডকোষস্থ

সমস্তই লয় প্রাপ্ত হয়। হে ভূপতে! এরূপ প্রলয়ের পূর্ব্ব লক্ষণ শ্রবণ করুন। এইরূপ প্রলয়ের পূর্ব্বে শতবর্ষ যাবৎ মেঘে বৃষ্টি হয় না। জলাভাবে ও দুর্ভিক্ষে প্রজাগণ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ করতঃ বিনষ্ট হয়। সমুদ্রে পৃথিবীতে বৃক্ষলতায় ও জীবগণের দেহে যে রস থাকে, সূর্য্যদেব প্রখর রশ্মিজাল বিস্তার করতঃ তাহা ভীষণরূপে শোষণ করেন। অনন্তর দেব সংকর্ষণের মুখোৎপন্ন সম্বর্ত্তক নামে জাজ্বল্যমান হুতাশন বেগবান্ বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া ঘোর গর্জ্জন করতঃ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ড দগ্ধ করেন। হে মহারাজ! এইরূপে সূর্য্য ও বহ্নি কর্ত্তৃক দগ্ধ হইয়া জগৎ একটী সারবর্জ্জিত গোময়পিণ্ডের ন্যায় অনুভূত হয়। তৎপরে সম্বর্ত্তক নামে অগ্নি ও প্রচণ্ড পবন শতবর্ষ পর্য্যন্ত ব্রহ্মাণ্ড চালিত করে। তদনন্তর নানাবর্ণের ঘোর মেঘসমূহ ভীষণ গর্জ্জন করতঃ শতবর্ষ বর্ষণ করে। পরে এই বিশ্ব নির্ব্বিকার একার্ণব হইলে, জল ভূমির গন্ধগুণ গ্রাস করে। পৃথিবী স্বীয় গুণ নষ্ট হওয়াতে প্রলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এইরূপে তেজঃ ও জলের রসগুণ স্বীয় বলে পান করাতে জলের ও লয় হয়। তৎপরে প্রচণ্ড বায়ু তেজের রসগন্ধসমন্বিত রূপ হরণ করাতে তেজের তৎক্ষণাৎ লয় হইয়া থাকে। তৎপরে আকাশ সমস্ত গুণের সহিত বায়ুকে গ্রহণ করায় তাহার ও লয় হইয়া থাকে। অহঙ্কার (পূর্ব্বে ইহার লক্ষণ উক্ত হইয়াছে) শব্দপ্রভৃতি সমস্ত গুণের সহিত আকাশকে গ্রহণ করাতে তাহা ও লীন হয়। অহঙ্কারে এই চরাচরে জগৎ লীন হয়। তৎপরে সত্ত্বাদি গুণ অহঙ্কারকে ভক্ষণ করে। পুনরায়

আদ্যা প্রকৃতি সেই গুণগণকে গ্রাস করে। সেই প্রকৃতির আর কালদোষে পরিণাম নাই। তিনি আদ্যন্ত রহিত নিত্য অব্যয় কারণস্বরূপ ও ভগবানের প্রধান শক্তি। হে মহারাজ! প্রলয় ও উৎপত্তির বিষয় আপনার নিকট সমস্তই পর্য্যায়ক্রমে বর্ণন করিলাম। এক্ষণে আমি ইন্দ্রলোকদর্শনার্থ গমন করিব। আপনার মঙ্গল হউক; এই সকল ধর্ম্ম যথাবিধি আচরণ করুন।

অনন্ত কহিলেন,—দিব্যকান্তি দেবর্ষি ইহা কহিয়া, মান্ধাতার সম্মুখেই আকাশপথে উত্থিত হইয়া প্রস্থান করিলেন। এস্থলে মুনিবর সৌভরি যমুনার জলে তপস্যা করতঃ একটী বৃহৎ শকুল মৎস্যের বিচেষ্টিত দর্শন করিতেছিলেন। মৎস্যটী স্বীয় পোতাধান (পোনামাচ) সহকারে তপোধনের অন্তিকে সহর্ষে উপনীত হইল। তদ্দর্শনে সেই মুনিশ্রেষ্ঠ মোহ প্রাপ্ত হইয়া ভাবিলেন, আমি ও এই শকুলের ন্যায় গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিব। অনন্তর তিনি সলিল হইতে উত্থিত হইয়া বিবাহার্থ মান্ধাতার নিকটে গিয়া একটী কন্যা প্রার্থনা করিলেন। মান্ধাতা কহিলেন, যে আমার পঞ্চাশটী কন্যা আছে, তাহারা আপনাকে স্বয়ম্বরে বরণ করিয়া বিবাহ করিবে। তচ্ছ্রবণে মুনি চিন্তা করিলেন, আমি বৃদ্ধ পলিত কেশ জটাধারী দরিদ্র ব্রাহ্মণ; আমাকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কে বরণ করিবে? রাজা নিজের মুখে আমাকে কন্যা দান করিবেন না এ কথা বলিলেন না, কিন্তু দেখিতেছি, প্রকারান্তরে কন্যার মুখেই তাঁহার অনভিমতি প্রকাশ পাইবে। মুনিবর সৌভরি এইরূপ চিন্তা করিয়া মনে মনে বিষ্ণুর ধ্যান করিতে লাগি-

লেন ও কন্দর্পের ন্যায় রমণীমোহন রূপ ধারণ করিলেন। অনন্তর সেই তপোধন এইরূপ বেশে রাজপুরে প্রবেশ করিলেন। রাজার পঞ্চাশৎ কন্যাই তাঁহাকে দর্শন করিয়া, ইনিই আমার পতি হইবেন,—এইরূপ মনে মনে প্রত্যেকেই তাঁহাকে বরণ করিলেন। তৎপরে রাজকুমারিগণ পিতার নিকট আসিয়া স্বস্ব অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। নৃপতি সেই পঞ্চাশৎ তনয়াকে মুনির করে সম্প্রদান করিলেন। মুনি স্বীয় পত্নীগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া প্রস্থান করিলেন। অবশেষে রাজা অখণ্ড রাজ্যস্থাপন করতঃ অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রতী হইলেন ও নারদের উপদিষ্ট ধর্ম্ম সকল সর্ব্বত্র সর্ব্ববর্ণের মধ্যে প্রচার করিলেন। নৃপতি ঘোষণা করিলেন, যে যাবৎ সূর্য্যদেবের প্রখর কর জগতের যতদূর বিস্তৃত হইবে, রাজা মান্ধাতার রাজ্যও তত দূর প্রকার প্রাপ্ত হইবে। অবশেষে নৃপতি পুত্রগণের হস্তে একচ্ছত্র রাজ্য বিন্যস্ত করিয়া যোগ দ্বারা দেহত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়া ইন্দ্রের সখা হইলেন। হে মহারাজ! এই আপনার নিকট স্বর্গের পরিমাণাদি ও স্বর্গগামী মহাত্ম গণের চরিত বর্ণন করিলাম; ইহা শ্রবণ করিলেন মনুষ্যের অশেষ মঙ্গল হয়। সম্প্রতি আপনি আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করেন? ব্যাস কহিলেন,—অনন্তের কথিত স্বর্গের পরিমাণ বর্ণিত হইল; এক্ষণে তাঁহারই ভাষিত পাতালের ও পরিমাণ পুনরায় প্রকাশ করিতেছি। সূত কহিলেন,—হে বিপ্রগণ! মহার্থ স্বর্গখণ্ডের বর্ণন এইস্থলে পরিসমাপ্ত হইল। এই স্বর্গখণ্ড পাঠ ও শ্রবণ করিলে, অনায়াসে স্বর্গলাভ হয় এবং

নিষ্কামের মুক্তি ও ভক্তিমান্ ব্যক্তির ঈশ্বরে দৃঢ় ভক্তি জন্মে। এই স্বর্গখণ্ড পণ্ডিতগণেরই সর্ব্বদা পাঠ্য।

চত্বারিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ মহাশয়গণ! এই স্বর্গ খণ্ডে স্বর্গের পরিমাণ প্রসঙ্গক্রমে কথিত হইয়াছে। রাজর্ষি দুষ্মন্তের মৃগয়াদি চরিত, মৃগের অনুধাবনপূর্ব্বক শকুন্তলার সহিত সাক্ষাৎকার, মেনকার গর্ভে কৌশিক ঋষির ঔরসে সেই শকুন্তলার জন্মবিবরণ, অনন্তর উক্ত কন্যার গান্ধর্ব্ব বিবাহ, ধর্ম্মতঃ গর্ভাধান, রাজার অভিজ্ঞান-স্বরূপ অঙ্গুরী প্রদান করিয়া স্বপুরে আগমন, শকুন্তলার প্রতি দুর্ব্বাসার বিস্মরণশাপ, অনন্তর কণ্বমুনির অনুজ্ঞা-নুসারে শকুন্তলার পতির উদ্দেশে যাত্রা, সরস্বতীনদীর জলে তাঁহার স্নান ও অভিজ্ঞানস্বরূপ অঙ্গুরীর মজ্জন, অনন্তর কণ্বের শিষ্যদ্বয়ের রাজদ্বারে সংবাদ, রাজপুরো-হিতের সহিত তাঁহাদের রাজার সমীপে গমন, নৃপতির অস্মৃতিকারণে শকুন্তলার পরিত্যাগ, অনন্তর মেনকার সহিত শকুন্তলার আকাশমার্গে প্রত্যাহার, ধীবরের বন্ধন, তৎ-পরে অভিজ্ঞানদর্শন, দুষ্মন্তের অনুতাপ, বণিকেরবৃত্তান্ত

কীর্ত্তন, দানবগণের বিনাশার্থ রাজার স্বর্গে গমন, প্রত্যাগমনকালে উক্ত রাজর্ষির নিজপুত্রদর্শন, মারীচের আগমনে রাজার ভার্য্যাপুত্রলাভ, দুষ্মন্ততনয় ভরতের চরিত, বিষ্ণুদূতের সঙ্গম, সুনন্দের সবিস্তর সংবাদকথন, সংক্ষেপে স্বর্গের পরিমাণ ও নিরূপণ, পক্ষী ও ভূতগণের গতিশক্তি-নিরূপণ, পিশাচত্বের কারণ, গুহ্যকগণের স্থিতি, গন্ধর্ব্ব-লোকবর্ণন ও গন্ধর্ব্বত্বের কারণ, বিদ্যাধরনিচয়ের লোক ও তাঁহাদিগের পুণ্যকীর্ত্তন, অপ্সরাদিগের স্থান ও তদীয়পুণ্য-কথন, পুরূরবার আখ্যান ও তাঁহার বৈকুণ্ঠে গমন এবং অপ্সরোলোক হইতে তদীয় যাগপুণ্যসমর্পণ, সূর্য্য ও ইন্দ্র-লোকের বর্ণন, তাহার প্রাপ্তির উপায়কথন, বহ্নিলোকবর্ণন, সেই লোকে গমনের উপায় এবং সেই বহ্নির বিশ্বানরমুনির ঔরসে জন্ম, রুদ্রের জন্ম, যমলোকের বর্ণন, নৈর্ঋত রাক্ষসগণের লোক ও নৈর্ঋতদিক্‌পতির বিবরণ বরুণের স্থান ও তদীয় জন্ম, বায়ুলোকবর্ণন, দিতির গর্ভে বায়ুর জন্মবিবরণ, অলকার বর্ণন ও কুবেরের কথা, রাবণের জন্ম ও তদ্দ্বারা কুবেরের লঙ্কাপুর হইতে বহিষ্করণ ও অলকায় নিবাস, কৈলাসবর্ণন, ভূতাদির নিবেশ, চন্দ্রলোকবর্ণন ও মরীচির ঔরসে চন্দ্রের জন্ম, তারাহরণ ও বুধের জন্ম, চন্দ্রের প্রতি দক্ষের শাপ, তারা-গ্রহনিরূপণ, পর্য্যায়ক্রমে তাহাদিগের স্থানকথন, ছায়ার গর্ভে শনির জন্ম, সপ্তর্ষিমণ্ডল ও ধ্রুবলোকের বর্ণন, ধ্রুবের বাল্যচরিত্র, সুরুচির বাক্যে তাঁহার বনে গমন, বিষ্ণুর ধ্যান ও ধ্রুবেরপ্রতি বিষ্ণুর বরদান, পুনর্ব্বার ধ্রুবের রাজ্যলাভ ও স্বর্গারোহণ, মহর্লোকবর্ণন, বৈকুণ্ঠবর্ণন, স্বর্গস্থ নৃপতিগণের

নামকীর্ত্তন, সগরের জন্ম, যবনগণের উৎপত্তি, মহাদেবের বরে রাজর্ষি সগরের বহুপুত্রতা, অশ্বমেধে তাহাদিগের তুরঙ্গান্বেষণ ও বিনাশ, অংশুমানের কপিলের নিকট অশ্বপ্রাপ্তি, ভগীরথের পৃথিবীতে গঙ্গানয়ন, ধুন্ধুমারের চরিত, ধুন্ধুর জন্ম, উশীনরের চরিত, শ্যেনপক্ষীকে শিবিরাজার স্বীয় মাংসদান ও নৃপতির মোক্ষলাভ, মরুত্তের যজ্ঞবিবরণ, সম্বর্ত্তের তপোবল, দিবোদাসের চরিত, কাশীপুরনিবেশন, বহু নৃপতির চরিত, মান্ধাতার জন্ম ও তাঁহার চরিত, তাঁহার নিকট নারদের ধর্ম্মকথন, বিশ্বসৃষ্টি, চারি বর্ণের ধর্ম্মকথন, যোগধর্ম্ম ও ক্ষত্রধর্ম্মের প্রশংসা, সদাচার ও আহ্নিকই যে পরলোকের সাধন তদ্বিষয়ে প্রমাণপ্রদর্শন, খাদ্যাখাদ্যবিচার, কার্য্যাকার্য্যনিরূপণ, আয়ুর ক্ষয়বৃদ্ধি ও গতায়ুর জীবনকথন, বিশ্বকেতুর পুত্র ব্রহ্মকেতুর বিবরণ, রুদ্রের প্রতি দক্ষশাপ, দক্ষযজ্ঞ, সতীর দেহপরিত্যাগ, দক্ষযজ্ঞের মথন, যজ্ঞের পুনরুদ্ভব, স্বর্গপ্রাপ্তির নিমিত্ত ক্রিয়া, নরকের নিমিত্ত নিন্দিত কর্ম্মের উল্লেখ, শ্রাদ্ধ ও দানে বিপ্রের মধ্যে পাত্রাপাত্রনিরূপণ, রাজার কর্ত্তব্য ও তদীয়ধর্ম্মনির্দ্দেশ, রাজার সাধারণ ধর্ম্ম, প্রলয়ের লক্ষণ, সৌভরির বিবাহ, মান্ধাতার স্বর্গগমন, হে বিপ্রগণ! এই সমস্তই আপনাদিগের নিকট কীর্ত্তিত হইয়াছে। ইহার অনুক্রম এই অধ্যায়ে প্রকাশিত হইল। ইহা পাঠ করিলে, সমস্তস্বর্গখণ্ডপাঠের ফল লব্ধ হয়। এই খণ্ডে পুণ্যাত্মা রাজর্ষিগণের চরিত, বিষ্ণুর মাহাত্ম্য, সর্ব্বধর্ম্ম ও স্বর্গসমূহের বর্ণনকরা হইল। হে বিপ্রগণ! যে ব্যক্তি এই অনুক্রম খণ্ড শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পাঠ বা শ্রবণ করে, সেই নর দেব-

গণের সুপ্রিয় হয়। এই পদ্মনামে পুরাণ সর্ব্বত্র মানবগণের কুশলপ্রদ। এই গ্রন্থ বৈষ্ণবগণেরও পরম প্রিয়।

ইতি পদ্মপুরাণান্তর্গত স্বর্গখণ্ড

সমাপ্ত।